FINAL

REACTION SETTLEMENT PLAN OF SHEOLA LANDPORT

Bangladesh Trade and Transport Facilitation Studies RETF Project
(BLPA Component)

Bangladesh Land Port Authority (BLPA)
TCB Bhaban, 5th Floor, Kawaran Bazar,
Dhaka

15th Octover 2016

Submitted BY

Yooshin - VITTI joint Venture
27/A, Shangshad Avenue , 5th Floor
Dhaka - 1215, Bangladesh

এই পূনর্বাসন কর্মপরিকল্পনাটি এর বাহকের জন্য প্রণীত একটি দলীল। এখানে ব্যক্ত করা দৃষ্টিভঙ্গি অনিবার্যভাবে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপক বা কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মনোভাবকে প্রতিফলিত করেনা এবং প্রকৃতিগতভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের। কোন রাষ্ট্রিয় কর্মসূটি বা কৌশল প্রণয়নে বা কোন প্রকল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে অথবা কোন পদ সৃষ্ঠিকালে বা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বা ভৌগলিক সীমানায় দৃষ্টান্ত স্থাপনকালে এই দলীলে, বিশ্বব্যাংক কোন এলাকার বা ভৌগলিক সীমানা সম্পর্কে কোন প্রকার মূল্যায়ন প্রদান করার মনোভাব ব্যক্ত করেনি।

শব্দকোষ

উপজেলা:

বাংলাদেশে আঞ্চলিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বিতীয় নিম্নতম স্তর হচ্ছে উপজেলা। প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিভাগ (৮), জেলা (৬৪), উপজেলা/ থানা এবং ইউনিয়ন পরিষদ এই কাঠামোতে বিন্যস্ত।

ইউনিয়ন পরিষদ:

বাংলাদেশে গ্রামীণ প্রশাসনিক ও স্থানীয় সরকারের ক্ষুদ্রতম শাখা হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ নয়টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত। সাধারণত একটি গ্রাম নিয়েই একটি ওয়ার্ড গঠিত হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ৪৫৫৪ টি ইউনিয়ন রয়েছে।

প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ:

যে কোন ব্যক্তি, যার প্রকল্প এলাকায় কোন প্রকার অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বা আবাসস্থল রয়েছে এবং প্রকল্প কর্তৃক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পূনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (আরএপি) উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ বাণিজ্যিক বা আবাসিক অবকাঠামোকে আংশিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে অন্তর্ভূক্ত করেছে, ক্ষতিগ্রস্থ কৃষিজমি বা গৃহস্থালী জমি আংশিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে অন্তর্ভূক্ত করেছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ আয়ের উৎসকেও অন্তর্ভূক্ত করেছে।

অভিযোগ নিষ্পত্তি:
অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রাথমিকভাবে নাগরিকবৃন্দ ও ভোক্তদের নিকট থেকে অভিযোগ গ্রহণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণকে ব্যপ্ত করে থাকে, বৃহত্তর সংজ্ঞায় এর মধ্যে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক অধিকতর কার্যকর সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে উত্থাপিত বিষয়ে উদ্ভুত পরিস্থির প্রেক্ষিতে গৃহীত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করাও অন্তর্ভূক্ত থাকে।

পরিবেশগত মূল্যায়ন:
কোন একটি পরিকল্পনা, নীতি, কর্মসূচি বা গৃহীতব্য প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব (ইতিবাচ বা নেতিবাচক) বিবেচনা করে প্রস্তাবিত বিষয়ে অগ্রসর হওয়া সম্পর্কিত সীদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি বুঝানোর জন্য পরিবেশগত প্রভাব শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পূর্ণবাসন ব্যয়:
অধিগ্রহণকৃত সম্পদ ও সম্পত্তিতে ক্ষতিগ্রস্থ আবাস স্থানান্তর/ পুন:নির্মাণের জন্য উন্মুক্ত বাজার থেকে ক্রয় করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। পুনর্বাসন ব্যয় বর্তমানে বিদ্যমান আরএন্ডবিডি হার অনুসারে অবচয় বাদ দিয়েয় নিরুপণ করা হবে। পুনর্বাসন ব্যয় প্রকল্পের পুনর্বাসন নীতিমালা অনুসারে সম্পাদন করা হবে।

উদ্বাস্তু:
উদ্বাস্তু বলতে সেই ব্যাক্তি বা পরিবারকে বোঝানো হয় যারা কোন সরকারি জমিতে অনুমতি ব্যতিত বসবাস করছে বা মেয়াদোত্তির্ণ হওয়ার পরেও কোন ইমারত ভোগদখল করে আছে এবং আবাসস্থল ও জীবিকার বিবেচনায় যাদের কোন বিকল্প নেই। (

ভাড়াটিয়া:
ভাড়াটিয়া হচ্ছে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যাদের কোন সম্পত্তির স্বচ্ছ মালিকানা সম্পন্ন মালিকের সাথে কোন ভবন বা কাঠামো আবাসিক বা বাণিজ্যিকভাবে বা অন্য কোনভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ভাড়া সংক্রান্ত লিখিত বা অলিখিত চুক্তি রয়েছে।

পাঁকা:
সিমেন্ট, ইট বা কংক্রিট দ্বারা তৈরি অবকাঠামো।

আধা পাকা:
টালি/ খড়ের ছাদ/ ইট-সিমেন্টের দেওয়াল দেওয়া অবকাঠামো।

কাঁচা:
পাথর/ মাটির দেয়াল/ খড়ের ছাদ দিয়ে তৈরি অবকাঠামো।

মালিকানাসম্পন্ন ব্যক্তি:
প্রকল্প কর্তৃক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি যার প্রকল্পের অবকাঠামোগত মালিকানা কাঠামোর আওতায় কোন প্রকার সম্পত্তি রয়েছে।

মালিকানা দাবিদার:
সম্পত্তির মালিকানা দাবি করার জন্য যে ব্যক্তির আইনগত দলীলপত্র রয়েছে।

দারিদ্র সীমা:
যে পরিবারে সকল প্রকার উৎস থেকে অর্জিত আয় রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত সীমার নিচে এবং যারা প্রকল্প এলাকার মধ্যে অবস্থিত তাদের দারিদ্র সীমার নিচে বলে বিবেচনা করা হবে।

আদ্যক্ষর সমস্টি

এডি	পলি-শিকস্ত
এআরআইপিও	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন অধ্যাদেশ
বিবিএস	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
বিএলপিএ	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
বিপি	ব্যাংক নীতিমালা
সিসিএল	আইনের আওতায় নগদ ক্ষতিপুরণ
সিইএনএ	সক্ষমতা উন্নয়ন চাহিদা নিরুপণ
সিএলএসি	কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দকারী কমিটি
সিএমপি	বর্তমান বাজার মূল্য
ডিসি	জেলা প্রশাসক
ডিইপিটিসি	ডেক ও মেশিন এর কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষন কেন্দ্র
ডিওএ	কৃষি অধিদপ্তর
ডিওএফ	মৎস্য অধিদপ্তর
ইএ	পরিবেশগত মূল্যায়ন
ইসি	মালিকানাসত্ত্ব কার্ড
ইসিওপিএস	পরিবেশগত বিধান ও চর্চা
ইএইচএস	পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা
ইআইএ	পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
ইএমএফ	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো
ইএমআইএস	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি
ইপি	মালিকানাসত্ত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি
ইএসআইএ	পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন
ইএসএমপি	পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা
এফজিডি	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা
জিএমপি	মূলধারায় জেন্ডার আনায়নের পরিকল্পনা
জিওবি	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জিপি	গ্রাম পরিষদ
জিআরসি	অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি
জিআরএম	অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি
জিআরএস	অভিযোগ নিষ্পত্তি সেবা
এইচসিজি	গৃহ নির্মাণ অনুদান
এইচডিএ	বসতবাড়ি উন্নয়ন অনুদান
এইচএইচ	বসতবাড়ি
এইচআইইএস	খানা ভিত্তিক আয় ও ব্যয় জড়িপ
আইডিএ	আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা
আএলও	আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা
আইএনজিও	আন্তর্জাতিক এনজিও
আইডব্লিউএম	ইনস্টিটিউপ অব ওয়াটার মডেলিং
আইডব্লিউটি	অভ্যন্তরীণ নৌ যোগাযোগ
কেআইআই	কি ইনফরম্যাট ইন্টারভিউ
এলএ	ভূমি অধিগ্রহণ
এলএডি	প্রাপ্তব্য সর্বনিম্ন গভীরতা
এলএপি	ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব
এমইএএল	মনিটরিং ইভালুয়েশন অডিট লার্নিং
এমওএল	ভূমি মন্ত্রণালয়
এমওএস	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়
এনজিওস	বেসরকারি সংস্থাসমূহ
পিএপিএস	প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ
পিএভিএস	দারিদ্র নিরুপণ ও মূল্যায়ন কমিটি

পিবিসিস	কর্ম সম্পাদন ভিত্তিক চুক্তিসমূহ
পিসিআর	ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ
পিএফএস	মৎস্য ভান্ডারের মূল্য
পিএমইউ	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
পিডব্লিউডি	গণপূর্ত বিভাগ
আরএ	ভাড়া ভাতা
আরএপি	পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা
আআইএস	নদী তথ্য পদ্ধতি
আরপিএফ	পুনর্বাসন নীতিমালার কাঠামো
আরএসসি	পুনর্বাসন উপ-কমিটি
এসআইএ	সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন
এসএমপি	সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
এসটিজি	অবকাঠামো স্থানান্তর বাবদ অনুদান
ইউপি	ইউনিয়ন পরিষদ
ভিএনআর	অর্পিত অনাবাসি
ডব্লিউবি	বিশ্বব্যাংক
আরএন্ডআর	পুনর্বাসন ও প্রতিস্থাপন
এমএআরভি	সর্বোচ্চ প্রদানযোগ্য স্থানান্তর ব্যয়

সূচিপত্র

অধ্যায়- ১: ভূমিকা ৬
১.১ পটভূমি ৭
১.২ জড়িপের উদ্দেশ্য ৭
১.৩ প্রকল্পের পুনর্বাসন নীতিমালার কাঠামো ৭
১.৪ প্রস্তাবিত শেওলা স্থলবন্দর ৮
১.৪.১ অবস্থান ৮
১.৫ স্থল বন্দরসমূহ- অবকাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা- ভূমির প্রয়োজনীয়তা ৮
১.৫ ভূমি অধিগ্রহণের সামগ্রিক প্রাক্কলন ও আরএন্ডআর ৯
১.৬ পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ৯
১.৬.১ আরএপি প্রণয়ন পদ্ধতি ৯
১.৬.২ আরএপি সম্পাদনের তারিখ ৯
১.৬.৩ আরএপি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট ৯

অধ্যায়- ২: দ্রুত সামাজিক মূল্যায়ন ১০
২.১ প্রকল্প এলাকার বেইজলাইন বিবরণ ১১
২.২ স্থানীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ১১
২.২.১ আয় ও দারিদ্র পরিস্থিতি ১১
২.২.২ পেশাগত অবস্থা ১১
২.২.৩ ভূমি অধিকারের ধরণ ও মালিকানার ধরণ ১২
২.২.৪ শিক্ষার হার ১৪
২.২.৫ স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন সুবিধা ১৪
২.২.৬ আদিবাসি জনগোষ্ঠি ১৫
২.২.৭ নারী প্রধান পরিবার ও কুটিরশিল্প ১৫
২.৩ ভূমির মূল্য ১৫

অধ্যায়- ৩: পুনর্বাসন কমানোর উদ্যোগ ১৬
৩.১ ভূমিকা ১৭
৩.২ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রভাব ১৭
৩.৩ প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব ১৮

অধ্যায়- ৪: আদমশুমারি ও আর্থ-সামাজিক জড়িপ ১৯
৪.১ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ ২০
৪.২ ক্ষতির ধরণসমূহ ২১

অধ্যায়- ৫: পরামর্শ ও পিএপি'র সম্পৃক্ততা ২৪
৫.১ পরামর্শ ২৫
৫.২ এফজিডি সভা ২৫
৫.৩ জাতীয় পর্যায়ে পরামর্শ ২৬

অধ্যায়- ৬: মালিকানাসত্ত্ব কাঠামো ২৭
৬.১ জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ নীতিমালার হিসাব ২৮
৬.২ ক্ষতিপূরণের পদ্ধতি ২৮
পুনর্বাসন ২৮
৬.৩ আয়ের পূন:সংস্থান ২৮

অধ্যায়- ৭: প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন **২৯**

৭.১ প্রাতিষ্ঠানিক স্তর বিন্যাস **৩০**

৭.২ পর্যবেক্ষন, মূল্যায়ন ও পরিমাপ **৩**

৭.২.১ সামাজিক মূল্যায়নের মাপকাঠি **৩৩**

৭.৩ অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি (জিআরএম) **৩৩**
৭.৩.১ জিআরএম'র আওতা ৩৪
৭.৩.২ পর্যায়- ১, সুরক্ষা বিষয়ের আওতায় জিআরএম ৩৫
৭.৩.৩ পর্যায়- ২, পকল্প পর্যারে জিআরএম প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবায়ন আয়োজন প্রণয়ন ৩৫
৭.৩.৪ সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিবর্গের জন্য আইনগত বিকল্প আয়োজন ৩৬
৭.৩.৫ বিশ্বব্যাংকের অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ক পরিসেবা ৩৬

অধ্যায়- ৮: বাস্তবায়ন সূচি **৩৭**
৮.১ পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়সূচি ৩৮

অধ্যায়- ৯: ব্যয় ও বাজেট **৪০**
৯.১ বাজেট ৪১
৯.২ সর্বনিম্ন মজুরি নিরুপণ ৪১
৯.৩ করসমূহ ৪১
৯.৪ তথ্য উন্মোচন ৪২
৯.৫ উপসংহার ৪২

অধ্যায়- ১০: সংযুক্তি **৪৩**
সংযুক্তি- ১: ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের তালিকা ৪৪
সংযুক্তি- ২: মালিকানা সত্ত্বের মাপকাঠি ৪৮
সংযুক্তি- ৩: ছবি ৫০
সংযুক্তি- ৪: গণপরামর্শ ও কর্মশালার সার-সংক্ষেপ ৫২

অধ্যায়- ১: ভূমিকা

১.১ পটভূমি

১.২ জড়িপের উদ্দেশ্য

১.৩ প্রকল্পের পুনর্বাসন নীতিমালার কাঠামো

১.৪ প্রস্তাবিত শেওলা স্থলবন্দর

১.৪.১ অবস্থান

১.৫ স্থল বন্দরসমূহ- অবকাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা- ভূমির প্রয়োজনীয়তা

১.৫ ভূমি অধিগ্রহণের সামগ্রিক প্রাক্কলন ও আরএন্ডআর

১.৬ পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

১.৬.১ আরএপি প্রণয়ন পদ্ধতি

১.৬.২ আরএপি সম্পাদনের তারিখ

১.৬.৩ আরএপি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট

১. ভূমিকা

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশ এর সীমান্তবর্তি স্টেশনসমূহ (স্থলবন্দর) নির্মাণ ও সম্প্রসারণের এক উচ্চাভিলাসী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর পরিসর শুরু হয়েছে 'গ্রীণফিল্ড' প্রকল্পের মাধ্যমে, যেখানে বাস্তবে বিদ্যমান কোন অবকাঠামো নেই, এর বাইরে কোথাও কোথাও বিদ্যমান অবকাঠামো সুবিধাদি সংস্কার/ সম্প্রসারণ করতে হবে (যেমন; শেওলা, ভোমড়া ও অন্যান্য স্থলবন্দরসমূহ) অথবা সীমান্তবর্তি যেসব সুবিধাদির মাধ্যমে বেসরকারিভাবে লেনদেন পরিচালিত হচ্ছে সেগুলোর নকশা প্রণয়নের পরামর্শও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

বিবিধ সুবিধাসম্পন্ন পরিবহন করিডোর এবং সংযুক্তি যা বিদ্যমান বৈদেশিক লেনদেনকে সম্প্রসারিত করবে এবং বাংলাদেশের জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে তরান্বিত করবে, তা উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ সরকারকে আর্থিক, অর্থনৈতিক, কারিগরি, পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা জড়িপ পরিচালনায় অর্থায়নের জন্য প্রাপকের দায়সম্পন্ন অনুদান প্রদান করেছে এবং (i) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ নৌপথ খনন, (ii) জলযান সম্পর্কিত নীতিমালা, নৌবিদ্যা সম্পর্কিত অনুদান, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত নৌপথের নিরাপত্তা উপকরণ ও নৌপথ উন্নয়ন; (iii) একটি নতুন কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন এবং চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালনা ক্ষমতা উন্নয়ন; (iv) নির্বাচিত উপকরণে বিনিয়োগ এবং মংলা বন্দরের পরিচালনা ক্ষমতা উন্নয়ন; (v) চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহ ও ভারতের সাথে সড়ক ও নৌপথে বিচ্ছিন্ন পথ পূনঃস্থাপিত করার বিষয়টি চিহ্নিত করা; (vi) অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রধান সীমান্তবর্তি বন্দরসমূহ উন্নয়নের জন্য কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে। এই উদ্যোগ মূহের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ লেনদেন, তৃতীয় দেশের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং একইসাথে ভারত, নেপাল, মিয়ানমারসহ পার্শ্ববর্তি দেশসমূহের সাথে আঞ্চলিক বাণিজ্য তরান্বিত করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

১.২ জড়িপের উদ্দেশ্য

এই জড়িপ পরিচালনার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তি শেওলা ও ভোমড়াসহ যে স্থলবন্দরসমূহ ভারতে সাথে সংশ্লিষ্ট সেই স্থরবন্দরসমূহের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা ও নকশা পর্যালোচনা করা। এই জড়িপের মধ্যে (i) প্রত্যাশিত পরিবহনের একটি পর্যালোচনা (পরিবহনের ধরন অনুসারে) এবং সীমান্তবর্তি স্টেশনের এক বছর পর ও পরবর্তি পাঁচ বছর পরে পরিচালনার জন্য একটি পর্যালোচনা; (ii) কর্মী চাহিদা নিরুপনের মাপকাঠিতে প্রদর্শিত সংখ্যার বিবেচনায় কর্মী বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থান/ পদ, শ্রম ঘন্টা, অফিস এর স্থান সংকুলানের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান, নিয়ন্ত্রণ এর স্থান, বিযেশায়িত সুবিধাদি ও কর্মীদের আবাসন ও অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় আবশ্যক পরিসর নিরুপণ; (iii) বিভিন্ন প্রকার পরিবহন পরিচালনার প্রবাহ, কাস্টমস্ ও অন্যান্য সংস্থার দায়িত্ব; (iv) পরিবহন প্রবাহ নির্দেশক ছক ও বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম ও অবস্থান নির্দেশক ছক। পরিবহনের প্রবাহ ও উদ্ভূত চাহিদার বিবেচনায় স্থানের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা হবে; (v) বিভিন্ন প্রকার অবকাঠামোর বিস্তারিত নকশা ও স্থলবন্দরের দরপত্রের দলীলপত্র; (vi) যৌথ সীমান্ত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য অভিন্ন অবস্থান, পাশাপাশি অবস্থান এবং অন্যান্য মডেল বিবেচনা করে যৌথ উদ্যোগ ও সহযোগিতা তরান্বিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা; (vii) প্রস্তাবিত স্থলবন্দরসমূহের জন্য প্রাথমিক পরিবেশগত মূল্যায়ন (আইইই), পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ), এবং (viii) স্থলবন্দর সমূহের জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রণয়ন করা; এবং খসড়া সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ণ (এসআইএ), পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো (আরএপি), এবং প্রয়োজন অনুসারে আদিবাসী/ ক্ষুদ্রজাতিসত্ত্বার জনগোষ্ঠির উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এই জড়িপের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সাথে প্রস্তাবিত কার্যক্রম ও এর পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে এবং ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ বিষয়ে পরামর্শ করার পাশাপাশি খসড়া নকশা চুড়ান্ত করার পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে আলোচনা করার বিষয়টিও সম্পাদন করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

১.৩ প্রকল্পের পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো

এই পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো (আরএফপি) ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ) বিএলপিএ কর্তৃত প্রণীত হয়েছে এবং পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে; (i) প্রস্তাবিত সকল উপ-উপাদান ও উপ-প্রকল্প এর নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার উপাদানকে (প্রয়োজনীয় সকল সুবিধাসহ স্থলবন্দর এবং এর মাধ্যমে উদ্ভূত অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা) অগ্রাধিকার প্রদান ও মূলধারায় অনয়ন নিশ্চিত করা; প্রস্তাবিত সকল উপ-উপাদান ও উপ-প্রকল্প এর গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত উপাদান, সুবিধা এবং সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল ঝুঁকি ও প্রভাব পরিহার, কমানো ও ব্যবস্থাপনার উপায় চিহ্নিত করার জন্য একটি সমন্বিত উপায় বিবেচনা করা; জাতীয় প্রয়োজনীয়তা ও বিশ্বব্যাংকের শর্ত অনুসারে প্রকল্প পরিচালনা নিশ্চিত করা; এবং (iii) প্রয়োজন অনুসারে সকল উপ-প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের (ইএসআইএ'র) নির্দেশনা প্রদান করা।

এই আরপিএফ টিতে সুনির্দিষ্ট উপ-প্রকল্প যেগুলো প্রকল্প প্রণয়নের এই পর্যায়ে সম্পূর্ণভাবে নকশা ও পরিকল্পনা হিসেবে প্রণীত হয়নি সেগুলো এবং যেসকল নির্মাণকা দ্বিতীয় বছর সম্পাদন করা হবে বা প্রকল্প বাস্তবায়নের বাইওে সম্পর্কিত সেগুলোর আরএসআই

(আরএপি ও এআরএপিসহ) এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই নির্দেশিকার মধ্যে: সামাজিক চিত্রায়ন (সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিতকরণ) 'সামাজিক বেইজলাইন' এর বিবরণ ও প্রতিষ্ঠিতকরণ যার বিপরিতে বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের স্থান চিহ্নিত করার পরে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহের প্রভাব নির্ণয় করা হবে; বিকল্পসমূহের পর্যালোচনা; নির্মাণ ও পরিচালনা উভয়পর্বে বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিতকরণ; সামাজিক বেইজ লাইনে প্রকল্প কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন, সম্ভাব্যতা যাচাই ও পর্যালোচনা; গণপরামর্শ গ্রহণ করা; এবং প্রশোমনমূলক উদ্যোগ চিহ্নিতকরণ ও সুনির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসএমপি) প্রণয়ন এবং তত্ত্বাবধান উপকরণসহ পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (আরএপি) প্রণয়ন, ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা চলে এই আরএফপিটি প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার উদ্যোগকে ব্যপ্ত করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৪ প্রস্তাবিত শেওলা স্থলবন্দর

প্রস্তাবিত শেওলা স্থলবন্দরটি বড়গ্রামে অবস্থিত শেওলা স্থল কাস্টমস স্টেশনের নিকটে গড়ে তোলা হবে। ১৯৯৬ সাল থেকে শেওলা স্থল কাস্টম্‌স উল্লিখিত স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর আগে শেওলা স্থল কাস্টম্‌স স্টেশনটি প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তর দিকে কুশিয়ারা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, যেখানে কুশিয়ারা নদীপথের মাধ্যমেই আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হতো।

১.৪.১ অবস্থান

শেওলা স্থল কাস্টম্‌স স্টেশনটির অবস্থান বিয়ানীবাজার উপজেলা পরিষদ থেকে ১৩ কিলোমিটার এবং সিরেট জেলা সদর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দুরত্বে। এর বিপরিতে ভাতের অংশের নাম সুতারকান্দি, যা আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। শেওলা থেকে করিমগঞ্জ পর্যন্ত ১৬ কিলোমিটার পাঁকা সড়ক বিদ্যমান রয়েছে। আসামের রাজধানী গৌহাটি থেকে শেওলা (সুতারকান্দি) এর দুরত্ব ৩৪১ কিলোমিটার। প্রস্তাবিত শেওলা স্থলবন্দরটির কিছু এলাকা প্লাবনভূমির মধ্যে অবস্থিত। প্রস্তাবিত বন্দরের স্যাটালাইট ম্যাপ নিম্নে প্রদর্শন করা হয়েছে। বর্ষাকালে এলাকাটি পানিতে প্লাবিত হয় এবং শুকনা মৌসুমে এর একটি অংশ অস্থায়ী ট্রাক পার্কিং ও আমদনীকৃত কয়লা মজুদ রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রস্তাবিত স্থলবন্দরটির পাশ দিয়ে বৃষ্টির প্লাবিত পানি নিষ্কাশনের একটি ছোট নর্দমা রয়েছে। কুশিয়ারা নদীটি প্রস্তাবিত স্থলবন্দরটির উত্তরদিকে প্রায় তিন কিলোমিটার দুরত্বে প্রবাহিত হয়েছে এবং শেওলার প্রায় ৩ কিলোমিটার দক্ষিনে মুরিহা হাওর (একটি অভ্যন্তরীণ জলাধার) অবস্তিত।

চিত্র- ১.১: স্যাটালাইট চিত্রে শেওলা স্থলবন্দরের অবস্থান

১.৫ স্থলবন্দর- অবকাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা- ভূমির প্রয়োজনীয়তা

আবশ্যক কার্যাবলী সম্পাদনের নিরিখে সাংগঠনিক ও সাধারণ আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় জমির একটি বিবরণ উপস্তাপন করা হবে; এর জন্য যে সকল কার্যাবলী সম্পাদিত ও স্থাপনা নির্মিত হবে তা সুনির্দিষ্ট করা আবশ্যক এর জন্য কি পরিমান অবকাঠামো ও স্থানের প্রয়োজন হবে তাও চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

এ গুলোর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে:

- পার্কিং এলাকা
- স্ট্রান্স লোডিং বে (প্রয়োজনানুসারে)
- অতিরিক্তি ট্রান্স লোডিং এলাকা যেখানে ডকিং এলাকা বাদ দিয়ে ব্যাক টু ব্যাক ট্রান্স শিপিং করা সম্ভব (প্রয়োজনানুসারে)- যেমন; হিমায়িত কার্গোর জন্য
- পরিদর্শন এলাকা
- যে সকল পন্য তাৎক্ষনিকভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব নয় বা কাস্টম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জব্দকৃত মালামালের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনীসহ ক্ষনস্থায়ী গুদামজাতকরণ এলাকা (যেমন; গুদাম)
- দ্বিতীয়বার পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে ট্রাক ও অন্যান্য পরিবহন এর জন্য পরিদর্শন শেড (যা মোট পরিবহনের ৫% এর অধিক হওয়া বাঞ্চনীয় নয়)
- পচনশীল দ্রব্যের জন্য ছোট আকারের হিমাগার ব্যবস্থা (প্রয়োজন অনুসারে),
- ক্ষতিকর দ্রব্য সংরক্ষনের জন্য নির্দিষ্ট ও নিরাপদ সংরক্ষনাগার
- নিয়ন্ত্রন তৈরির জন্য সারি নির্মাণের উপযোগী খালী জায়গা
- পরিবহন জট পরিহার করার জন্য বাই-পাস সক্ষমতাসহ পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য আয়োজনসহ স্থলবন্দরের সুবিধাদি নির্মাণ করা

উপরে উল্লিখিত সকল প্রকার অবকাঠামো নির্মাণের জন্য জমি আবশ্যক।

১.৫.১ জমি অধিগ্রহণের সামগ্রিক প্রাক্কলন ও আরএন্ডআর

এই প্রকল্পের জন্য ২২.১ একর জমির প্রয়োজন যা ৪৮ জন মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। পরবর্তি অধ্যায়সমূহে এবং সংযুক্তিতে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

১.৬ পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

১.৬.১ আরএপি প্রণয়ন পদ্ধতি

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রণীত আরপিএফ অনুসারে এই আরএপিটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আরএপি প্রণয়ন পদ্ধতিতে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে:

- প্রকল্পের আরপিএফ পর্যালোচনা
- স্থানীয় জনগোষ্ঠিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের সাথে সভা/ আলোচনা
- নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণকারি আবশ্যক উপকরণসমূহ পর্যালোচনা
- গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মাপকাঠিসমূহ নিরুপন এবং প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য আবশ্যকতা নির্ধারণ করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে মাঠ পরিদর্শন এবং প্রাথমিক সম্ভাব্যতা ও চিত্রায়ন করা
- দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রান্তিক সামাজিক উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষন
- সংশ্লিষ্ট মহল বিশ্লেষন
- প্রকল্প কার্যক্রমের কার্যকরিতা ও ইতিবাচক প্রভাব পর্যালোচনা
- পিএপি সমূহের আদমশুমারি
- এফজিডি আয়োজন
- সুবিধাভোগী/ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ বা জনগোষ্ঠিসহ সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে মতবিনিময় প্রক্রিয়ার উন্নয়ন
- প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের ক্ষতিপূরণ ও মালিকানাসত্ত্বের একটি সারণী প্রণয়ন
- বর্তমান আরএপি সংকলন

আরএপি'র মেয়াদকাল/ সীমা

১.৬.২ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সামাজিক সুরক্ষা দলীলসমূহ জনসমুক্ষে প্রকাশের দিন থেকে আরএপি প্রয়োগের সর্বশেষ সময় বিবেচনা করা হবে, উক্ত দলীপত্রের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে:

১. পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো (আরপিএফ)
২. পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ)
৩. শেওলা স্থলবন্দরের সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (এসআইএ)
৪. শেওলা স্থলবন্দরের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ)
৫. শেওলা স্থলবন্দরের পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (আরএপি)
৬. শেওলা স্থলবন্দরের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি)।

১.৬.৩ উল্লিখিত দলীলসমূহ স্থানীয় ভাষায় অনুবাদসহ জনসমুক্ষে প্রকাশ করা হবে, বিএলপিএ'র ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ ও বৃহত্তর সংশ্লিষ্ট মহলের জন্য শেওলাতেও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা হবে। আরএপি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট

প্রস্তাবিত প্রকল্প ৩৬ জন ভূমির মালিক (জমির উপর ২২ অবকাঠামো), ৪ জন ভাড়াটিয়া এবং ৮ জন কর্মচারি (মোট ৪৮ জন মানূষ) কে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। এই আরএপি বাস্তবায়নে মোট বাজেট প্রয়োজন হবে ৫০ কোটি টাকা।

অধ্যায়- ২: দ্রুত সামাজিক মূল্যায়ন

২.১ প্রকল্প এলাকার বেইজলাইন বিবরণ

২.২ স্থানীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতি

- ২.২.১ আয় ও দারিদ্র পরিস্থিতি
- ২.২.২ পেশাগত অবস্থা
- ২.২.৩ ভূমি অধিকারের ধরণ ও মালিকানার ধরণ
- ২.২.৪ শিক্ষার হার
- ২.২.৫ স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন সুবিধা
- ২.২.৬ আদিবাসি জনগোষ্ঠি
- ২.২.৭ নারী প্রধান পরিবার ও কুটিরশিল্প

২.৩ ভূমির মূল্য

২. দ্রুত সামাজিক মূল্যায়ন

২.১ প্রকল্প এলাকার বেইজলাইন বিবরণ

বর্তমানে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বিয়ানীবাজার উপজেলার দুবাগ ইউনিয়নে অবস্থিত। দুবাগ ইউনিয়নে স্থানান্তরের পূর্বে এটা শেওলা ইউনিয়নে অবস্থিত ছিল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে;

- দুবাগ ইউনিয়নের আয়তন ৬৩১২ একর
- মোট জনসংখ্যা ২২,২০৩ (পুরুষ ১০,৭৪৬ ও নারী ১১,৪৫৭)
- মোট পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে ৩,৬১৯ টি
- শিক্ষার হার ৫৩.৯% (পুরুষ ৫৫.৪% এবং নারী ৫২.৬%)
- পরিবারের আকৃতি হচ্ছে ৬.১

২.২ স্থানীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতি

আর্থ-সামাজিক জড়িপ পরিচালনার সময়ে প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরে ও পার্শ্ববর্তি এলাকায় অনেকগুলো যৌথ আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্প সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা, তাদের আশঙ্কা ও প্রত্যাশা, এবং সামাজিক কাঠামো, জমির মালিকানার ধরণ, পেশাগত অবস্থা ও এলাকার গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন চাহিদা উপলব্ধি করার জন্য উক্ত এলাকার জনগনের সাথে ছোট ছোট সভার আয়োজন করা হয়েছে। একইসাথে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উক্ত প্রকল্প সম্পর্কে মনোভাব ও জনগোষ্ঠির উপর প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব জানার জন্য তার সাথে দেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- প্রকল্প এলাকাটি চরিত্রগত ও আয়ের অবস্থানে বৈচিত্রময়।
- প্রধান শষ্য হচ্ছে ধান, ডাল এবং শীতকালীন সব্জি; প্রধান আবাদযোগ্য ধান হচ্ছে বোরো। কৃষি ও কৃষিশ্রমের বাইরে স্থানীয় অধিকাংশ মানুষ ছোট ব্যবসায়ের উপন নির্ভরশীল।
- প্রকল্প পার্শ্ববর্তি এলাকার প্রায় ৭৫% পরিবার ছোট ব্যবসায়ের উপর নির্ভরশীল।
- উৎপাদিত প্রধান ফল হচ্ছে কাঠাল, কমলা, লিচু, পেয়ারা, সাতকরা ইত্যাদি।
- উপজেলায় প্রচুর মৎস্য, গবাদিপশু ও হাস-মুরগীর খামার রয়েছে।
- এলাকার প্রধান আয়ের উৎস হচ্ছে প্রবাসি আয়। এখানকার একটা বিরাট অংশের মানুষ হচ্ছে দেশের বাইরে বসবাস করে বিশেষত বিটেনে বসবাস করে। ধনী পরিবারগুলো পাশ্চাত্য ধরণের জীবনমান-যাপন চর্চা করে; যদিও সাধারণ জনগন তাদের বিশ্বাসে অত্যন্ত রক্ষণশীল।
- সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের প্রতিবেদন অনুসারে প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহের সামাজিক কাঠামোতে দেখা যাচ্ছে যে জমির ক্ষতিগ্রস্থ মালিকের সবাই রক্ষণশীল মুসলমান।
- প্রচলিত ধর্মীয় রীতি ও স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের কারণে জড়িপ পরিচালনার সময় কোন বয়স্ক নারীকে দেখা যায়নি। সমাজে পুরুষরাই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ধারণ করে। পুরুষরাই গণ ও প্রশাসনি বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নারীরা কোন প্রকার গণ/ প্রকাশ্য বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী নয়.।

২.২.১ আয় ও দারিদ্রের হার

প্রায় ২৫% জনগোষ্ঠি দারিদ্রসীমান নিচে বসবাস করে। প্রকল্প এলাকার জনগন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত। ৭০% পরিবারের মাসিক আয় ৫০০০ থেকে ১০০০০ টাকা মাত্র। এবং তারা প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল। যেহেতু প্রকল্প এলাকার নিকটে ব্যবসায় কেন্দ্রগুলো আয়ের প্রধান উৎস।

মাঠ পর্যায়ের জড়িপের সময় দেখা গেছে যে, শেওলা অঞ্চলের ১৮% পরিবারের মাসিক আয় ৫০০০ টাকা বা তার কম, যা তাদেরকে দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থিত হিসেবে চিহ্নিত করে। মাত্র ২ পরিবারের মাসিক আয় ২৫০০০ টাকা বা এর অধিক।

২.২.২ পেশাগত ধরণ

উপজেলার পেশাগত ধরণ নিম্নরুপ। আয়ের প্রধান উৎস কৃষি (২৬.৩৯%), অ-কৃষি শ্রমিক (৬.৮০%), শিল্প (০.৭৮%), বাণিজ্য (১২.২০%), পরিবহন ও যোগাযোগ (৩.৮০%), চাকুরি (৪.১৬%), নির্মাণ (৩.৭৪%), ধর্মীয় সেবা (০.৫১), ভাড়া ও প্রবাসী আয় (২৮.৩৭%), এবং অন্যান্য ১৩.৯৬%। (উৎসঃ বাংলাপিডিয়া)

প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ মানুষ একাধিক আয়ের উৎসের উপর নির্ভর করে। কৃষি, সজি চাষ ও অন্যান্য খামার নির্ভর কাজ এলাকার মানুষের আয়ের প্রধান উৎস। পেশাগতভাবে আয়ের অন্যান্য উৎসসমূহ নিম্নরুপ;

ক. পরিবহন ও যোগাযোগ
খ. ব্যবসায় ও বাণিজ্য
গ. নির্মাণ কাজ
ঘ. পশু পালন
ঙ. মৎস্য চাষ

সীমান্তপথে অবৈধ বাণিজ্যও (প্রধানত ফল ও অন্যান্য কৃষিপণ্য) উক্ত এলাকায় আয়ের একটি অঘোষিত উৎস। জড়িপে অংশগ্রহণকারিদের একটা বড় অংশ জীবিকা নির্বাহের জন্য দিনমজুরি করে থাকে। কিছু সংখ্যক মানুষ চাকুরিতে নিয়োজিত রয়েছে (সরকারি ও বেসরকারি)। পশুপালন ও প্রতিপালন গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জন্য সম্পুরক একটি আয়ের উৎস। পশুপালনের মধ্যে স্থানীয় জাতের মুরগী, ছাগল, মহিষ ও ছাগল অন্তর্ভূক্ত।

প্রকল্প এলাকায় প্রায় পাঁচ মাস সময়ের জন্য, নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত কয়লা আমদানি মানুষের আয়ের অন্যতম উৎস।

ক্ষতিগ্রস্থ কিছুসংখ্যক পরিবার তাদের ছোট দোকান বা চা ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী বিক্রি থেকে আয়ের উপর নির্ভরশীল।

অল্পসংখ্যক মানুষ মৎস্য আহরণের উপর নির্ভরশীল, এটা মুলত একটা ক্ষুদ্র মাত্রার কার্যক্রম যা প্রধানত নিজেদের ভোগের জন্য সম্পাদিত হয়ে থাকে। উদ্বৃত্ত কিছু মাছ স্থানীয় বাজারে বিক্রি হয়।

২.২.৩ জমি ভোগ-দখলের ধরণ ও মালিকানার পদ্ধতি

অধিকাংশ পরিবারই ভূমিহীন। প্রায় ৩০% পরিবারের এমনকি গৃহস্থালীর জমিও নেই। তারা সরকারি বা বেসরকারি জমিতে উদ্বাস্তু / অবৈধ দখলদার হিসেবে বসবাস করে। ২০ শতাংশের গৃহস্থালীর জমি রয়েছে। দুবাগ ইউনিয়নের জমির ভোগ-দখলের ধরণে দেখা যায় যে, ৫০% মানুষের শুধুমাত্র কৃষি জমি রয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫০% মানুষের গৃহস্থালীর জমি ব্যতিত কৃষিকাজের জন্য কোন জমি নেই। পরিবার প্রতি জমির মালিকানার পরিমান গড়ে ০.৪০ একর, যদিও অনেকেই ভূমিহীন। অন্যদিকে, প্রায় ৫০% পরিবারের কৃষি কাজ করার মতো কোন জমি নেই।

উপজেলায়ও জমির মালিকানার ধরণ প্রায় প্রকল্প এলাকারই মতো। উপজেলার প্রায় ৫০% মানুষের কৃষিকাজের জন্য কোন জমি নেই এবং ৩০% মানুষের এমনকি গৃহস্থালীর জমিও নেই। উক্ত এলাকায় মাত্র ২০% কৃষক নিজস্ব জমিতে চাষাবাদ করে এবং ৫৯০% কৃষক হচ্ছে দরিদ্র বর্গাচাষী; যারা অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে। ফলশ্রুতিতে, আয়, জমি ও সামাজিক অবস্থানের বিবেচনায় একটি বৃহৎ অংশের মানুষ এখানে দুঃস্থ্য।

উক্ত এলাকার মানুষের জমির মালিকানার চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রায় ৫০% পরিবারের কৃষিকাজের জন্য কোন জমি নেই বা তাদের এমনকি গৃহস্থালীর জমিও নেই।

জমির মালিকানা	%
০ ডেসিমেল	৩০
১ থেকে ৫০ ডেসিমেল	৩৫
৫১ থেকে ১০০ ডেসিমেল	১৫
১০১ থেকে ১৫০ ডেসিমেল	১০
১৫১ থেকে ২৫০ ডেসিমেল	৭

২৫১ থেকে ৫০০	৩
	১০০%

উক্ত এলাকায় মাত্র ২০% কৃষক নিজস্ব জমিতে চাষাবাদ করে এবং ৫৯০% কৃষক হচ্ছে দরিদ্র বর্গাচাষী; যারা অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে।

কৃষকের ধরণ	%
মালিক কৃষক	২০
অনুপস্থিত কৃষক	৩০
একাধারে মালিক ও বর্গাচাষী	০
দরিদ্র বর্গাচাষী	৫০
	১০০

২.২.৪ শিক্ষার হার

উপজেলায় শিক্ষার হার নিম্নরুপ। গড় শিক্ষা ৫২.৫%; পুরুষ ৫৫.৬০% নারী ৪৯.৬০%। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; কলেজ ৪টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৪ টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩৪ টি, কমিউনিটি বিদ্যালয় ৬ টি, কিন্ডারগার্টেন ৪ টি, মাদ্রাসা ৩৪৫ টি। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: লাতুয়া হাই স্কুল (১৮৭১), পঞ্চকান্ধা হরগবিন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৯১৭), খাসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৮৯৫), জলধুপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯০৯), (উৎস: বাংলাপিডিয়া)। বিবিএসের ২০১১ সালে আদমশুমারি অনুসারে, প্রকল্প এলাকায় উভয় লিঙ্গের শিক্ষার ৫৩.৯%, পুরুষ ৫৫.৪% ও নারী ৫২.৬%।

২.২.৫ স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন সুবিধা

বিয়ানীবাজার উপজেলার মানুষ প্রধানত সরকারি হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল। এই উপজেলায় সীমিত পরিসেবাসহ কিছু সংখ্যক দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। হাসপাতালসমূহে সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যায় কিন্তু কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা বিশেষায়িত সেবা নেই। কোন জটিল বা গুরুতর রোগের চিকিৎসা এখানে পাওয়া যায়না। স্থানীয় জনগোষ্ঠি দাবি জানিয়েছেন যে, স্থলবন্দন কর্তৃপক্ষের আধুনিক সুবিধা সম্বলিত হাসপাতাল নির্মাণ করা উচিৎ।

পানীয় জলের উৎস হচ্ছে নলকুপ, যার পরিমাণ ৭৯.৭৯%, এর বাইরে পাইপে সরবরাহকৃত ২.৩৭%, পুকুর ১৩.২৮% এবং অন্যান্য ৩.৭০%।

পয়:নিষ্কাশন সুবিধা; উপজেলার অধিবাসীদের মধ্যে৬০.৪৬% (শহর ৭৪.৪৬%গ্রামীণ ৫৯.১৩%) মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে এবং ৩৬.০৮% (শহর ২৪.৪১% ওগ্রামীণ ৩৭.১৯%) অধিবাসী অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহার করে; ৩.৪৫% মানুষের শৌচাগার সুবিধাই নেই। (উৎস: বাংলাপিডিয়া)

উক্ত এলাকায় পয়:নিষ্কাশন সুবিধা মধ্যমমানের। প্রকল্প এলাকায় ৬০% মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে, ২০% মানুষ কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করে এবং ২০% মানুষের পাঁকা শৌচাগার রয়েছে কিন্তু এগুলো সবসময় স্বাস্থ্যকর থাকেনা। (উৎস: গণ পরামর্শ ও এফজিডি সভা)।

২.২.৬ আদিবাসী জনগোষ্ঠি

প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের মধ্যে কোন আদিবাসী নেই। সুতরাং আদিবাসী জনগোষ্ঠির জন্য কোন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা নেই।

২.২.৭ নারী প্রধান পরিবার ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিবর্গ

আদমশুমারী ও মাঠ পর্যায়ের জড়িপ পরিচালনার সময় কোন নারী প্রধান পরিবার বা প্রতিবন্ধি ব্যক্তিকে প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হিসেবে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

২.৩ জমির মূল্য

বিস্তারিতভাবে গণ পরামর্শের মাধ্যমে জানা গেছে যে, প্রকল্প এলাকায় কৃষি জমির সরকার নির্ধারিত মূল্য হচ্ছে প্রতি ডেসিমেল (০.০১ একর) ৩০,০০০ টাকা। কিন্তু রাস্তার পার্শ্ববর্তি জমির বাজার মূল্য হচ্ছে ১৫০০০০ টাকা থেকে ২০০০০০ টাকা পর্যন্ত। প্রকল্পের পুনর্বাসন ব্যয় নিরুপনের জন্য প্রতি যেসিমেল জমির গড় মূল্য ধরা হয়েছে ১০০০০০ টাকা।

অধ্যায়- ৩: পুনর্বাসন কমানোর উদ্যোগ

৩.১ ভূমিকা
৩.২ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রভাব
৩.৩ প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব

৩. পুনর্বাসন কমানোর উদ্যোগ

৩.১ ভূমিকা

প্রকল্পের কোন বড় ধরণের নেতিবাচক প্রভাব নেই যেহেতু প্রকল্পের জন্য খুব সামান্য পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে, জমির মালিক ও ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো চিহ্নিত করা হয়েছে। জড়িপ ও শুমারির সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ কিছু সংখ্যক জীবিকা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তা বিশ্ব ব্যাংকের ওপি/ বিপি ৪.১২ নির্দেশিকা ও বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনগত কাঠামোর মাধ্যমে সমাধান করা হবে যাতে করে সম্পূর্ণ পুনর্বাসন ব্যয়ের মাধ্যমে ন্যূনতম প্রকল্প পূর্ববর্তি অবস্থায় পিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। ক্ষতিগ্রস্থ হিসেবে কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠি, উদ্বাস্তু বা দু:স্থ্য মানুষ চিহ্নিত হয়নি। পরবর্তি অধ্যায়সমূহে প্রকল্পের ক্ষয়-ক্ষতি বা প্রভাব এবং তা প্রশোমনের উদ্যোগসমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.২ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রভাবসমূহ

প্রকল্প এলাকার ভবিষ্যত প্রভাবসমূহ বেশ সম্ভাবনাময়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নগরায়ন ও পরিবহন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। নতুন সুবিধাদিসহ নতুন স্থানে শেওলা স্থলবন্দর উন্নয়নের পর আন্তসীমান্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পেতে পারে। সিলেট এলাকা প্রধানত প্রবাসী আয় অর্জুনের এলাকা। যদি অনুকুল সামাজিক সম্পর্ক বজায় থাকে তাহলে পর্যটন, শিক্ষা স্বাস্থ্য সেবা বিনিময় বাড়তে পারে যার ফলে উভয় দেশের নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে। প্রকল্পের কারণে সড়ক যোগাযোগও উন্নত হবে। ফলে আশা করা যায় অদুর ভবিষ্যতে উক্ত এলাকায় নতুন বিনিয়োগ পাওয়া যাবে।

এই প্রকল্পের প্রধান প্রভাব হচ্ছে জমির উপর বিশেষত প্রক্যেল্পর কারণে গ্রামবাসীর কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাবে। অন্যদিকে, প্রতিবছরই নতুন অবকাঠামো ও আবাসস্থল নির্মাণের কারণে কৃষি জমি হ্রাস পায়। এটাই সবচেয়ে গুরুতর প্রসঙ্গ যে কৃষি জমি হ্রাস পাওয়া একটি ক্ষতিকর প্রভাব, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে প্রকল্প এলাকাটি অনাবাদি জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এর অধিকাংশ জমি গ্রামবাসী কয়লা মজুদের কাজে ব্যবহার করে থাকে। যেহেতু প্রকল্প এলাকাটি কয়লা মজুদের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং জমির মালিকেরা প্রতি ডেসিমেল ৮০০০ টাকা বার্ষিক হারে ভাড়া দেয় (প্রতি একর ৮ লাখ টাকা)। সুতরাং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার সমূহের জীবিকার বিকল্প উপায় সংস্থানের জন্য বিশেস উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সময়োপযোগী ও কার্যকর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এটা করা বাস্তবসম্মত। এটা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠি উভয়ের জন্যই কল্যাণকর হবে।

স্থলবন্দর নির্মাণের সময় পুনর্বাসন সম্পর্কিত কিছু বিষয় রয়েছে। জীবিকা ও কৃষি জমির হারানো হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুনর্বাসন সমস্যা। এখনও পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণের কাজ আরম্ভ হয়নি। অধিগ্রহণকারি কর্তৃপক্ষ (বিএলপিএ) এর পক্ষে জেলা প্রশাসক হচ্ছেন জমি অধিগ্রহণের জন্য আইনগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু বর্তমান সময়ে জমির দাম ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ যথাযথ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। এই পরিস্থিতিতে তাদের দাবি হচ্ছে জমি অধিগ্রহণের জন্য অবশ্যই পুনর্বাসন করতে হবে। পিএপি'র পরামর্শ হচ্ছে যে, স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের উক্ত এলাকার উন্নয়নে এবং উক্ত এলাকার জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা উচিৎ। একইসাথে প্রকল্পের নির্মাণ কাজে উক্ত এলাকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্যও তারা দাবি জানিয়েছেন।

ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের আয় পুনরুদ্ধার করার জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিৎ। জনগোষ্ঠির বৃহত্তর স্বার্থেই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে, কিন্তু অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকেরাও পুনর্বাসিত হওয়া উচিৎ। যদিও বাংলাদেশের আইনে পুনর্বাসনের বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু দাতাগোষ্ঠির সম্পৃক্ততা এবং বর্তমান সৌজন্য অনুসারে ক্ষতিগ্রস্এ জমির মালিক, ক্ষতিগ্রস্থ জীবিকা, দু:স্থ ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ জমির মালিকানাসত্ত্বের ধরণ নির্বিশেষে ক্ষতিপূরণ পাবেন এবং জীবিকা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ প্রকল্প থেকে অতিরিক্ত সুবিধা পাবেন যা তাদের জীবিকা ও জমি পুনরুদ্ধারের সমমূল্যের হবে। এছাড়াও জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রকল্প থেকে সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করা হবে।

৩.৩ প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব

প্রস্তাবিত স্থলবন্দরের সম্ভাব্য ইতিবাচক প্রভাবসমূহ নিচের সারণীতে প্রদর্শন করা হলো। কিন্তু ইতিবচক প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

ক্রমিক নং	প্রভাবের ধরণ	ইতিবাচক প্রভাবসমূহ	মন্তব্য
১	দরিদ্রদের আয়ের সুযোগ	১. নির্মাণপর্বে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে কিন্তু সংখ্যা এখনো সুনির্দিষ্ট হয়নি।	
১.১	ব্যবসায়ীদের আয়ের সুযোগ	১. সীমান্ত পথে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু সিলেট এলাকায় প্রবাসী আয় বেশি ফলে নির্মাণ শিল্প দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।	চাহিদা নিরুপনের জন্য বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন
২	পরিবহন খাত	পরিবহন মালিক, শ্রমিক	
৩.	বাণিজ্য উন্নয়ন	বৃদ্ধি পাবে	চাহিদা নিরুপনের জন্য বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন
৩.১	রপ্তানি	রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে	চাহিদা নিরুপনের জন্য বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন
৩.২	আমদানি	আমদানি বৃদ্ধি পাবে	চাহিদা নিরুপনের জন্য বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন
৩.৩	পর্যটন	বৃদ্ধি পেতে পারে	চাহিদা নিরুপনের জন্য বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন
৩.৪	শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অভিবাসন	বৃদ্ধি পেতে পারে	চাহিদা নিরুপনের জন্য বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন
৩.৫	স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট অভিবাসন	বৃদ্ধি পেতে পারে	চাহিদা নিরুপনের জন্য বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন
৩.৬	বিনিয়োগ	বৃদ্ধি পেতে পারে	
৬.	সামাজিক প্রভাব	সীমান্তবর্তি অঞ্চলের সামাজিক সম্পর্ক	
৬.১	সীমান্তবর্তি অঞ্চলের সামাজিক সম্পর্ক	যাওয়া ও আসা অভিবাসীদের উপর ইতিবাচক প্রভাব	চাহিদা নিরুপনের জন্য বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন

নকশাটি এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে জমির প্রয়োজনীতা কমানো সম্ভব হয় এবং সেকারণে প্রভাবও কামনো সম্ভবপর।

অধ্যায় ৪: আদমশুমারি ও আর্থ-সামাজিক জড়িপ

৪.১ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ

৪.২ ক্ষয়ক্ষতির ধরণ

৪. আদমশুমারি ও আর্থ-সামাজিক জড়িপ

৪.১ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ

ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের নাম ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির নাম	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	পেশা	আনুমানিক মাসিক আয়	ক্ষয়ক্ষতির ধরণ
১	আবুল খায়ের	৭	মুদি ও স্টেশনারি সামগ্রী	১৫০০০	অবকাঠামোগত ক্ষতি
২	আলাউদ্দিন	৬	কয়লার আরোত	১৫০০০	জমির ক্ষতি
৩	পারভেজ আহমেদ (সেলিম)	৫	কয়লার আরোত	৩০০০০	জমির ক্ষতি
৪	আমিরুদ্দিন	৪	কয়লার আরোত	১৫০০০	জমির ক্ষতি
৫	মোক্তদির ও ভ্রাতৃবৃন্দ	৪	কয়লার আরোত	২৫০০০	জমির ক্ষতি
৬	স্বপন দাস	৬	মুদি ও স্টেশনারি সামগ্রী	৬০০০০	অবকাঠামোগত ক্ষতি
৭	নয়ন পাল	৭	হোটেল ব্যবসায়	১৫০০০	অবকাঠামোগত ক্ষতি
৮	গিয়াস উদ্দিন হীরা	৬	হোটেল ব্যবসায়	২০০০০	অবকাঠামোগত ক্ষতি
৯	হাজী আব্দুস সালাম	৭	কয়লার ব্যবসায়	৩০০০০	জমি, অবকাঠামো ও ব্যবসায়
১০	সৈয়দ মোসাদ্দেক আলী	৮	কয়লার ব্যবসায়	২৫০০০	জমি, অবকাঠামো ও ব্যবসায়
১১	সেলিম উদ্দিন পারভেজ	৪	কয়লার ব্যবসায়	২৫০০০	জমি, অবকাঠামো ও ব্যবসায়
১২	কাজল পাল	২	কয়লার ব্যবসায়	২০০০০	জমি, অবকাঠামো ও ব্যবসায়
১৩	জমির আলী	২	কয়লার আরোত	২০০০০	জমির ক্ষতি
১৪	ফয়েজ আহমেদ	৯	কয়লার আরোত	৩০০০০	জমির ক্ষতি
১৫	মাইনুল হক	৭	কয়লার আরোত	৩০০০০	জমির ক্ষতি
১৬	আব্দুল করিম	৬	কয়লার ব্যবসায়	৪০০০০	জমি, অবকাঠামো ও ব্যবসায়
১৭	জালাল উদ্দিন	৬	কয়লার আরোত	২০০০০	জমির ক্ষতি
১৮	মারুফ আহমেদ	৫	কয়লার আরোত	৩০০০০	জমির ক্ষতি
১৯	ফয়েজ আহমেদ	৯	কয়লার আরোত	৩৫০০০	জমির ক্ষতি
২০	মাকসুদ আহমেদ	৬	কয়লার আরোত	৪০০০০	জমির ক্ষতি
২১	ফখরুদ্দিন	৭	কয়লার আরোত	৪০০০০	জমির ক্ষতি
২২	মহির উদ্দিন	৫	মুদি ও স্টেশনারি সামগ্রী	১২০০০	অবকাঠামোর ক্ষতি
২৩	আজিম উদ্দিন	২	কয়লার আরোত	১৫০০০	জমির ক্ষতি
২৪	হীরা গং		ব্যবসায়	২০০০০	জমির ক্ষতি
২৫	মাজির উদ্দিন		কয়লার আরোত	১৫০০০	জমির ক্ষতি
২৬	আব্দুর রাজ্জাক	৬	কয়লার ব্যবসায়	৪০০০০	জমি, অবকাঠামো ও ব্যবসায়
২৭	রমিজ আলী		মুদি ও স্টেশনারি সামগ্রী	১৫০০০	জমি, অবকাঠামো ও ব্যবসায়
২৮	মুনীরুদ্দিন	৫	মুদি ও স্টেশনারি সামগ্রী	যৌথ পরিবার	জমি, অবকাঠামো ও ব্যবসায়
২৯	নজরুল ইসলাম		মুদি ও স্টেশনারি সামগ্রী	যৌথ পরিবার	জমি, অবকাঠামো ও ব্যবসায়
৩০	আব্দুর রহিম		ব্যবসায়		জমি, অবকাঠামো ও ব্যবসায়
৩১	মো: মাহাতাব উদ্দিন		ব্যবসায়		ব্যবসায়
৩২	মো: আব্দুল বাছিত		ব্যবসায়		ব্যবসায়
৩৩	আমীর আলী		ব্যবসায়		ব্যবসায়
৩৪	মো: ইদ্রিস আলী		ব্যবসায়		ব্যবসায়
৩৫	মো: আব্দুল কাইউম		ব্যবসায়		ব্যবসায়
৩৬	আব্দুল কুদ্দুস	৬	কয়লার আরোত		ব্যবসায়
৩৭	ইসলাম উদ্দিন		কয়লার আরোত		অবকাঠামো ও ব্যবসায়
৩৮	এম এ হাশেম		কয়লার ব্যবসায়		অবকাঠামো ও ব্যবসায়

ক্রমিক নং	ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির নাম	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	পেশা	আনুমানিক মাসিক আয়	ক্ষয়ক্ষতির ধরণ
৩৯	মো: আজাদ		ব্যবসায়	২০০০০	জীবিকা
৪০	হাজী আব্দুস সালাম	৭	মুদি ব্যবসায়	৩০০০০	অবকাঠামো ও ব্যবসায়
৪১	জয় দাস		কর্মচারি	-	জীবিকা
৪২	হোসেন		কর্মচারি		জীবিকা
৪৩	রওশন মিঞা		কর্মচারি		জীবিকা
৪৪	উত্তম পাল		কর্মচারি		জীবিকা
৪৫	চাঁন পাল		কর্মচারি		জীবিকা
৪৬	সাগর পাল		কর্মচারি		জীবিকা
৪৭	শঙ্কর দাস		কর্মচারি		জীবিকা
৪৮	মৃদুল পাল		কর্মচারি		জীবিকা

৪.২ ক্ষয়ক্ষতির ধরণ

ক্ষয়ক্ষতির ধরণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির নাম	ক্ষতিগ্রস্থ জমি/ অবকাঠামোর মূল্য	অবকাঠামোর ধরণ	অবকাঠামোর পরিধি (ফুট X ফুট)	অবকাঠামোগত ব্যয়
১	আবুল খায়ের	৫ লক্ষ	আধা পাকা	১৫ X ১২	১৬৩৫২২.৮
২	আলাউদ্দিন	৮০ ডেসিমেল/ ২০০০ গাছের ক্ষতি			
৩	পারভেজ আহমেদ (সেলিম)	২১০ ডেসিমেল			
৪	আমিরুদ্দিন	৬০০ ডেসিমেল/ ৩০০০ গাছের ক্ষতি			
৫	মোক্তদির ও ভ্রাতৃবৃন্দ	৬০ ডেসিমেল			
৬	স্বপন দাস	৫ লক্ষ	আরোত ঘর		
৭	নয়ন পাল	স্বপন দাসের সাথে যৌথ মালিকানা	আরোত ঘর		
৮	গিয়াস উদ্দিন হীরা	১০ লক্ষ	আধা পাকা	৩০ X ১৪	৩৮১৫৫৩.২
৯	হাজী আব্দুস সালাম	গিয়াস উদ্দিন হীরার সাথে যৌথ মালিকানা	আধা পাকা		
১০	সৈয়দ মোসাদ্দেক আলী	৮০ লক্ষ	পাকা ইমারত	৭১ X ১৭ X ২	
১১	সেলিম উদ্দিন পারভেজ	১২ লক্ষ	আধা পাকা	৩০ X ১৫	১২৫৩৬৭৪.৮
১২	কাজল পাল	১০ লক্ষ	আরোত ঘর		
১৩	জমির আলী	৪০ লক্ষ	দ্বিতল ইমারত	৩৫ X 15	১১৮৮৫১৬
১৪	ফয়েজ আহমেদ	৩০ ডেসিমেল			
১৫	মাইনুল হক	১০০ ডেসিমেল			
১৬	আব্দুল করিম	৫৬ ডেসিমেল /২৮ লক্ষ	আধা পাকা	৯৫ X ৬৫	২৮৮৪৩৬০.৫
১৭	জালাল উদ্দিন	৩০ ডেসিমেল, ১৫ লক্ষ	আধা পাকা	৩০ X ১৪	৩৮১৫৫৩.২
১৮	মারুফ আহমেদ	৫০ ডেসিমেল			
১৯	ফয়েজ আহমেদ	২০ ডেসিমেল	পাকা ইমারত	৩৬ X ১৮	১৯৮৯৬৬৯.১২
২০	মাকসুদ আহমেদ	২০ ডেসিমেল			
২১	ফখরুদ্দিন	৪০ ডেসিমেল			
২২	মহির উদ্দিন	৪ লক্ষ	আধা পাকা	১০ X ৮	৭২৬৭৬.৮
২৩	আজিম উদ্দিন	৭৫ ডেসিমেল			
২৪	হীরা গং	২১০ ডেসিমেল	আধা পাকা		
২৫	মাজির উদ্দিন	৮০ ডেসিমেল			
২৬	আব্দুর রাজ্জাক	৮২ ডেসিমেল /৪০.৮ লক্ষ	পাকা ইমারত	৭৫ X ৪০	৪০৮৩৬০০
২৭	রমিজ আলী	৮৫ ডেসিমেল /৪ লক্ষ	আধা পাকা	৩০ X ১৩	৪০৮৩৬০০
২৮	মুনীরুদ্দিন	যৌথ মালিকানা	আধা পাকা		
২৯	নজরুল ইসলাম	যৌথ মালিকানা	আধা পাকা		
৩০	আব্দুর রহিম	১ ডেসিমেল / ০.৩৩ লক্ষ	টিন শেড	১০ X ৮	৩৩৪৫৭.৬
৩১	মো: মাহাতাব উদ্দিন	৪ ডেসিমেল / ০.২৯ লক্ষ	টিন শেড	১০ X ৭	২৯২৭৫.৪
৩২	মো: আব্দুল বাছিত	৩ ডেসিমেল ১.৯ লক্ষ	আধা পাকা	১৮ X ১২	১৯৬২২৭.৩৬
৩৩	আমীর আলী	১ ডেসিমেল ষ/ ০.৪১ লক্ষ	আধা পাকা	১০ X ১০	৪১৮২২
৩৪	মো: ইদ্রিস আলী	৩ ডেসিমেল / ০.৪০ লক্ষ	টিন শেড	১২ X ৮	৪০১৪৯.১২
৩৫	মো: আব্দুল কাইউম	২ ডেসিমেল / ০.৩৩ লক্ষ	আধা পাকা	১০ X ৮	৩৩৪৫৭.৬
৩৬	আব্দুল কুদ্দুস	১ ডেসিমেল / ০.৬৬ লক্ষ	আধা পাকা	২০ X ৮	৬৬৯১৫.২
৩৭	ইসলাম উদ্দিন	৩ ডেসিমেল / ১.১৭ লক্ষ	টিন শেড	২০ X ১৪	১১৭১০১.৬
৩৮	এম এ হাশেম	২০ ডেসিমেল / ৫০ লক্ষ	আধা পাকা	২৫ X ২০	৪৯৭০৬১৫
৩৯	মো: আজাদ	৩.৪৬ ডেসিমেল / ২.৭২ লক্ষ	আরোত ঘর		
		৪০	হাজী আব্দুস সালাম	৩ ডেসিমেল/ ৫০ লক্ষ	১ তল

মাঠ পর্যায়ের জড়িপে ৩৬ টি পরিবারকে পাওয়া গেছে যারা প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হবেন। এদের মধ্যে অনেকের একাধিক মালিকানাসত্ত্ব রয়েছে। এরমধ্যে ২২ অবকাঠামো প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অবকাঠামোসমূহের মধ্যে ৩ টি পাকা ইমারত ও ১০ টি আধা পাকা ইমারত; কোন টিন শেড ও কাচা ঘর নেই। প্রকল্প এলাকায় ৫ টি পাকা শৌচাগার ও ৩ টি নলকুপ রয়েছে। ১৬ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে যাদের জমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ৪ জন দোকানদার টং ঘরে ব্যবসায় পরিচালনা করছেন। উল্লিখিত ক্ষয়ক্ষতি ব্যতিত ব্যক্তিগত জমিতে অবস্থিত স্থানীয় জাতে ৫ টি মাঝারি আকৃতির বৃক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

অন্যদিকে, ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির পরিবারের সদস্য সংখ্যা ২ থেকে ৯ জন। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহের গড় সদস্য সংখ্যা নিধারণ করা হয়েছে ৫.৬৮ জন। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের ধর্মীয় অবস্থানে ৮৮% মুসলমান ও ১২% হিন্দু ধর্মাবলম্বি।

ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠির কোন মানুষ নেই।

অধ্যায় ৫: পরামর্শ ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির সম্পৃক্ততা

৫.১ পরামর্শ

৫.২ এফজিডি সভাসমূহ

৫.৩ জাতীয় পর্যায়ের পরামর্শ সভা

৫. পরামর্শ ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির সম্পৃক্ততা

৫.১ পরামর্শ

এই প্রকল্পের জন্য একটি সমন্বিত পুনর্বাসন পরিকল্পনা (আরএপি) প্রণয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন, পরামর্শ সভা, পুর্বনির্ধারিত সভা, বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে আলোচনা ও সভার আয়োজন করা হয়েছে। সমস্যাসমূহ চিহ্নি করে প্রশোমনমূলক প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যো গ্রহণ ও অভিজ্ঞতা সংকলন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতিকে ইতিবাচক করার উদ্দেশ্যে মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শনের সময় সভাসমূহ আয়োজন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত পরামর্শ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	তারিখ	সভা আয়োজনের স্থান	অংশগ্রহণকারিবৃন্দ	মন্তব্য ও পরামর্শ
১.	২৬.৪.২০১৬	বড়গ্রাম প্রকল্প এলাকা	অংশগ্রহণকারির সংখ্যা ১৪; স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিবৃন্দ।	১. বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা ২. অর্থনৈতিক সহযোগিতা, আইজিএ প্রশক্ষন ও ঋণ ৩. প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষন ৪. প্রকল্পের কোন নেতিবাচক প্রভাব নেই ৫. জীবিকা নির্বাহ ও কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষন ৬. নির্মাণ পর্ব ও পরবর্তি পর্বে স্থানীয় জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ

৫.২ এফজিডি সভা

শেওলা বন্দর সুতারকান্দিতে স্থানান্তরের জন্য বিয়ানীবাজারে অনুষ্ঠিত এফজিডি সভা

সভা অনুষ্ঠানের স্থান: গ্রাম: বড়গ্রাম, ইউনিয়ন: দুবাগ, উপজেলা: বিয়ানীবাজার, জেলা: সিলেট
তারিখ: ২৬.৪.২০১৬, সময়: সকাল ১১.০০ টা।

স্থানান্তরিত শেওলা স্থলবন্দর নির্মাণ বিষয়ক একটি গণ পরামর্শ সভা বিয়ানীবাজার উপজেলার সুতারকান্দিতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করেন। অংশগ্রহণকারি স্থানীয় জনগোষ্ঠি ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ প্রকল্পটিকে সমর্থন করেছেন। গ্রামটিতে প্রায় ৩০০০ মানুষ বসবাস করে। গ্রামের ৯৫% মানুষ মুসলমান ও ৫% মানুষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। গ্রামটির পেশাগত অবস্থা হচ্ছে- কৃষি-৪০%, কৃষি শ্রমিক- ২০%, ব্যবসায়- ২০%, চাকুরি- ১০%, বিদেশে চাকুরি- ৫%। গ্রামের শতভাগ পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। প্রায় ৯০% গ্রামবাসী স্বাস্থ্যসম্মত শেওচাগার ব্যবহার করে। গ্রামের প্রায় ৫০% রাস্তা পাকা। কিছু সংখ্যক উদ্যোক্তা গ্রামটিতে কৃসিভিত্তি শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নিচ্ছেন। সরকারিভাবে জমির মূল্য ৩০০০০ টাকা প্রতি ডেসিমেল, কিন্তু বাস্তবে প্রতি ডেসিমের জমি বেচাকেনা হয় ১৫০০০০ থেকে ২০০০০০ টাকায় (১ ডেসিমেল= ০.০১ একর)। প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠি প্রকল্প আরম্ভের পূর্বেই ।ধিগ্রহণকৃত জমির জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরামর্শ প্রদান করেছেন।

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারিদের নাম	গ্রাম	পেশা		মন্তব্য
১	মইনুল হক	সুতারকান্দি	কৃষি		যথাযথ ক্ষতিপূরণ
২	পাখি মিঞা	সুতারকান্দি	ব্যবসায়	০১৭৪৯৭০৮৫০৭	
৩	জহির উদ্দিন	সুতারকান্দি	কয়লা শ্রমিক	০১৭২৬০৫৫৩৩০	
৪	আমির উদ্দিন	সুতারকান্দি		০১৭০৪৪০০৪৪৭	
৫	সালেহ আহমেদ	সুতারকান্দি		০১৭৬৩৩০২২৬৬	
৬	আবুল কালাম	সুতারকান্দি		০১৭৪৩৫২৯০০৮	
৭	মো: কবীর আহমেদ	সুতারকান্দি		০১৭২৮১৮৭০৩৪	
৮	মো: আলী	সুতারকান্দি		০১৭৫৯২৩৫২৫০	
৯	হেলাল আহমেদ		কৃষক		
১০	মফিজুর রহমান		শ্রমিক		
১১	ওয়াহিদ			০১৭২০৩০২৯	
১২	মো: আব্দুল্লাহ			০১৭৪৫৯০৬২৪৬	
১৩	জমির উদ্দিন			০১৭৩৪৪৪৩৫৯৮৭	
১৪	ফরিদআহমেদ			০১৮৭৬০৩৭৪৫৭	

৫.৩ জাতীয় পর্যায়ের পরামর্শ সভা

২০১৬ সালের ১০ আগষ্ট জাতীয় পর্যায়ের একটি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, উক্ত সভা চলাকালে অংশগ্রহণকারিবৃন্দের সামনে আরএপি প্রদর্শন করা হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করা হলো।

অধ্যায় ৬: মালিকানা কাঠামো

৬.১ জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরন নীতিমালার মাপকাঠি
৬.২ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি
৬.৩ পুনর্বাসন ও আয়ের পুণ: সংস্থান

৬. মালিকানার কাঠামো

৬.১ জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ নীতিমালার মাপকাঠি

পুনর্বাসন মাপকাঠি সংযুক্তিতে প্রদান করা হয়েছে, যেখানে আয় বা জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগ নিস্পত্তি কমিটি (জিআরসি) এবং দারিদ্র মূল্যায়ন উপদেষ্টা কমিটি (পিভিএসি) ভবিষ্যত যে কোন সমস্যার সমাধান করবে এবং প্রয়োজনীয় যে কোন বিষয় সংশোধন করবে। এসআইএস এর সময় কোন সিপিআর বা উদ্বাস্তুকে ক্ষতিগ্রস্থ হিসেবে পাওয়া যায়নি। উপস্থাপিত মালিকানা মাপকাঠি (পরবর্তি পৃষ্ঠায় দেখুন) জাতীয় সাধারণ চর্চার ভিত্তিতে আরপিএফ অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

৬.২ ক্ষতিপূরণের পদ্ধতি

বাংলাদেশের আইন অনুসারে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি সম্পাদন করে থাকেন এবং অধিগ্রহণ ও অধিযাচনকৃত জমি, অবকাঠামো ও গাছ পালার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। জেলা প্রশাসক যে কোন জমি স্থায়ীভাবে অধিগ্রহণ বা অস্থায়ীভাবে অধিযাচনের আইনগত ক্ষমতা রাখেন এবং প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গকে (পিএপি)ক্ষতিপূরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। জেলা প্রশাসক নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা রেখে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করেন, যেমন: বিগত ১২ মাসে উক্ত এলাকায় জমি হস্তান্তর। এআরআইপিও'র ১৯৯৩ সালের সংশোধনীতে সম্পত্তির মূল্যায়নকৃত মূল্যের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ২৫% থেকে ৫০% তে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালের সংশোধনীতে বর্গাচাষীদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ ফসলের মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদানের বিধান যুক্ত করা হয়েছে। এআরআইপিও'তে ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমের মজুরির বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত নেই; এর মধ্যে মালিকানাবিহীন ব্যক্তিদের (দোকানদার, বর্গাচাষী, ভাড়াটিয়া, ইত্যাদি) মধ্যে ভাড়াটিয়া ব্যতিত অন্যদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টিও অন্তর্ভূক্ত নেই। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এআরআইপিও'র নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ জমি বা অন্যান্য সম্পত্তির বাজার মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রতিনিধিত্ব করেনা। তথাপি, বিশ্ব ব্যাংকের ওপি ৪.১২ নির্দেশিকার আলোকে পুনর্বাসনের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে ও আয় পুন:স্থাপনের জন্য প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমাধান করা হবে যাতে করে সম্পূর্ণ পুনর্বাসন ব্যয়ের মাধ্যমে ন্যুনতম প্রকল্প পূর্ববর্তি অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। ফলে যখন পিএপিরা ডিসি অফিসের এলএ সেকশন থেকে জমি সংক্রান্ত সকল দলীল জমা দিয়ে প্রথম ক্ষতিপূরণ পাবেন, তারা একই সময়ে পুনর্বানসন, স্টাম্প, স্থানান্তরের জন্য অতিরিক্ত টপ-আপ অর্থ বিএলপিএ'র পুনর্বাসন ইউনিট (আরইউ) এর নিকট থেকে সকল উপ-প্রকল্পের জন্য নিয়োজিত একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে এককালীন পাবেন। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের দুইজন, একজন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, একজন এনজিও প্রতিনিধি এবং একজন বিপিএলএ;রসহ পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত দারিদ্র নিরুপণ কমিটি (পিভিএসি) টপ-আপ অর্থের সঠিক বাজার মূল্য নির্ধারণ করবে, এজন্য আগেই একটি জমির বাজার মূল্য সম্পর্কিত জড়িপ সম্পাদন করবে। দারিদ্র নিরুপণ কমিটি (পিভিএসি) কোন এলাকায় সৃষ্ট অভিযোগ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রশোমন কমিটি (জিআরসি);র সাথেও কাজ করবে। নির্মানের আগে ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তির মূল্য ডিসি, এনজিও ও বিএলপিএ;র সমন্বয়ে গঠিত একটি ডিচাই দর যাচাই করে ক্ষয়ক্ষতির একটি হিসাব প্রস্তুত করবে। সকল ক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্থ সকল ব্যক্তি মারিকানা নির্বিশেষে ক্ষতিপূরণ পাবেন।

অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে আইন অনুসারে ডিসি ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন। আরইউ-বিএলপিএ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং পসল ও জমির যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে। এছাড়াও আরইউ এনজিওর মাধ্যমে অতিরিক্ত অনুদান প্রদান করবে। পিএভিসি ও জিআরসি এই বিষয়টি তত্ত্বাবধান ও পরিবিক্ষণ করবে এবং প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থানকারিরা আরইউ থেকে একটি এনজিও'র মাধ্যমে প্রশিক্ষন পাবে।

৬.৩ স্থানান্তর ও আয় পুন:স্থাপন

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কিছু সংখ্যক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে স্থানান্তরিত করতে হবে যার জন্য কোন কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সরিয়ে নিতে হবে। আরপিএফ'র মালিকানাসত্ত্বের সুচক নিম্নরুপ, বাজেটে ব্যবসায়িক আয়ের যে ক্ষতি হবে তার ক্ষতিপুলন বাবদ অনুদান অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

মালিকানাসত্ত্ব সুচক

মালিক ব্যক্তি	মালিকানাসত্ত্ব	বাস্তবায়ন নির্দেশিকা	দায়িত্ব
• ক ১: কৃষি জমির ক্ষতি			
• ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত আইনগতভাবে মালিক • স্থানীয়/ প্রচলিত মালিকানার ধরণে জমির মালিক • অধিগ্রহণকৃত জমির যৌথ মালিক	• আইনের অধীনে নগদ ক্ষতিপূরণ, যার মধ্যে ৫০% প্রিমিয়াম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। • চলতি ফসলের জন্য ক্ষতিপূরণ • অধিগ্রহণ আইন অনুসারে অন্যান্য ক্ষতিপূরণ	• ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত জমির বাজার মূল্য। • প্রচলিত নিয়মে মালিকানা ক্ষেত্রে, মৌজা হেডম্যান/ সার্কেল প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট যা পরবর্তিতে ডিসি কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। • চরতি ফসল আবাদের এক মাস পূর্বে আগাম নোটিশ প্রদান করতে হবে। • চলতি ফসল (যদি থাকে) ডিসি কর্তৃক জমি গৃহণের সময়ে মূল্যায়ন করা হবে।	• সামগ্রিক বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হচ্ছে বিএলপিএ • ডিসি সকল আইনগতভাবে মালিকদের সিইউএল প্রদান করবে • বিএলপিএ পিএপিদের আরএপি সম্পর্কে অবহিত করবে, তথ্য হালনাগাদে সহযোগিতা করবে, ইত্যাদি।
ক ২: গৃহস্থালী জমির ক্ষতি			
• আইনগতভাবে মালিক • স্থানীয়/ প্রচলিত মালিকানার ধরণে জমির মালিক • যৌথ মালিক	• আইনের অধীনে নগদ ক্ষতিপূরণ, যার মধ্যে ৫০% প্রিমিয়াম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।	• জমির বাজার মূল্য। • প্রচলিত নিয়মে মালিকানা ক্ষেত্রে, মৌজা হেডম্যান/ সার্কেল প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট যা পরবর্তিতে ডিসি কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। • ভাড়া অনুদান	• ক ১ এর অনুরুপ
ক ৩: আবাসিক বা বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহ/ অবকাঠামোর ক্ষতি			
• ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত আইনগতভাবে মালিক	• আইনের অধীনে নগদ ক্ষতিপূরণ, যার মধ্যে ৫০% প্রিমিয়াম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।	• আইনগতভাবে মালিক: ৩ নং নোটিশ প্রদানের সময় অধিগ্রহণকৃত জমির উপর প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার গৃহ/ অবকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।	• ডিসি সকল আইনগতভাবে মালিকদের অবকাঠামোর জন্য সিইউএল প্রদান করবে • ডিসি সকল আইনগতভাবে মালিকদের সিইউএল প্রদান করবে
খ: অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ/ অনুদান			
খ ১: কৃষি জমির ক্ষতি	•	•	•
• ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত আইনগতভাবে মালিক • স্থানীয়/ প্রচলিত মালিকানার ধরণে জমির মালিক • অধিগ্রহণকৃত জমির যৌথ মালিক **বর্তমান মালিক ও অর্পিত জমি/ সম্পত্তি ব্যবহারকারি বা লীজ ব্যতিত ব্যবহারকারিদের জড়িপের সময় পিএভিসি সুনির্দিষ্ট করবে।**	• সিইউএল এর সাথে স্থানান্তর ব্যয় নির্বাহের জন্য (প্রয়োজন অনুসারে) টপ-আপ ক্ষতিপূরণ। • দুইটি ফসলের জন্য অন্তবর্তি অনুদান (টিএ) @ ৩০০ টাকা/ ডেসিমেল/ ফসল • পরিত্যক্ত ও অনাবাসিক সম্পত্তির (ভিএনআর) (লীজ ব্যতিত) জন্য ভাড়া বাবদ লীজ গ্রহীতার জন্য যিসি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অনুদান	• পিএভিসি কর্তৃক নির্ধারিত জমির বাজার মূল্য। • প্রচলিত নিয়মে মালিকানা ক্ষেত্রে, মৌজা হেডম্যান/ সার্কেল প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট যা পরবর্তিতে ডিসি কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। • পুনর্বাসন ব্যয়ের মধ্যে বর্তমান বাজার মূল্য (সিএমপি) এরসাথে স্টামের মূল্য ও মালিকানা পরিবর্তন খরচ @ সিএমপি; ১০% অন্তর্ভূক্ত থাকবে। • এক মাসের আগাম নোটিশ • বিএলপিএ কর্তৃক ক্ষতিপূরণ টপ-আপ প্রদান করা হবে এবং যখন সিইউএল পুনর্বাসন ব্যয়ের কম তখন হিসাব করা হবে। • যকন কোন ব্যক্তি উৎপাদনশীল জমি হারাবে তখন টিএ প্রদান করা হবে @ ৩০০ টাকা প্রতি ডেসিমেল/ দুই বারের ফসল।	• সামগ্রিক বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হচ্ছে বিএলপিএ • ডিসি সকল আইনগতভাবে মালিকদের সিইউএল সহ জমির সুবিধার জন্য প্রমান সাপেক্ষে ক্ষতিপূরন প্রদান করবে • বিএলপিএ প্রকল্পের সম্পত্তি মূল্যায়ন ও মূল্যনিরুপন কমিটি ও আরএপি বাস্তবায়নকারি সংস্থার সহযোগিতায় পুনর্বাসন ব্যয় নির্ধারণ করবে
খ ২: গৃহস্থালী জমির ক্ষতি			
• ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত আইনগতভাবে মালিক	• সিইউএল এর সাথে স্থানান্তর ব্যয় নির্বাহের জন্য (প্রয়োজন অনুসারে) টপ-আপ ক্ষতিপূরণ।	• পুনর্বাসন ব্যয় নির্ধারণ ও টপ-আপ অনুদানের পরিমাণ নির্ধারণের ভিত্তি হবে পিএভিসি কর্তৃক নির্ধারিত জমির বাজার মূল্য।	• সামগ্রিক বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হচ্ছে বিএলপিএ

• স্থানীয়/ প্রচলিত মালিকানার ধরণে জমির মালিকানা যিসি কর্তৃক নির্ধারিত হবে • অধিগ্রহণকৃত জমির যৌথ মালিক • বর্তমান মালিক ও অর্পিত জমি/ সম্পত্তি ব্যবহারকারি বা লীজ ব্যতিত ব্যবহারকারি। (পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন অর্পিত জমি নেই। এই অঞ্চলে অর্পিত সম্পত্তি আইন কার্যকর নয়।)	• মালিকানাসত্ত্ব সম্বলিত বা জমির মালিকানাসত্ত্ব নাই তেমন ব্যক্তিদের জন্য গৃহস্থালী উন্নয়ন অনুদান (এইচডিএ)। • স্থানান্তরিত স্থানে অধিগ্রহণ পূর্ববর্তি পর্যায়ে রুপান্তর, মৌলিক সবিধাদি (পানি সরবরাহ, পয়:নিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি)। • জমি ব্যবহারকারীদের জন্য তুলনামূলক আবাসনের জন্য ভাড়া অনুদান (আরএ)।	• প্রচলিত নিয়মে মালিকানা ক্ষেত্রে, মৌজা হেডম্যান/ সার্কেল প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট যা পরবর্তিতে ডিসি কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। • পুনর্বাসন ব্যয়ের মধ্যে বর্তমান বাজার মূল্য (সিএমপি) এরসাথে স্টামের মূল্য ও মালিকানা পরিবর্তন খরচ @ সিএমপি; ১০% অন্তর্ভূক্ত থাকবে। • বিএলপিএ কর্তৃক ক্ষতিপূরণ টপ-আপ প্রদান করা হবে। • মালিকদের জন্য এইচডিএ প্রতিটি গৃহের জন্য ২০০০০ টাকা হারে এবং মালিকানাবিহীনদের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ প্রাথমিক কাঠামোর ফ্লোর প্রতি ৫০ টাকা প্রতি বর্গফুট। • ভাড়া অনুদান (আরএ) পিএভিসি কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং লীজ ব্যতিত অর্পিত সম্পত্তি ব্যবহারকারীদের প্রদান করা হবে।	• ডিসি সকল আইনগতভাবে মালিকদের সিইউএল সহ জমির সুবিধার জন্য প্রমান সাপেক্ষে ক্ষতিপূরন প্রদান করবে • বিএলপিএ প্রকল্পের সম্পত্তি মূল্যায়ন ও মূল্যনিরুপন কমিটি ও আরএপি বাস্তবায়নকারি সংস্থার সহযোগিতায় পুনর্বাসন ব্যয় নির্ধারণ করবে
খ ৩: বসবাস ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত গৃহ/ অবকাঠামোর ক্ষতি 4			
• ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত আইনগতভাবে মালিক	• পুনর্বাসন ব্যয় নির্বাহের জন্য ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত সিইউএল এর সাথে টপ-আপ ক্ষতিপূরণ। • অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান (এসটিজি) • গৃহ নির্মাণ অনুদান (এইচসিজি)। • নারী প্রধান ও দু:স্থ পরিবার বিশেষ নগদ অনুদান পাবে। • সকল গৃহ/ অবকাঠামোর মালিক উদ্ধারযোগ্য ইমারত সামগ্রী বিনামূল্যে নিয়ে যেতে পারবেন।	• আইনগতভাবে মালিক: ৩ নং নোটিশ প্রদানের সময় অধিগ্রহণকৃত জমির উপর প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার গৃহ/ অবকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। • জমির মালিকানাহীন ব্যক্তি সরকারি জমিতে নির্মিত সকল অবকাঠামোর জন্য (স্থানান্তর ব্যয়) ক্ষতিপূরণ পাবেন। • স্থানান্তযোগ্য অবকাঠামো: স্তানান্তরযোগ্য অবকাঠামোর অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান (এসটিজি) হবে অবঠামোর ১০% এবং গৃহ নির্মাণ অনুদান (এইচসিজি) হবে অবকাঠামোর পুনর্বাসন ব্যয়ের ১০%। • অ-স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামো: অ-স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামোর এসটিজি হবে অবকাঠামোর পুনর্বাসন ব্যয়ের ১০%। • দু:স্থ পরিবার: এককালীন ৫০০০ টাকার অনুদান সহযোগিতা। • গৃহস্থালী দায়িত্ব পালনে সক্ষম কোন সাবালক পুরুষ সদস্য ব্যতিত নারী প্রধান দু:স্থ পরিবার এককালীন ৫০০০ টাকার অনুদান সহযোগিতা পাবে। • কাঠ বা বাশের খুটির উপর প্রতিষ্ঠিত স্থানান্তরযোগ্য ছোট অবকাঠামো (যার খুটি মাটিতে স্থাপিত নয়) যা ক্ষত অবস্থায় স্থানান্তর করা সম্ভব সেগুলো ক্ষতিপূরণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না (ছোট পান বিড়ির দোকান, মুদি দোকান, চায়ের দোকান ইত্যাদি)। কিন্তু বিকল্প স্থান খুজে পাওয়ার বিষয়ে সহযোগিতা পাবে এবং কোন ক্ষতি হলে তা পূরণের জন্য অবকাঠামোর পুরর্বাসন ব্যয়ের ১০% অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান (এসটিজি) পাবে। • আবাসিক বা বাণিজ্যিক স্থানের ভাড়াটিয়া সম্পত্তি স্থানান্তরের জন্য ৫০০০ টাকা স্থানান্তর অনুদান ও একমাসের ভাড়া অনুদান হিসেবে ৩০০০ টাকার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।	• বিএলপিএ পিএপিদের আরএপি সম্পর্কে অবহিত করবে, তথ্য হালনাগাদে সহযোগিতা করবে, টপ-আপ, এইচসিজি, এসটিজি, এইচডিএ এবং এসজিবি প্রদান করবে ও আরএপি বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। • বিএলপিএ অবকাঠামোর পুনর্বাসন ব্যয় নির্ধারণ করবে এবং পিডব্লিউ থেকে সহযোগিতা প্রদান করবে।

• মালিকানাসত্ত্ব বিহীন ব্যক্তি এবং মালিকানা ব্যতিত যারা সরকারি/ বিএলপিএ'র জমিতে গৃহ/ অবকাঠামো নির্মাণ করেছে দোকান/ আবাসস্থল)।	• পিএভিসি কর্তৃক নির্ধারিত অবকাঠামোর পুনর্বাসন ব্যয় • অবকাঠামো স্থানান্তর ব্যয় (এসটিজি) এবং গৃহ/ অবকাঠামোর জন্য গৃহ নির্মাণ অনুদান (এইচসিজি)। • সিইউএল'র মূল্য অনুসারে তারা ইচ্ছুক হলে আরএস এলাকায় ৪.০০ ডেসিমেল আকারের প্লটের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। • ভূমি উন্নয়নের জন্য গৃহস্থালী উন্নয়ন অনুদান (এইচডিএ)। • নারী প্রধান ও দুঃস্থ পরিবার বিশেষ নগদ অনুদান পাবে। • সকল গৃহ/ অবকাঠামোর মালিক উদ্ধারযোগ্য ইমারত সামগ্রী বিনামূল্যে নিয়ে যেতে পারবেন।	• উপরের অনুরুপ	• উপরের অনুরুপ
গ. অন্যান্য পুনর্বাসন সুবিধাদি			
গ ১: স্থানান্তরিত বাণিজ্যিক স্থান থেকে ব্যবসায়িক আয়ের ক্ষতি			
• ক্ষতিগ্রস্থ স্থায়ী প্রঙ্গনে ব্যবসায় পরিচালনাকারি ব্যক্তি (মালিকানাসত্ত্ব সহ এবং মালিকানাবিহীন; যদি প্রাঙ্গনটি দখল বা ভাড়া নিয়ে থাকেন) • ব্যক্তিগত বা সরকারি জমির বর্হিপ্রাঙ্গন ভাড়া নেওয়া মালিক	• ব্যবসায়/ বাণিজ্যের অয় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ • ব্যবসায় অস্থায়ী স্থানান্তরের জন্য ৩০ দিনের নগদ সহযোগিতা। • ব্যবসায় স্থায়ী স্থানান্তরের জন্য ৬০ দিনের নীট আয়ের সমপরিমান নগদ সহযোগিতা। • বর্হি প্রাঙ্গণের ভাড়া থেকে আয় জনিত ক্ষতির জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ	• বড় আকারের *৫ ব্যবসায়ের স্থায়ী ক্ষতির জন্য পিএভিসি নির্ধারিত দৈনিক গড় নীট আয়ের ভিত্তিতে ৪৫ দিনের ক্ষতিপূরণ, কিন্তু দৈনিক ১০০০ টাকার বেশি নয়। • মাঝারি আকারের ব্যবসায়ের স্থায়ী ক্ষতির জন্য পিএভিসি নির্ধারিত দৈনিক গড় নীট আয়ের ভিত্তিতে ৪৫ দিনের ক্ষতিপূরণ, কিন্তু দৈনিক ৫০০ টাকার বেশি নয়। • আংশিক বা অস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসার মালিকগন সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য বা পূনরায় চালু করা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাবেন কিন্তু তা ৩০ দিনের বেশি নয়, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দৈনিক গড় নীট আয়ের সমান কিন্তু দৈনিক ৫০০ টাকার অধিক নয়। • ব্যক্তিগত জমির বহিপ্রাঙ্গনের মালিককে পিএভিসি নির্ধারিত তিন মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ।	• ডিসি বিএলপিএ'র সাথে যৌথ পরিদর্শনের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক আয়ের ক্ষতিপূরণের পরিমান নির্ধারন করতে পারেন অথবা শুধুমাত্র ব্যবসায়িক কাঠামোকেও বিবেচনা করতে পারেন। • বিএলপিএ প্রকল্পের সম্পত্তি মূল্যায়ন ও মূল্যনিরুপন কমিটি ও আরএপি বাস্তবায়নকারি সংস্থার সহযোগিতায় দৈনিক ব্যবসায়িক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করবে • বিএলপিএ পিএপিদের আরএপি সম্পর্কে অবহিত করবে, তথ্য হালনাগাদে সহযোগিতা করবে, টপ-আপ, এইচসিজি, এসটিজি, এইচডিএ এবং এসজিবি প্রদান করবে ও আরএপি বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। •
গ ২: আয়ের সাময়িক ক্ষতি (ক্ষতিগ্রস্থ দোকনসমূহের শ্রমিকদের মজুরির ক্ষতি)			
• সাবালক ব্যক্তি যারা ৬ মাস নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিয়োজিত ছিলেন এবং ব্যক্তিমালিকানাধিন বা সরকারি জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন।	• মজুরি থেকে আয়ের সাময়িক ক্ষতিপূরনের জন্য অনুদান (জিটিএল)	• কাজের মেয়াদ শেষদিন পর্যন্ত চলমান থাকতে হবে • জিটিএল ৩০ দিনের বর্তমান মজুরির সমান যা পিএভিসি কর্তৃক বাজার মূল্যের ভিত্তিতে নিরুপিত হবে।	• বিএলপিএ প্রকল্পের সম্পত্তি মূল্যায়ন ও মূল্যনিরুপন কমিটি ও আরএপি বাস্তবায়নকারি সংস্থার সহযোগিতায় প্রকল্প এলাকার দৈনিক মজুরির পরিমাণ নির্ধারণ করবে এবং মজুরিকনিত আয়ের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করবে।

• নারী ও অন্যান্য দু:স্থ ব্যক্তিবর্গ	• মালিকানাসত্ত্বের অতিরিক্ত ৩০% অনুদান • নারীরা সক্রিয়ভাবে বিবেচিত হবেন এবং প্রকল্পে সৃষ্ট পদে এবং আরএফপির বিবরণ অনুসারে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন	• নারী ও অন্যান্য দু:স্থ ব্যক্তিবর্গের জন্য আরএফপি'র নির্দেশিকা • সুনির্দিষ্ট সম্পুরক/ পরিপুরক আয় পুন:স্থাপন যেমন; ব্যবসায়িক অনুদান, কৃষি অনুদান, আয় বর্ধক কার্যাবলী, ইত্যাদি	• বিএলপিএ'র পরিবেশগত ও সামাজিক সেল
• অন্য যে কোন প্রভাব	• এই আরএফপি'র নীতিমালার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ	• এই আরএফপি'র নীতিমালার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ	• এমওএস/ বিএলপিএ

নোট: জীবন যাত্রার ক্ষতি নিরুপনের লক্ষ্যে মালিকানাসত্ত্ব আলাদা আলাদাভাবে নির্ণয় করা দরকার যা প্রশোমন/ প্রভাব কমানোর জন্য কার্যকর হয় এবং তা সামাজিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে হওয়া উচিৎ।

অধ্যায় ৭: প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন

৭.১ প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস

৭.২ পর্যবেক্ষন, তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন

৭.২.১ সামাজিক তত্ত্বাবধান নির্ধারক

৭.৩ অভিযোগ নিস্পতি পদ্ধতি (জিআরএম)

৭.৩.১ জিআরএম এর পরিধি

৭.৩.২ প্রথম পর্ব- সুরক্ষা কবচের আওতাধিন জিআরএম

৭.৩.৩ দ্বিতীয় পর্ব- প্রকল্প পর্যায়ের জিআরএম নির্ধারণের জন্য বাস্তবায়ন আয়োজন প্রতিষ্ঠা

৭.৩.৪ সংক্ষুব্ধ গোষ্ঠির জন্য আইনগত বিকল্প

৭.৩.৫ বিশ্বব্যাংকের অভিযোগ নিস্পত্তি সেবা

৭. প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন

৭.১ প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস

বিএলপিএ আরপিএফ/ আরএপি/ এআরএপি বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানের পদ্ধতি নিশ্চিত করবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের পিআইইউতে একটি পরিবেশগত ও সামাজিক সেল থাকবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকর পর্যায়ে আরপিএফ/ আরএপি/ এআরএপি বিএলপিএ তত্ত্বাবধান করবে। বিএলপিএ'র পরিবেশগত ও সামাজিক সেল এর প্রধান হবেন বিএলপিএ'র একজন যুগ্ম পরিচালক। দুইজন সহকারি পরিচালক, একজন পরিবেশ ও অন্যজন সামাজিক বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। সামাজিক বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারি পরিচালককে পরিবেশ পুনর্বাসন ও সামাজিক বিশেষজ্ঞ এবং জনগোষ্ঠি সংযুক্তি ও জেন্ডার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত দুইজন পরামর্শক সহযোগিতা করবেন। পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নে নিয়োজিত পরামর্শকবৃন্দ উপ-প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করবেন এবং আরএপি প্রণয়ন করবেন। আরএপি/ এআরএপি'র বিধানসমূহ তত্ত্বাবধান ও প্রয়োগের জন্য তদারককারী পরামর্শক ও ঠিকাদারদের পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ থাকবে। আরএপি/ এআরএপি'র বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারি সংস্থাসমূহ অনুমোদিত থাকবে। তদারকি ও মূল্যায়নে নিয়োজিত পরামর্শকবৃন্দ ত্রৈমাসিক তদারকি ও মধ্য ও সম্পাদন পরবর্তি ফলাফল মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করবেন। আপিএপ'র বাধ্যবাধকতা দেখাশুনা ও আরএপি/ এআরএপি বাস্তবায়ন তদারকির জন্য আয়োজন পরবর্তি সারণীতে উল্লেখ করা হলো।

জেষ্ঠ জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ এবং সামাজিক টিমের কার্যাবলী নিম্নরুপ:

- প্রকল্পের আরএফপি/ আরএপি/ এআরএপি'র যথাযথ ও সামগ্রিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- প্রকল্পের আরএফপি/ আরএপি/ এআরএপি'র বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়নকারি সংস্থার সাথে দৈনন্দিন সমন্বয়;
- উপ-প্রকল্প গ্রহণের সময় বিএলপিএ ও বাস্তবায়নকারি সংস্থাকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা
- আরএফপি/ আরএপি/ এআরএপি অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিএলপিএ'র জন্য আগাম সতর্কতা প্রদানকারি হিসেবে কাজ করা।
- বিএরপিএ'র নিজস্ব ব্যবহার বা বিশ্বব্যাংকে পেশ করার জন্য সামাজিক বাধ্যবাকতার উপর নিয়মিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- প্রকল্পে পরিবিক্ষন ও তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত সুপারিশসমূহের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা এবং আরএফপি/ আরএপি/ এআরএপি প্রয়োজন অনুসারে হালনাগাদ করা।
- ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে উপ-প্রকল্পসমূহের পরিবিক্ষন সম্পাদন করা।
- আরএফপি/ আরএপি/ এআরএপি'র কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- পিআইইউ, বাস্তবায়নকারি সংস্থার টিম এর প্রয়োজন অনুসারে এবং আরএফপি/ আরএপি/ এআরএপি বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষন ও অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা।
- আরএফপি/ আরএপি/ এআরএপি'র বাধ্যবাধকতা নিরীক্ষার জন্য এমএন্ডই পরামর্শকদের পেশকৃত তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা।
- আরএফপি/ আরএপি/ এআরএপি'র বাধ্যবাধকতা যাচাইয়ের জন্য নিয়মিত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা।
- বিএপিইপিএস ও বাস্তবায়নকারি সংস্থাকে সামাজিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান।
- জিআরএম'র কার্যকারিতা নিশ্চিত করা এবয় সামাজিক বিষয়ে জিজ্ঞাস্য বিষয়ে যোগাযোগের একক স্থান হিসেবে কাজ করা।

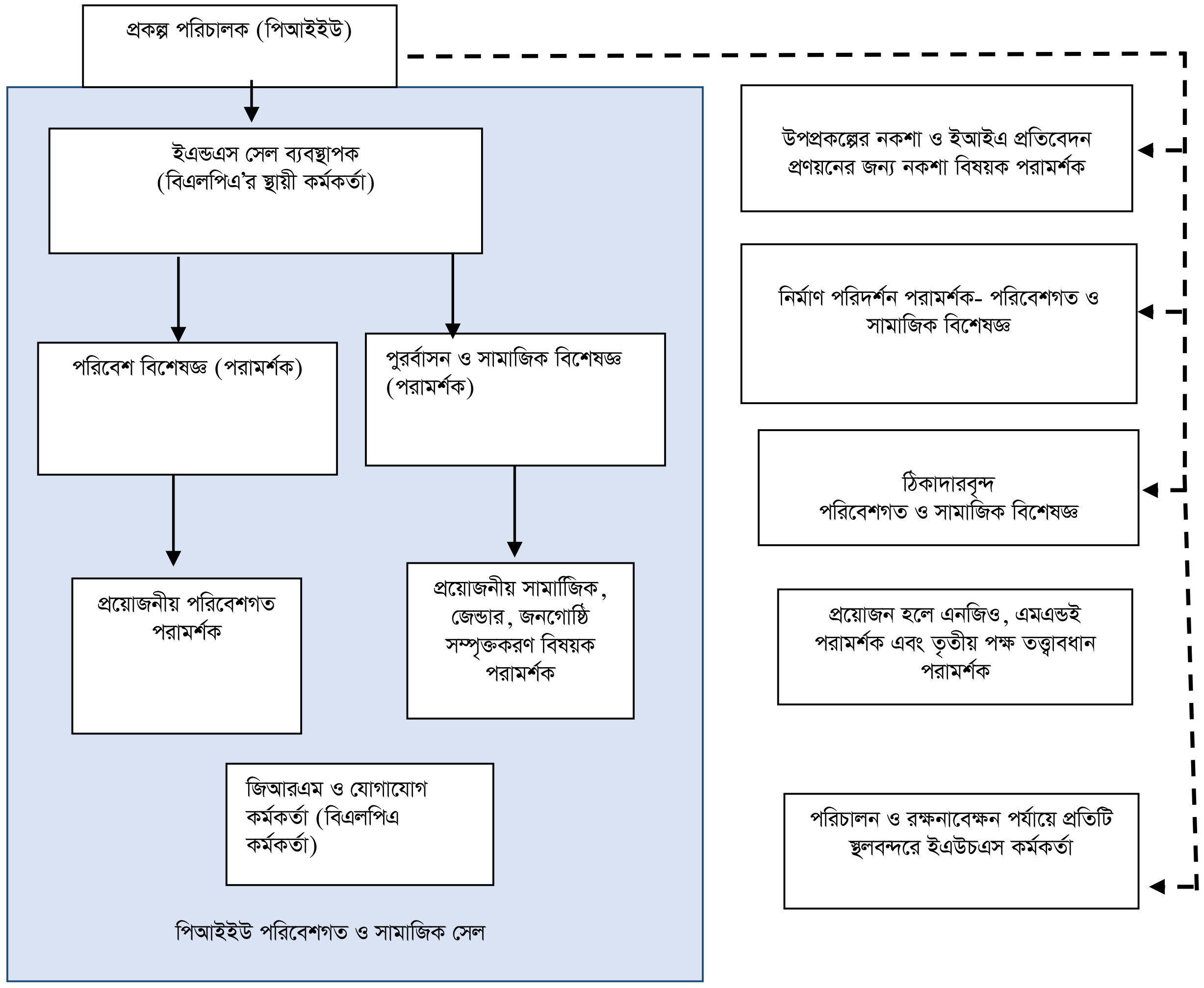
প্রকল্প পরিচালক (পিআইইউ)
ইএন্ডএস সেল ব্যবস্থাপক (বিএলপিএ'র স্থায়ী কর্মকর্তা)
পরিবেশ বিশেষজ্ঞ (পরামর্শক)
পুনর্বাসন ও সামাজিক বিশেষজ্ঞ (পরামর্শক)
প্রয়োজনীয় পরিবেশগত পরামর্শক
প্রয়োজনীয় সামাজিক, জেন্ডার, জনগোষ্ঠি সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক পরামর্শক
জিআরএম ও যোগাযোগ কর্মকর্তা (বিএলপিএ কর্মকর্তা)
পিআইইউ পরিবেশগত ও সামাজিক সেল
উপপ্রকল্পের নকশা ও ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য নকশা বিষয়ক পরামর্শক
নির্মাণ পরিদর্শন পরামর্শক- পরিবেশগত ও সামাজিক বিশেষজ্ঞ
ঠিকাদারবৃন্দ পরিবেশগত ও সামাজিক বিশেষজ্ঞ
প্রয়োজন হলে এনজিও, এমএন্ডই পরামর্শক এবং তৃতীয় পক্ষ তত্ত্বাবধান পরামর্শক
পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন পর্যায়ে প্রতিটি স্থলবন্দরে ইএউচএস কর্মকর্তা

আরপিএফ বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ও কার্যাবলী

পর্যায়	সংগঠন	কার্যাবলী
প্রকল্প	বিএলপিএ পরিবেশ ও সামাজিক সেল	➢ মাঠ পর্যায়ের টিম এর জন্য আরএফপি/ আরএপি/ এআরএপি বিষয়ে প্রশিক্ষন ও অবহিতকরণ এবং এসআইএ প্রক্রিয়া ও এর ফলাফল তদারকি ➢ সব ধরণের উপপ্রকল্পের আবশ্যকতা পূরণে সহযোগিতা করা ➢ আরএফপি/ আরএপি/ এআরএপি'র বাস্তবায়ন সম্পর্কে এমএন্ডই পরামর্শকদের পেশকৃত তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা। ➢ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সময় আরএফপি'র বাধ্যবাধকতা যাচাইয়ের জন্য নিয়মিত উপপ্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা। ➢ আরএফপি/ আরএপি/ এআরএপি'র বাস্তবায়নের তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ননের ব্যবস্থাপনা ➢ মাঠ পর্যায়ের টিমকে সামাজিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নির্দেশনা ও মতামত প্রদান। ➢ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উপ-প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা ও বিশ্বব্যাংকে পেশ করা। ➢ আরএফপি'র কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
মাঠ	এনজিও	➢ আরএফপি/ আরএপি/ এআরএপি'র বাস্তবায়নের তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ননের ব্যবস্থাপনা ➢ মূল্যায়নের জন্য উপাত্ত সংগ্রহ ➢ জনগোষ্ঠিকে সামাজিক সহযোগিতা প্রদান ➢ আরপিএফ বাস্তবায়নে অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় ➢ আরপিএফ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিএলপিএতে মাসিক প্রতিবেদন পেশ ➢ সকর উপপ্রকল্পের চিত্রায়ন ও প্রকৃতি নির্ধারণ এবং আরএপি/ এআরএপি প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান

৭.২ তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা

পিআইইউতে, প্রকল্পের অওতাধীন সকল স্থলবন্দর, শেওলা বন্দরও যার অধীনে সেগুলোর জন্য বিএলপিএ একজন তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবে যিনি প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিয়মিত তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করবেন। পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নে নিয়োজিত পরামর্শক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন এবং বিএলপিএতে পেশ করবেন যা বিশ্বব্যাংকেও প্রেরণ করা হবে। এ জন্য তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ পরামর্শক শেওলা স্থলবন্দরসহ অন্যান্য স্থলবন্দরের নির্মাণ এলাকা নিয়মিত পরিদর্শন করবেন। পরামর্শক কর্তৃক প্রণীত একটি ফরম্যাটে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হবে। তিনি শেওলা স্থলবন্দরসহ অন্যান্য বন্দরের আরপিএফ/ আরএপি/ এআএপি বাস্তবায়নের মধ্য মেয়াদি ও সমাপনী মূল্যায়ন সম্পাদন করবেন এবং তিনি "স্বাধীন তত্ত্বাবধান প্যানেল'কে তাদের তত্ত্বাবধান কাজে সহযোগিতা করবেন।

৭.২.১ তত্ত্বাবধান নির্দেশকসমূহ

তত্ত্বাবধান নির্দেশকসমূহ নিচের সারণীতে উপস্থাপন করা হলো।

সামাজিক তত্ত্বাবধান নির্দেশকসমূহ		
তত্ত্বাবধান নির্দেশকসমূহ	মাত্রা	সংস্থা
• স্থানান্তরের পূবেই মালিকানসত্ত্ব নির্ধারন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান • জমি অধিগ্রহণের জন্য সময় নেওয়া • অভিযোগ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা সংখ্যা ও তা সমাধান করা • কোর্টে মামলার সংখ্যা • আয় পরিস্থিতি/ ধরণ • জমির মালিকানার ধরণ • জমি থেকে আয়ের পরিমাণ • পেশাগত পরিবর্তন • গৃহায়ন পরিস্থিতি (এলাকা, তলা, দালান, ছাদ, ইত্যাদি) • গৃহস্থালী সম্পত্তির মালিকানা • গ্রামীন সড়কের দৈর্ঘ্য (নিকটস্থ স্থলবন্দরের সাথে সংযুক্তি) • যাতায়াতের সময় • আয়োজিত প্রশিক্ষন কর্মসূচির সংখ্যা • প্রশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা • প্রশিক্ষনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশিক্ষনার্থীদের জ্ঞান • অর্জিত জ্ঞানের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূরক অর্জন • চুক্তির অনষঙ্গিক পরিস্থিতি এবং মান (গৃহায়ন, পয়:নিষ্কাশন, শতাবলী বুঝতে পারার মাত্রা, স্থানীয় শ্রমিকের ব্যবহার, নারী ও পুরুষ সমমজুরি, শিশু শ্রম পরিহার, ইত্যাদি) • বাস্তবায়নকালে অযাচিত পরিস্থিতি ও উপদ্রব পরিহার • উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকালে এরপিএফ/ আরএপি/এআরএপি ইত্যাদির বিধান ও নির্দেশনা সম্পর্কে উপলব্ধি।	• তত্ত্বাবধান পরামর্শক কর্তৃক ত্রৈমাসিক • পিআইইউ কর্তৃক বার্ষিক স্বাধীন তত্ত্বাবধান প্যানেল কর্তৃক প্রকল্পের ১ম বছর ষান্মাসিক এবং অবশিষ্ট সময়ে বছরে একবার	• নির্দেশক অনসারে উপাত্ত সংগ্রহের বিষয়ে পিআইইউ নির্দেশনা দিবে • এমএন্ডই পরামর্শক • বাস্তবায়নকারি এনজিও

৭.৩ অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি (জিআরএম)

আরএপি আরএপপিতে যে বিস্তারিত জিআরএম প্রদান করা হয়েছে তা অনুসরণ করবে এবং নিম্নের আলোচনাও উক্ত বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক। এই বিষয়ে বিএলপিএ'র প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) হচ্ছে যে কোন ধরনের যোগাযোগের প্রধান দায়িত্বশীল সংস্থা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প সম্পর্কে জিজ্ঞাসা/ প্রশ্নের জবাব দেওয়া, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান করা এবং অভিযোগ ও ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রশমন করা। সমাধানের যে উদ্যোগ স্বল্প ব্যয়ে ও অপেক্ষাকৃত কম সময়ে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে জটিলতা বৃদ্ধি ও সংঘাত পরিহার করা যায় তেমন বিষয়কে জিআরএম প্রাধান্য দেবে। জিআরএম প্রাক-পুর্বাভাসের একটি মাধ্যম হিসেবে, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় স্থানে অভিষ্ঠ তত্ত্বাবধান করতে ও পদ্ধতিগত বিষয় চিহ্নিত করতে ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের ফলাফল, কার্যাবলী ও পদ্ধতি যেমন; ১) যে বিষয়সমূহ প্রকল্প নির্দেশিকায় বিধৃত করা হয়েছে; ২) প্রকল্প কর্তৃক অর্থায়ন করা হয়েছে (উপকরণ তহবিলসহ), এবং ৩) সংস্থার কর্মী বা পরামর্শকবৃন্দ বা তাদের অংশিদার বা উপ-ঠিকাদারদের মাধ্যমে প্রকল্পের জন্য সরাসরি ও পরোক্ষভাবে সম্পাদিত কোন কাজ সম্পর্কে জিআরএম সরাসরি আলোকপাত করবে ও এ সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে (তথ্যের জন্য অনুরোধ জানাবে বা স্বচ্ছতা দাবি করবে)। বিবেচনা করা হচ্ছে যে উক্ত গঠনাবলী নিম্নবর্ণিত শ্রেণিভূক্ত হবে (কিন্তু শুধুমাত্র এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়):

- তথ্য, মন্তব্য ও পরামর্শ আহ্বান, যেমন; কোন প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণকারি প্রশিক্ষনার্থীদের ব্যয় পরিশোধে বিলম্ব হওয়ার কারণ সম্পর্কে স্বচ্ছভাবে অবহিত করার অনুরোধ;
- অধিকার লঙ্ঘন বা দায়িত্ব পালন না করা, যেমন; পরামর্শক কর্তৃক অভিযোগ বা দুর্বল কাজের জন্য বা চুক্তি অনুসারে ফলাফল তৈরি করতে না পারার করণে যে প্রতিষ্ঠানের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে;
- আইন ভঙ্গ করার কারণে উদ্ভুত অভিয়োগ বা অপরাধ, যেমন; দুর্নীতির অভিযোগ এবং
- প্রকল্প কর্মকর্তা-কর্মচারি, প্রকল্প কমিটির সদস্য, পরামর্শক, এবং সাব-কন্ট্রাক্টরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যারা প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছেন।

জিআরএম দুইটি পর্বে বাস্তবায়িত হবে: ১) রক্ষাকবচ বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য পর্ব- ১, ২) জিআরএম এর দ্বিতীয় পর্ব প্রকল্পের সকল উপাদান ও সামগ্রীক প্রকল্প বাস্তবায়নকে ব্যপ্ত করবে। প্রকল্পের পরিচালনা নির্দেশিকায় দ্বিতীয় পর্বের অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে রুপরেখা প্রদান করা হবে এবং একটি রুপরেখা ও প্রটোকল প্রকল্পের পরিচালনা নির্দেশিকায় অন্তর্ভূক্ত করে তা প্রকল্প কর্মকর্তা ও বাস্তবায়নকারীবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করা হবে। বিএলপিএ কর্তৃক প্রণয়নকৃত বিদ্যমান জিআরএম ও নিম্নে বর্ণিত জিআরএম রুপরেখা/ প্রটোকল যা রক্ষাকবচ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেছে তার আলোকে প্রকল্প পর্যায়ের রুপরেখা/ প্রটোকল প্রণয়ন করা হবে। টোলমুক্ত সহযোগীতা লাইনের মাধ্যমে জিআরএম তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক হবে। ধারণা করা হচ্ছে যে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের একজন দায়িত্বশীল লোক থাকবে যিনি নির্দেশিকা প্রণয়ন তদারকি করতে পারবেন ও প্রকল্পের জিআরএম এর দায়িত্ব বন্টন করতে পারবেন। বিএলপিএ'র সচিব সামগ্রিক জিআরএম তদারকির দায়িত্ব পালন করবেন।

৭.৩.১ জিআরএম এর পরিধি

শেওলা স্থলবন্দরের প্রাথমিক পর্বে বিএলপিএ বিশ্বব্যাংকের নীতিমালার নির্দেশনা অনুসারে জিআরএম সংশ্লিষ্ট রক্ষাকবচের জন্য প্রটোকল ও পদ্ধতি প্রণয়নের বিষয়ে মনোনিবেশ করবে। ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নকৃত প্রকল্প যাতে ওপি ৪.১২ এর আওতায় অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে প্রকল্পকে পুনর্বাসন পদ্ধতি যা প্রকল্পে বাস্তবায়িত হয় সে সম্পর্কিত অভিযোগ সংগ্রহ করার জন্য একটি জিআরএম প্রতিষ্ঠা করতে হয়। বাস্তবে এ ধরণের জিআরএম'র পরিধি খুবই সংকীর্ণ, যেহেতু এটা শুধুমাত্র প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের অভিযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং এটা বিস্তারিত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনার আওতাধীন থাকে, সে কারণে ভবিষ্যত প্রকল্প চক্রের সকল প্রকার অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয়কে সন্নিবেশিত করার জন্য প্রকল্প প্রটোকল সম্প্রসারিত ও বর্ধিত করা হবে।

দ্বিতীয় পর্বে জিআরএম এর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সামাজিক বিষয়কেই নয় বরং পরিবেশগত, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয় এবং অন্যান্য বিষয়ের অভিযোগকেও অন্তর্ভূক্ত করবে যাতে ওপি ৪.১২ এর বাধ্যবাধকতা পূরণ করা যায়। এটা বিদ্যমান অনানুষ্ঠানিক ও প্রচলিত অভিযোগ নিষ্পত্তি কাঠামো ভিত্তিতেও প্রণীত হবে- যেমন; গ্রাম কমিটি ও প্রকল্পের সরবরাহ কাজে নিয়োজিত স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করা, এটা ব্যয় সাশ্রয়ী এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর একটি পদ্ধতি। তথাপি, প্রচলিত পদ্ধতির উপর নির্ভর করার পূর্বে নিরপেক্ষভাবে নিবিড় পরীক্ষার প্রয়োজন হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠি অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া আসতে ও জিআরএম ব্যবহারে সবচেয়ে বেশি প্রতিকুলতা মোকাবেলা করে, নকশা প্রণয়নকালের সকল পর্বে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় রাখতে হবে যাতে জিআরএম অংশগ্রহণমূলক ও সামাজিক অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

প্রকল্পের সকল পর্বে, াভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি ও সংক্ষুব্ধ পিএপি'র সমর্থিত অভিযোগ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত যে কোন উদ্যোগ/ সীদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারি সংস্থা হিসেবে বিএলপিএ কে সংযুক্ত করে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭.৩.২ প্রথম পর্ব- রক্ষাকবচ সম্পর্কিত বিষয়ের অধীন জিআরএম

জিআরএম'র প্রথম পর্বে, প্রস্তাবিত জিআরএম বিএলপিএ'র বিদ্যমান জিআরএম পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রণীত হবে এবং অভিযোগ রেজিষ্ঠারে অন্তর্ভূক্তির জন্য একটি টোলমুক্ত নাম্বার স্থাপন করা হবে। এই টোলমুক্ত নাম্বারটি স্থাপন করে সংশ্লিষ্ট পিএপি ও সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে াবহিত করা হবে একইসাথে প্রকল্পের রক্ষাকবচ সম্পর্কিত দলীলপত্রের মাধ্যমে জনসমুক্ষে প্রকাশ করতে হবে, যা ১.৬.২ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে তা ইংরেজির সাথে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশের পূর্বে বিএলপিএ নিম্নবর্ণিত পদক্ষেসমূহ অনুসরণ করেব এবং টোলমুক্ত টেলিফোন লাইনটি মানুষের জন্য সহজলভ্য করবে:

ক. পিআইইউতে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব কর্তব্য সম্বলিত প্রথম সারির কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং তাদের যোগাযোগ বিবরণী। এটা অভিযোগ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণের জন্য প্রয়োজন যা াভিযোগকারিকে নিশ্চিত করবে ও অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তাকেও দায়িত্বশীল করবে।

খ. পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে করা 'গ্রহণ, রেজিষ্টারভূক্ত করা, প্রেরণ ও অভিযোগ বন্ধ'
গ. যে কাজের জন্য যে ব্যক্তি দায়িত্ব প্রাপ্ত তার মাধ্যমেই অভিযোগ নিষ্পত্তি হবে
ঘ. এই পর্বে পুনর্বাসন সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে জিআরএম অন্যান্য সকল অভিযোগও নিষ্পত্তি করবে।

সুপারিশকৃত কর্ম-প্রবাহ নিচে উল্লেখ করা হলো:

- প্রকল্পের রক্ষাকবচ সম্পর্কিত দলীলপত্র বাংলায় অনুবাদ করতে হবে এবং ইংরেজির সাথে তা ব্যপক সংখ্যক মানুষের মধ্যে বিতরণ করতে হবে এবং বিএলপিএ'র ওয়েনসাইটেও প্রকাশ করতে হবে (অনুগ্রহপূর্বক তথ্য প্রকাশ সম্পর্কিত সেকশন ৯.৪ দেখুন)। যোগাযোগের এই কৌশলের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষদের বোঝানো যে এ বিষয়ে তাদের প্রবেশাধিকার রয়েছে এবং তাদের জন্য সহজলভ্য।

- টোলমুক্ত নাম্বারের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ করা
- অভিযোগকারিকে একটি অভিযোগ নাম্বার প্রদান করে নাম্বার অনুসারে অভিযোগটি রেজিষ্টাভূক্ত করা; প্রাপ্তির তারিখ ও চ্যানেল; অভিযোগকারির নাম; লিঙ্গ, পিতা বা স্বামী, অভিযোগকারির ঠিকানা,
- অভিযোগের ধরণ- বিকল্পসমূহের তালিকা (জমি/ সম্পত্তি বা মালিকানাসত্ত্বের ক্ষতি)
- গৃহীত অভিযোটি তাৎক্ষনিক এসএমএস এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রেরণ করা
- পাঁচ দিনের মধ্যে অভিযোগটি যাচাই করে সামাধান করে লাইনে অবহিত করা
- যদি পাঁচ দিনের মধ্যে সমাধান না হয়, উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকদের কাছে সংক্রিয় এসএমএস এর মাধ্যমে সতর্কবার্তা পৌছে যাবে
- অভিযোগ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে তদন্ত করে অভিযোগ নিস্পত্তি করা
- অভিযোগ নিস্পতি সম্পর্কে অভিযোগকারির নিকট থেকে নিশ্চয়তা প্রাপ্তি ও টিকেট নাম্বারটি বন্ধ করা
- পদ্ধতিটিতে মাসিক প্রতিবেদন প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে যাতে আরপিএফ বাস্তবানের পদ্ধতি উন্নয়নের জন্য ফিডব্যাক পাওয়া যায়।

বিদ্যমান আইনের অধীনে অভিযোগ কোর্টে পেশ করার বিকল্পটিও খোলা রয়েছে।

৭.৩.৩ দ্বিতীয় পর্ব- প্রকল্প পর্যায়ের জিআরএম নির্ধারণের জন্য বাস্তবায়ন চুক্তি প্রণয়ন

এই পর্ব নির্মাণ কা/ চুক্তির মাধ্যমে আরম্ভ হবে। জিআরএম এর প্রথম পর্বের সামাজিক ও পরিবেশগত রক্ষাকবচ বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা প্রটোকল সম্প্রসারণে ব্যবহার করা হবে এবং প্রকল্পব্যপি জিআরএম'র নকশা প্রণয়নের জন্য অবহিত করা হবে। প্রকল্পের পিআইইউ কে ব্যবহারকারিদের চিহ্নিত করতে হবে যাতে করে তাদের জন্য জিআরএম ব্যবহার উপযোগী হয় এবং সম্পদ মূল্যায়ন করতে হবে- মানবসম্পদ, অর্থিক এবং কারিগরি যা সহজলভ্য রয়েছে (ও সংগ্রহ করতে হবে), যেগুলোর সাহায্যে জিআরএম প্রকল্প উপাদান ও বাস্তবায়নে কার্যকরভাবে সহযোগিতা করবে। পিআইইউকে মানসম্মত পরিচালনা পদ্ধতি ও প্রবাহ তৈরি করতে হবে যার মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালনা কাঠামোতে কিভাবে অভিযোগ নিস্পত্তি কার্যকর থাকে তা বিস্তারিত জানা যাবে এবং কিভাবে তা তত্ত্বাবধান করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। সামগ্রিক প্রক্রিয়া বিএলপিএ'র চেয়ারম্যান তদারকি করবেন। আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে:

- পিআইইউতে একজন দায়িত্বশীল জিআরএম কর্মকর্তা নিয়োগ (যেমন; পরিচালন পদ্ধতি, নির্দেশিকা ও স্বারকগ্রন্থের খসড়া প্রণয়ন এবং জিআরএম কর্মকর্তা ও ব্যবহারকারিদের জন্য তথ্যে একক উৎস হিসেবে কাজ করা) এবং অভিযোগ নিস্পত্তি সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অভিযোগ নিস্পত্তি বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী ও জনসমুক্ষে/ প্রকল্প এলাকায় (যেমন; প্রকল্পের নোটিশ বোর্ড) জিআরএম সম্পর্কিত তথ্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে জিআরএম এর সহজলভ্যতা ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা
- স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য বিভিন্ন মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ করা (যেমন; ব্যক্তিগতভাবে, ফোনে- স্থাপিত টোলমুক্ত নাম্বারের মাধ্যমে, ইমেইল)
- সকল অভিযোগ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা (যেমন; স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত সকল অভিযোগ লগ্ড ও ট্রাক্ড হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা, এবং সমাধানকৃত অভিযোগ সম্পর্কে জনগনকে অবিহত করণ নিশ্চিত করা)
- াভিযোগ তদন্তের পদ্ধতি স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন উপায়ে অনুসরণ করা (যেমন: মাঠ পার্যায়ের পরিদর্শন, ঠিকাদারদের এবং/ বা স্থানীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন টিমকে অনুসন্ধান, সংশ্লিষ্ট পরিসেবা প্রদানকারি সংস্থার সাথে আলোচনা করা)
- সুনির্দিষ্ট কর্মদিবসের মধ্যে সমাধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ
- অভিযোগ সম্পর্কিত তথ্য তত্ত্বাবধান ও পর্যালোচনা করা।

এক্ষেত্রে বিএলপিএ শেওলা স্থলবন্দরে প্রকল্প পর্যায়ের জিআরএস প্রতিষ্ঠা করবে যা নিম্নবর্ণিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত হবে (সদস্য নির্বাচনের শর্তসাপেক্ষে সংখ্যা বন্ধনিতে উল্লেখ করা হলো)

- সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান (১)
- এনজিও প্রতিনিধি (১)
- আরইউ/ সংশ্লিষ্ট কাস্টম্স অফিসের বিএলপিএ প্রতিনিধি (১)
- ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির প্রতিনিধি (২)

সদস্যবৃন্দের দায়িত্ব কর্তব্য নিচে উল্লেখ করা হলো:

সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান-
সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান একটি একক কাঠামোর মধ্যে অন্য সকল প্রতিনিধিবৃন্দের কর্যক্রমের সমন্বয় করবেন। তিনি উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির টেকসই উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করবেন। এলাকার মানুষের নিকট একজন পরিচিত ব্যক্তি হওয়ার সুবাদে, তার অংশগ্রহণ অধিকতর জবাবদিহিতামূলক হবে এবং তার এলাকায় সুনাম থাকার কারণে তার সিদ্ধান্তের উপর মানুষ আস্থা রাখতে পারবে। রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান ব্যক্তি হওয়ার কারণে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য উদ্যোগ নিতে পারবেন বা অবৈধ ক্ষতির খেলা বন্ধ করতে সক্ষম হবেন।

এনজিও প্রতিনিধি-
প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় আক্রান্ত মানুষের মধ্যে অনুদান বরাদ্দের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা করবেন। তিনি দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির কাছে পৌছানোর জন্য যোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন করতে পারবেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের যথাযথ যত্ন নিতে পারবেন। অভিজ্ঞতার কারণে বিভিন্ন বিষয়ে তার যথেষ্ঠ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয় এবং সে কারণে তিনি ভিন্ন আঙ্গিক থেকে চিন্তা করতে পারবেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষকে সহযোগিতা করতে পারবেন।

আরইউ এর বিএলপিএ প্রতিনিধি-
আরইউ এর বিএলপিএ প্রতিনিধি প্রকল্প এলাকার নিরাপত্তার বিষয়টি দেখভাল করতে পারেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠিকে স্থানান্তরের মাধ্যমে পুনর্বাসনেও সহযোগিতা করতে পারেন। যেহেতু আমরা জানি যে, ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের জন্য নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাদের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে যে কোন সময় তারা বিপদের সম্মুক্ষিন হতে পারেন। উক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ সৃষ্টি করবে এবং মানুষের মনে আস্থা তৈরি করবে।

ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির প্রতিনিধি-
ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার প্রতিনিধি ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন। ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির একজন পুরুষ ও একজন নারী প্রতিনিধি থাকবেন। নারী ও পুরষ উভয় থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করার এই জেন্ডার ভিত্তিক কৌশল যে কোন দুর্গত পরিস্থিতি মোকাবেলায় একটি অত্যন্ত কার্যকর পরিবর্তনকারি উদ্যোগ হিসেবে কাজ করবে। এ উপায়ে ক্ষতিগ্রস্থ নারীরা তাদের সমস্যা সম্পর্কে নারী প্রতিনিধির নিকট খোলামেলা কথ বলতে পারবেন। তারা অপরিচিত বা অজানা কোন পুরুষ সদস্যের সাথে তাদের ব্যক্তিগত বিষয় নিকে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ নাও করতে পারে। এ কারণে একজন নারী প্রতিনিধির প্রয়োনীয়তা আবশ্যক। অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্থ পুরুষরাও তাদের অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক যে কোন বিষয়ে পুরুষ প্রতিনিধির সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে পারবেন। এমনকি তাদের নিজেদের সমস্যা থাকতে পারে যা নিয়ে তারা নির্দিষ্ট প্রতিনিধির সাথে আলোচনা করতে পারবে।

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রক্রিয়াটিকে কার্যকর ও দক্ষ করে তুলতে পারবেন। অধিকতর উন্নত সহযোগিতা প্রদান করা সম্ভব হবে এবং অপেক্ষাকৃত কম নেতিবাচক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।

৭.৩.৪ সংক্ষুব্ধ গোষ্ঠির জন্য আইনগত বিকল্প

সংক্ষুব্ধ গোষ্ঠির জন্য তাদের অভিযোগ উত্থাপনের দুইটি বিকল্প পথ রয়েছে। একটি হচ্ছে এই কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত উপরোল্লিখিত অভিযোগ প্রশোমন পদ্ধতি। অন্যটি হচ্ছে তাদের অভিযোগ সমাধানের জন্য বিদ্যমান আইনগত কাঠামোর মাধ্যমে কোর্টে উপস্থাপন। এই প্রক্রিয়াটি গন-পরামর্শ সভার সময় জনসমুক্ষে উপস্থাপন করা হবে।

৭.৩.৫ বিশ্বব্যাংকের অভিযোগ নিস্পত্তি সেবা

সরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত জিআরএম এর মাধ্যমে উত্থাপিত অভিযোগের সমাধান নেয়ার পাশাপাশি, যে সকল ব্যক্তি বা গোষ্টি মনে করে যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে তারা মারত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তারা বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ নিস্পত্তি সেবায় (জিআরএস)ও অভিযোগ পেশ করতে পারেন। জিআরএস নিশ্চিত করবে যে উত্থাপিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সাথে যথাসময়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা গোষ্ঠি জিআরএস'র দৃষ্টি আকর্ষনের পর বিশ্বব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিদর্শন প্যানেলের নিকটু অভিযোগ দাখিল করতে পারে। বিশ্বব্যাংকের অভিযোগ প্রশমন পরিসেবার জন্য কিভাবে অভিযোগ দাখিল করতে হবে সে সম্পর্কে http://www.worldbank.org/GRS. এই ওয়েব ঠিকানায় নির্দেশনা দেয়া আছে। বিশ্বব্যাংকের পরিদর্শন প্যানেলের নিকট কিভাবে অভিযোগ দাখিল করতে হবে সে সম্পর্কে www.inspectionpanel.org. এই ওয়েব ঠিকানায় নির্দেশনা দেয়া আছে।

এনজিও'র দায়িত্ব ও কর্তব্য
৭.৩.৬

আরএপি বাস্তবায়নে সহযোগিতা
পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে এনজিও একটি বড় ধরণের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারে। তারা ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে সহযোগিতা করতে পারে এবং ক্ষতিগ্রস্থ ২২.১০ একর জায়গার আরও বৃক্ষ রোপন করতে পারে।

অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনায়
জিআরএম এর প্রথম পর্বে

- অভিযোগ দাখিলের জন্য টোলমুক্ত নাম্বার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এনজিওসমূহ অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করবে যা একটি ব্যাকআপ পদ্ধতি প্রবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করবে।
- এনজিওসমূহ অভিযোগ গ্রহণ, রেজিষ্টারভূক্ত করা, প্রেরণ এবং বুকলেটের মাধ্যমে অভিযোগ সমাপ্ত করার আউটসোর্সিং করতে পারে।
- এনজিওসমূহ পুনর্বাসন সম্পর্কিত বিষয়সমূহের নিষ্পত্তি নিশ্চিত করবে যা জিআরএম'র জন্য একটি বড় ধরণের সহযোগিতা।

জিআরএম এর দ্বিতীয় পর্বে

- এনজিওসমূহ পোষ্টার প্রকাশ করবে যা জিআরএম সম্পর্কিত তথ্য জনসমুক্ষে প্রকাশের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করবে।
- এনজিওসমূহ জিআরএম সম্পর্কে যোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন করবে যা দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির কাছে পৌছাতে সহযোগিতা করবে।
- এনজিওসমূহ অভিযোগ তদন্তের স্বচ্ছ ও স্পষ্ট পদ্ধতি প্রণয়ন করবে।

প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের ক্ষতিপূরণ প্রদান

- এনজিওসমূহ আয় বর্ধক কাজ সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জীবন যাত্রা স্বাভাবিক করার বিষয়ে সহযোগিতা করবে।
- এনজিওসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের গৃহ স্থানান্তরের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করবে।
- এনজিওসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ মানুষকে ব্যাংক বিলের মাধ্যমে নগদ সহযোগিতা প্রদান করবে।
- এনজিওসমূহ প্রকল্প এলাকার দু:স্থ নারীদের হস্তশিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেবে।

প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের ক্ষতিপূরণ দাবি করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা

- এনজিওসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ যারা তাদের গৃহ ও দোকান হারিয়েছে তাদের পক্ষ হয়ে দাবি উত্থাপনের জন্য সহযোগিতা করবে।

সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষন

- এনজিওসমূহ সামাজিক মূল্যায়ন, সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং আরএপি বাস্তবায়ন বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষন আয়োজনে সহযোগিতা করবে।
- এনজিওসমূহ সক্ষমতা উন্নয়ন চাহিদা নিরুপনের বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরিতে সহযোগিতা করবে।

অধ্যায় ৮: বাস্তবায়নসূচি

৮.১ পুনর্বাসন পরিকল্পনার বাস্তবায়নসূচি

৮. বাস্তবায়নসূচি

৮.১ পুনর্বাসন পরিকল্পনার বাস্তবায়নসূচি

আরএপিতে একগুচ্ছ কার্যাবলী বিবৃত করা হয়েছে। এআরএপি'র সুচারু বাস্তবায়নের জন্য এগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। যেমন; প্রতিটি কার্যক্রমের আরম্ভ ও সমাপ্তির একটি সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু কোন অনির্ধারিত কারনে বা ডিসি'র সিসিএল পরিশোধ কার্যক্রম বিলম্বিত হতে পারে। কিন্তু প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে নিধারিত সময়ের মধ্যেই আরএপি সম্পাদিত হবে।

সম্ভাব্য আরপি বাস্তবায়নসূচি

		মাস[১]												জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত
ক্রমিক নং	বিবরণ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	আর্থ-সামাজিক জড়িপ													
২	আইইই, আআইএ, এসএমপি প্রণয়ন													
৩	যৌথ যাচাই/ বিএলপিএ ও ডিসি অফিস কর্তৃক ভিডিও ধারণ													
৪	জমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন													
৪.১	ডিসি অফিস কর্তৃক সেকশন ৩, ৬ ও ৭ সম্পর্কে নোটিশ জারি													
৪.২	ক্ষতিপূরণ প্রদান আরম্ভ													
৫	বিএলপিএ'র আরইউ ইউনিট স্থাপন													
৬	এনজিও/ আইএ নিয়োগ													
৮	তথ্য প্রচার													
৯	অতিরিক্ত অনুদান প্রদান													
১০	দক্ষতা প্রশিক্ষন													
১১	মাসিক তত্ত্বাবধান প্রতিবেদন													
১২.১	চড়ান্ত আরপি অগ্রগতি প্রতিবেদন													

***ক্ষতিগ্রস্থ সকল ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে কোন নির্মাণ কাজ আরম্ভ হবে না**

[১] নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার সম্ভাব্য সময় হচ্ছে আগষ্ট ২০১৬ এবং প্রকল্প সমাপ্তির সম্ভাব্য সময় হচ্ছে আগষ্ট, ২০১৮

অধ্যায় ৯: ব্যয় ও বাজেট

৯.১ বাজেট
৯.২ সর্বনিম্ন মজুরী নিরূপন
৯.৩ কর
৯.৪ তথ্য উন্মোচন
৯.৫ উন্মোচন

৯. ব্যয় ও বাজেট

৯.১ বাজেট

পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে। আদমশুমারী, আর্থ-সামাজিক জড়িপ ও বিস্তৃত পরিসরে সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে মতাবিনিময়ের ভিত্তিতে বাজেটটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাস্তবায়নের সময় কোন কোন ক্ষেত্রে এটা পরিবর্তন হতে পারে। পাঁচটি মাঝারি আকারে গাছ যার আনুমানিক মূল্য ১০০০০ টাকা। এরসাথে তিনটি নলকুপ এবং ৫ টি শৌচাগার যুক্ত হবে। এজন্য আলাদা কোন বাজেট ধরা হয়নি। সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর মূল্যের মধ্যে এর দাম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

ঝ.ঘড়.	বিবরণ	টাকায় নিরুপিত ব্যয়
১	জমির মূল্য	২১৬,২০০,০০০
২	টপ-আপ অর্থ যা জমির মূল্যের ৫০% জমির বাজার মূল্য হিসেবে প্রদান করতে হবে	১০৮,১০০,০০০
৩	অবকাঠামোর মূল্য	২৪,০৭৪,১০৪
৪	আরএন্ডআর ব্যয়	৩,৩৬৮,০০০
৫	জেন্ডার কর্মপরিকল্পনার জন্য বাজেট	১৭,৫৫০,০০০
৬	পরামর্শকদের জন্য বাজেট	৩,৮৪০,০০০
৭	সক্ষমতা সহযোগিতা ও ভবন বাজেট	৫,৮০০,০০০
৮	সিএমআইএস'র জন্য বজেট পরিকল্পনা	১,৫৫৭,৪৯০
৯	তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন বাজেট	১,৫০০,০০০
১০	সামগ্রিক সামাজিক ব্যবস্থাপনা বজেট	২৪,৭৫০,০০০
	উপ মোট	**৪০৬,৭৩৯,৫৯৪**
	৫% প্রশাসনিক ব্যয়	২০,৩৩৬,৯৮০
	২০% অনিশ্চয়তা ব্যয়	৮১,৩৪৭,৯১৯
	সর্বমোট	**৫০৮,৪২৪,৪৯৩**

যে কোন দরণের কর যেমন আয় কর ইত্যাদি উপরের বাজেটে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে; এরবাইরে কোন কিছু থাকলে তা বিএলপিএ পরিশোধ করবে। তা পিএপি'র উপর বর্তাবে না।

৯.২ সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ

১. সর্বনিম্ন মজুরি হচ্ছে ১৭৬.৬৭ টাকা দৈনিক ২০১৩ সালের জন্য
২. ১৭৬.৬৭+ (১৭৬.৬৭x০.১) = ১৯৪.৩৪, ২০১৪ সালের জন্য
৩. ১৯৪.৩৪ +(১৯৪.৩৪x০.১) = ২১৩.৭৭, ২০১৫ সালের জন্য
৪. ২১৩.৭৭ + (২১৩.৩৪x০.১) = ২৩৫.১৪, ২০১৬ সালের জন্য
৫. ২৩৫.১৪+ (২৩৫.৩৪x০.১) = ২৫৮.৬৬, ২০১৭ সালের জন্য

মাসিক ২৫৮.৬৫x৩০= ৭৭৬০ টাকা আনুমানিক ৮,০০০ টাকা

৯.৩ কর

<u>করযোগ্য আয়ের উপর করের হার</u>

আয়	হার
১) ১ম ইউঞ্চ ২৫০,০০০/-	শুন্য
২) ২য় ইউঞ্চ ৪০০,০০০/-	১০%
৩) ৩য় ইউঞ্চ ৫০০,০০০/-	১৫%
৪) ৪র্থ ইউঞ্চ ৬০০,০০০/-	২০%
৫) ৫ম ইউঞ্চ ৩০,০০,০০০/-	২৫%
৬) পরবর্তি	৩০%

কিন্তু শর্ত থাকে যে-
ক) নারী ও ৬৫ বছর বা তদোর্ধ বয়স্ক করদাতার জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা হচ্ছে ৩০০০০০ টাকা।
খ) হস্তশিল্পে নিয়োজিত করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৩৭৫০০০ টাকা পর্যন্ত।

সরকার জনগনের নিকট থেকে সরাসরি ক্রয় বা অধিগ্রহণ করতে পারে।

১) সরাসরি ক্রয়: রেজিস্ট্রেশনের সময় নির্ধারিত ব্যয়। ব্যয়ের হার নিম্নরুপ।

ক. রেজিস্ট্রেশন ফি	২%
খ. স্থানীয় সরকার ফি	১%
গ. অর্জন কর	২%
ঘ. স্টাম্প ডিউটি	৩%
ঙ. মূল্য সংযোজন কর	১.৫%

২) অধিগ্রহণ: সরকার জমি অধিগ্রহণ করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সরকার জমির মালিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এল/এ মামলা করতে পারে।

৯.৪ তথ্য উন্মোচন

শেওলাতে মাঠ পর্যায়ের জড়িপ ও আদমশুমারী পরিচালনার সময় ও আরএসআইএ, ডিপিআর এবং আরএপি প্রণয়নের সময় বেশ কয়েকটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও এলাকাভিত্তিক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়েছে। ঢাকায় ২০১৬ সালের আগষ্ট মাসে পূর্বঘোষিত একটি জাতীয় পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে; এর উদ্দেশ্য ছিল আরএফপি, এসআইএ এবং আরএপি উন্মোচন করা ও সে সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করা। প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে উক্ত দলীলসমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে। এই আরএপি'র সংযুক্তি হিসেবে ঢাকার সভার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো।

- সাধারণ প্রকল্প ও উপ-প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য নির্দিষ্ট সময়ান্তে (৬ মাস পরপর) আলোচনা সাপেক্ষে উন্মোচন করবেন এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠির জন্য বোধগম্য ভাষা ও ধরণে তা প্রকাশ করবেন।
- প্রকল্পের কার্যক্রমের সম্ভাব্য উদ্দেশ্য, চিত্র এবং সম্ভাব্য প্রভাব বিএলপিএ সরবরাহ করবে। পরামর্শের সুবিধার্থে আরএসআইএ প্রতিবেদন এর রুপরেখা প্রস্তুতের পরে বিএলপিএ আরএসআইএ'র সারসংক্ষেপ প্রকাশ করবে।
- একইভাবে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে যে আরএসআইএ প্রতিবেদন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় এনজিও ও জনগনের নিকট সহজপ্রাপ্ত।
- বর্তমান আরপিএফ'র বাইরে উপ-প্রকল্পসমূহের আরএসআইএ এবং আরএপি/এআরএপি বাংলায় অনুবাদ করা হবে।
- এই সমস্ত দলীল পত্র ইংরেজি ও বাংলায় বিএলপিএ আগ্রহী মানুষদের কাছে সহজপ্রাপ্য করবে।
- এই সমস্ত দলীল পত্রের ছাপানো কপি প্রতিটি প্রকল্প অফিসে থাকবে। আরএসআইএ এবং আরএপি/এআরএপি'র সহজলভ্যতা জনগনের নিকট নিশ্চিত করা হবে।
- এই ই-আরএপিএফ ও ইএমএফ রাষ্ট্রিয় ওয়েনসাইটে প্রকাশ করা হবে (বিএলপিএ'র ওয়েবসাইট ও প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত কার্যালয়সমূহে ছাপানো কপি রাখা হবে, যেমন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নিকটস্থ বিএলপিএ অফিস) এর বাইরে বিএলপিএ ও বিদ্যমান টার্মিনালসমূহেও এগুলো রাখা হবে।

৯.৫ উন্মোচন

বাংলা অনুবাদসহ এই আরএপি বিএলপিএ'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য স্থানে ছাপানো কপি সহজলভ্য করা হয়েছে; যেমন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নিকটস্থ বিএলপিএ অফিস) এর বাইরে বিএলপিএ ও বিদ্যমান টার্মিনালসমূহেও এগুলো রাখা হবে।

অধ্যায় ১০: সংযুক্তি/ পরিশিষ্ট

১০. পরিশিষ্ট

১০.১ পরিশিষ্ট ১: ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের তালিকা

ঝখ ঘড়	ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি/ অবকাঠামো/ অফিস/ দোকান/ পুকুর/ কয়লা মজুদের স্থান/ গাছ/ অন্যান্য	আকার ফুট x ফুট এলাকা (বর্গফুট) (বড়/ ছোট)	পাকা/ আধা পাকা/ টিন শেড	জিপিএস স্থানাঙ্ক	ছবি
১	মো: আব্দুর রহীম ও মো: শুকুল উদ্দিন	১০X৮=৮০	টিনশেড	উ- ২৪^{0} ৫২' ২৫.৮" পূ - ৯২^{0}১৪৪২.৭"	
২	মো: মাহাতাব উদ্দিন	১০X৭=৭০	টিনশেড	উ- ২৪^{0} ৫২' ২৪.৯" পূ - ৯২^{0}১৪'৪৩.২"	
৩	মো: আব্দুল বাছিত	১৮X১২=২১৬	আধা পাকা	উ - ২৪^{0} ৫২' ২৫.৯" পূ - ৯২^{0}১৪'৪২.৬"	
৪	মো: আমির আলী	১০X১০=১০০	আধা পাকা	উ - ২৪^{0} ৫২' ২৫.৪" পূ -৯২^{0}১৪'৪২.১"	
৫	মো: ইদ্রিস আলী (মালিক)	১২X৮=৯৬	টিনশেড	উ - ২৪^{0} ৫২'২৫.২" পূ - ৯২^{0}১৪'৪৩.২"	
৬	মো: আব্দুল কাইউম (মালিক)	১০X৮=৮০	আধা পাকা	উ - ২৪^{0} ৫২'২৫.৬" পূ - ৯২^{0}১৪'৪২.৭"	
৭	গিয়াস উদ্দিন হীরা	৩০X১৪=৪২০	আধা পাকা	উ - ২৪^{0} ৫২'২৫.৬" পূ -৯২:১৪ '৪২.৭"	
৮	মো: আব্দুল কুদ্দুস	২০X৮=১৬০	আধা পাকা	উ - ২৪ ৫২ ২৪.৯ পূ - ৯২:১৪৪৩.০	
৯	মো: ইসলাম উদ্দিন	২০X১৪=২৮০	টিনশেড	উ - ২৪^{0} ৫২' ২৫.৪" পূ - ৯২^{0}১৪'৪৩.২"	
১০	মো: সেলিম উদ্দিন পারভেজ	৩০ X ১৫=৪৫০ ৩০ X ১৮=৫৪০ ৩০ X ১৩=৩৯০	আধা পাকা	উ - ২৪^{0} ৫২' ২৫.২" পূ -৯২^{0}১৪'৪৪.৬"	
১১	মো: আব্দুর রাজ্জাক	৭৫ X ৪০=৩০০০	পাকা	উ - ২৪^{0} ৫২২৫.৩" পূ - ৯২^{0}১৪৪৫.২"	

১২	মো: রমিজ আলী	৩০ X ১৩=৪৫০	আধা পাকা	উ - ২৪° ৫২'২৫.১” পূ - ৯২°১৪'৪৫.৫”	
১৩	মো: সৈয়দ মোসদ্দেক আলী	৭১ X ১৭ X ২=২৪১৪	পাকা	উ - ২৪° ৫২'২৫.৫” পূ - ৯২°১৪'৪৪.৫”	
১৪	এম এ হোসেন (মালিক)	২৫ X ২০=৫০০ ৭৫ X ৩০=২২৫০ ৭৫ X ২২=১৬৫০	আধা পাকা	উ - ২৪° ৫২'২৫.৯” পূ - ৯২°১৪'৪২.৪”	
১৫	মো: জালাল উদ্দিন	৩০ X ১৪=৪২০	আধা পাকা	উ - ২৪° ৫২'২৮.০” পূ - ৯২°১৪'৪০.৯”	
১৬	মো: আব্দুল কাদির মো: আবু তাহের	১৫ X ১২=১৮০	আধা পাকা		
১৭	মো: মহির উদ্দিন	১০ X ৮=৮০	আধা পাকা		
১৮	মো: ফয়েজ আহমেদ	৩৬ X ১৮=৬৪৮ (২ তলা ২৪ X ১৬=৩৮৪ (১ তলা)	পাকা		Absent
১৯	মো: আব্দুস সাত্তার		টিনশেড	উ - ২৪° ৫২' ২৫.৫” পূ - ৯২°১৪' ৪৩.২”	
২০	মো: শামসুর মিঞা মো: আকতার উদ্দিন মো: সোহেল আহমেদ		আধা পাকা	উ - ২৪° ৫২' ২৫.৭” পূ - ৯২°১৪' ৪৩.০”	
২১	মো: আব্দুস সালাম		আধা পাকা	উ - ২৪° ৫২' ২৫.৭” পূ - ৯২°১৪' ৪২.৮”	
২২	মো: সেলিম আহমেদ		আধা পাকা	উ - ২৪° ৫২' ২৫.৩” পূ - ৯২°১৪'৪৩.৬”	

২৩	মো: রাজন (মালিক)		আধা পাকা	উ - ২৪° ৫২' ২৪.৯” পূ - ৯২°১৪'৪৩.২”	
২৪	মো: হীরা গং		আধা পাকা	উ - ২৪° ৫২' ২৬.২” পূ -৯২°১৪'৪২.৭”	
২৫	মো: নজরুল ইসলাম		আধা পাকা	উ - ২৪° ৫২'২৫.১” পূ - ৯২°১৪'৪৫.৫”	
২৬	মো: হাজী আব্দুল গনি (মালিক)		আধা পাকা	উ - ২৪° ৫২'২৫.৬” পূ - ৯২°১৪'৪৪.২”	
২৭	এম এ হাসেন (মালিক)		আধা পাকা	উ - ২৪° ৫২' ২৫.৩” পূ - ৯২°১৪' ৪১.৭”	
২৮	মো: মঞ্জু আহমেদ		টিনশেড	উ - ২৪° ৫২'২৫.৩” পূ - ৯২°১৪'৪৪.১”	
২৯	মো: সোহেল আহমেদ		টিনশেড	উ - ২৪° ৫২' ২৫.৬” পূ - ৯২°১৪'৪৩.১”	
৩০	স্বপন দাস (ভাড়াটিয়া)		আধা পাকা	উ - ২৪° ৫২' ২৫.২” পূ - ৯২°১৪'৪৪.৬”	
৩১	নয়ন পাল (ভাড়াটিয়া)		আধা পাকা	উ - ২৪° ৫২' ২৫.৪” পূ - ৯২°১৪'৪৪.৯”	
৩২	মো: আজাদ (ভাড়াটিয়া)		টিনশেড	উ - ২৪° ৫২' ২৫.২” পূ - ৯২°১৪'৪৩.২”	

৩৫	কাজল দাস (ভাড়াটিয়া)		টিনশেড		অনুপস্থিত
৩৩	মো: মাইন উদ্দিন প্রবাসী		--	--	--
৩৪	মো: সোহেল উদ্দিন আহমেদ		---	---	অনুপস্থিত
৩৫	মো: জামির আলী	৩৫ X ১৫=৫২৫	পাকা	--	--
৩৬	মো: আব্দুল করিম	৯৫ X ৬৫=৩১৭৫	আধা পাকা	--	--
৩৭	মো: হাজী আব্দুস সালাম	২০ X ১০=২০০	পাকা	--	--

পরিশিষ্ট ২: মালিকানা নির্দেশক

Entitlement Matrix of Sheola Land Port

Sl. No.	Name of the Project Affected Person's (PAP's)	Category	Area of Structure (Sft.)	Type of Structure	Rate per Sft. (in Taka)	Entitlement Compensation: Structure Cost	Tree loss LS - in Tk.	Amount of Land acquisation in Decimal	Cost of Land per Decimal	Land Cost	Additional 50% compensation as per aqqusition rule	Total Land Cost	Grand Total	Remarks
1	Md. Abul Khair	Title holder- Commercial	15ftx12ft= 180	Semi Paca	908.46	163,522.80		70	100,000.00	7,000,000.00	3,500,000.00	10,500,000.00	10,663,523	
2	Mohir Uddin	Title holder- Commercial	10ftx8ft= 80	Semi Paca	908.46	72,676.80		82	100,000.00	8,200,000.00	4,100,000.00	12,300,000.00	12,372,677	
3	Gias Uddin Hira	Title holder- Commercial	30ftx14ft = 420	Semi Paca	908.46	381,553.20		50	100,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	7,881,553	
4	Jalal Uddin	Title holder- Commercial	30ftx14ft = 420	Semi Paca	908.46	381,553.20		120	100,000.00	12,000,000.00	6,000,000.00	18,000,000.00	18,381,553	
5	Jamir Ali	Title holder- Commercial	35ftx15ft = 525	1-storied Building	2263.84	1,188,516.00		50	100,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	8,688,516	
6	Syed Mosadek Ali	Title holder- Commercial	71ft x17ft x2= 2414	2-storied Building	2263.84	5,464,909.76		60	100,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	14,464,910	
7	Fayez Ahmed	Title holder- Commercial	36ftx18ft 648	2-storied Building	2263.84	1,466,968.32		22	100,000.00	2,200,000.00	1,100,000.00	3,300,000.00	4,766,968	
			24ftx16ft 384	1-Storied Building	1361.2	522,700.80		16	100,000.00	1,600,000.00	800,000.00	2,400,000.00	2,922,701	
		Title holder-Agricultural						52	100,000.00	5,200,000.00	2,600,000.00	7,800,000.00	7,800,000	
8	Abdur Razzak	Land loser & Structure	75ftx40ft = 3000	1-Storied Building	1361.2	4,083,600.00		82	100,000.00	8,200,000.00	4,100,000.00	12,300,000.00	16,383,600	
9	Abdul Karim	Land loser & Structure	95ftx65ft = 3175	Semi Paca	908.46	2,884,360.50		56	100,000.00	5,600,000.00	2,800,000.00	8,400,000.00	11,284,361	
10	Salim Uddin Pervez	Title holder- Commercial	30ftx15ft= 450	Semi Paca	908.46	408,807.00		77	100,000.00	7,700,000.00	3,850,000.00	11,550,000.00	11,958,807	
			30ftx18ft= 540	Semi Paca	908.46	490,568.40		10						
			30ftx13ft= 390	Semi Paca	908.46	354,299.40		8						
11	MA Hashem	Title holder- Commercial	25ft×20ft 500	1-Storied Building	1361.2	680,600.00		8						
			75 ftx30ft 2250	Semi Paca	908.46	2,044,035.00		10						
			75 ftx22ft 1650	1-Storied Building	1361.2	2,245,980.00		12						
12	Md. Ramiz Ali,	Title holder- Commercial	30ftx13ft= 450	Semi Paca	908.46	408,807.00	3,000.00	85	100,000.00	8,500,000.00	4,250,000.00	12,750,000.00	13,158,807	
13	Hazi Md. Abdus Salam	Title holder					2,000.00	170	100,000.00	17,000,000.00	8,500,000.00	25,500,000.00	25,500,000	
14	Munir Uddin,	Title holder						93	100,000.00	9,300,000.00	4,650,000.00	13,950,000.00	13,950,000	
15	Nazrul Islam	Title holder						65	100,000.00	6,500,000.00	3,250,000.00	9,750,000.00	9,750,000	
16	Hira Gong	Title holder						210	100,000.00	21,000,000.00	10,500,000.00	31,500,000.00	31,500,000	
17	Selim Parvez	Title holder						210	100,000.00	21,000,000.00	10,500,000.00	31,500,000.00	31,500,000	
18	Alauddin	Title holder					2,000.00	80	100,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000	
19	Amiruddin	Title holder					3,000.00	60	100,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000	
20	Majir Uddin	Title holder						80	100,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000	
21	Azim Uddin	Title holder						75	100,000.00	7,500,000.00	3,750,000.00	11,250,000.00	11,250,000	
22	Moktadir and his brothers	Title holder					2,000.00	52	100,000.00	5,200,000.00	2,600,000.00	7,800,000.00	7,800,000	
23	MoynulHoq	Title holder						37	100,000.00	3,700,000.00	1,850,000.00	5,550,000.00	5,550,000	
24	Maruf Ahmed	Title holder						70	100,000.00	7,000,000.00	3,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000	
25	Foyez Ahmed	Title holder						30	100,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000	
26	Mashuk Ahmed	Title holder						22	100,000.00	2,200,000.00	1,100,000.00	3,300,000.00	3,300,000	
27	Fakaruddin	Title holder						65	100,000.00	6,500,000.00	3,250,000.00	9,750,000.00	9,750,000	

Sl. No.	Name of the Project Affected Person's (PAP's)	Category	Area of Structure (Sft.)		Type of Structure	Rate per Sft. (in Taka)	Entitlement Compensation: Structure Cost	Tree loss LS - in Tk.	Amount of Land acquisation in Decimal	Cost of Land per Decimal	Land Cost	Additional 50% compensation as per aqqusition rule	Total Land Cost	Grand Total	Remarks
28	Abdul Kuddus	Title holder- Commercial	20ftx8ft=	160	Tin shed shop	418.22	66,915.20		1	100,000.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00	216,915	
29	Abdur Rahim	Title holder- Commercial	10ftx8 ft=	80	Tin shed, tea stall	418.22	33,457.60		1	100,000.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00	183,458	
30	Mahtab Uddin	Title holder- Commercial	10ftx7ft=	70	Tin shed shop	418.22	29,275.40		4	100,000.00	400,000.00	200,000.00	600,000.00	629,275	
31	Abul Basit	Title holder- Commercial	18ft x12ft=	216	Semi pacca	908.46	196,227.36		3	100,000.00	300,000.00	150,000.00	450,000.00	646,227	
32	Amir Ali	Title holder- Commercial	10ftx10ft=	100	Tin shed shop	418.22	41,822.00		1	100,000.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00	191,822	
33	Idris Ali	Title holder- Commercial	12ft x 8 ft =	96	Tin shed shop	418.22	40,149.12		3	100,000.00	300,000.00	150,000.00	450,000.00	490,149	
34	Abdul Quium	Title holder- Commercial	10ftx 8ft=	80	Tin shed shop	418.22	33,457.60		2	100,000.00	200,000.00	100,000.00	300,000.00	333,458	
35	Hazi Abdus salam	Title holder- Commercial	20ftx10ft=	200	1-Storied Building	1361.2	272,240.00		3	100,000.00	300,000.00	150,000.00	450,000.00	722,240	
36	Islam Uddin	Title holder- Commercial	20ftx14ft=	280	Tin shed shop	418.22	117,101.60		3	100,000.00	300,000.00	150,000.00	450,000.00	567,102	
									2210				Total	342,558,621	

R & R Compansation for 3 Persons

	Name of Tanent and Employee	Category	Income Generation Grant	Livelihood compensation for 6 month subssistance allowance: Month	Rate	Amount	Shifting Allowance		Rental alowance for 6 Months: Month	Rate	Amount				
37	Swapon Das	Tenant of Selim Parvez- Commercial	200,000	6	16000	96000	20,000.00		6	5,000.00	30,000.00			346,000	
	Joy Das	Employee	200,000	6	8000	48000								248,000	
	Hossain	Employee	200,000	6	8000	48000								248,000	
38	Nayan Pal	Tenant of Abdul Karim- Commercial	200,000	6	16000	96000	20,000.00		6	5,000.00	30,000.00			346,000	
	Rawshan Mia	Employee	200,000	6	8000	48000								248,000	
	Uttam Pal	Employee	200,000	6	8000	48000								248,000	
	Chan Pal	Employee	200,000	6	8000	48000								248,000	
	Sagar Pal	Employee	200,000	6	8000	48000								248,000	
39	Kazol Pal	Tenant of Hira Gang -Commercial	200,000	6	16000	96000	20,000.00		6	5,000.00	30,000.00			346,000	
	Shankar Das	Employee	200,000	6	8000	48000					-			248,000	
	Midhu Pal	Employee	200,000	6	8000	48000					-			248,000	
40	Md. Azad	Tenant of Idris Ali- Commercial	200,000	6	16000	96000	20,000.00		6	5,000.00	30,000.00			346,000	
	The land ownership should be identified through DC land office as per RMF												Total	3,368,000	
	Minimum wage is Tk. 176.67 per day at for the year 2013. Calculated minimum wage is Tk. 7730 make it Tk. 8000 at the year 2016. (Every year increment has been taken 10%.)												grand total	345,926,621	

পরিশিষ্ট ৩: ছবি

মতবিনিময় সভার উপস্থিতি

ব্যানার

চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদ (দুবাগ)

ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির একাংশ

ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠি

স্থপতির সাথে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠি

পরিশিষ্ট ৪: পূর্বঘোষিত গণ-মতবিনিময় সভা

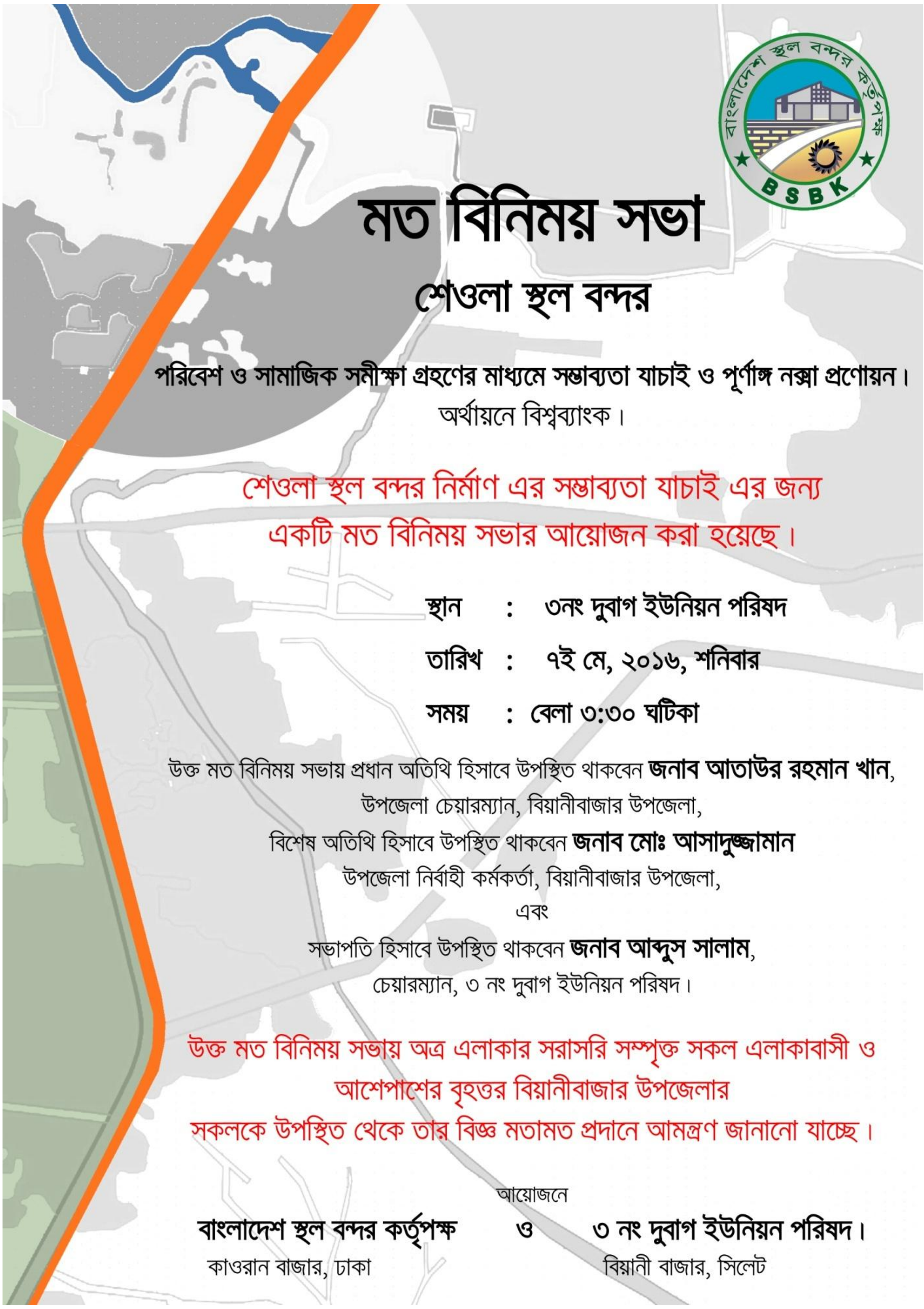

প্রকল্পের ভূমিকা

সম্মানিত সুধী,

আপনারা অবগত আছেন যে, সুতারকান্দি বর্ডার পয়েন্ট সংলগ্ন একটা বড় মাপের স্থলবন্দর তৈরী হতে যাচ্ছে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থলবন্দরটি নির্মিত হলে শুধু বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মালপত্র আনা-নেয়াই সহজ হবে না, এর চাইতেও বড় কাজ হবে সুতারকান্দি একটা উন্নত স্থলবন্দর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। সুতারকান্দি এলাকা একটা পরিচ্ছন্ন শহরে রূপান্তরিত হবে। এলাকার জনগণের জীবন মান বৃদ্ধি পাবে। রাস্তা-ঘাট বর্তমানের তুলনায় অনেক উন্নত হবে। নাগরিক সকল সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে। অধিক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

সুপ্রিয় সুধী,

যে কোন উন্নয়ন কাজে জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত স্থলবন্দর নির্মাণে জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে। জমি অধিগ্রহণের ফলে আপাততদৃষ্টিতে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হলেও তা পুষিয়ে নিতে সরকার বদ্ধপরিকর। জমি অধিগ্রহণে জমির উপযুক্ত মূল্যপ্রদান, ঘরবাড়ীর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। স্থানীয়ভাবে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আপনাদের পরামর্শ মোতাবেক প্রশিক্ষণসহ বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

প্রকল্পের জন্য ভূমি উন্নয়ন, স্থল বন্দর ও অন্যান্য অংশের নির্মাণ সংক্রান্ত বিবিধ কর্ম সম্পাদন কালে পরিবেশগত সমস্যা পরিহারের লক্ষ্যে ই.এ প্রতিবেদনে একটি পরিবেশগত প্রতিকার এবং পর্যবেক্ষন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রশ্নের বিষয়ে মতামত দেয়া সহ প্রকল্পের কারণে সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব প্রশমনে কার্যকর পরামর্শ প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এই পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রম অর্থাৎ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ই.এম.পি) বর্তমান পরামর্শক সভায় অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে বিতরন করা হবে।

উপরোক্ত মতামত ও পরামর্শ দ্বারা সমৃদ্ধ ই.এ এবং ই.এম.পি প্রতিবেদন এইভাবেই তৈরি হেবে এবং বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাখিল করা হবে। পরবর্তি পর্যায়ে ই.এম.পি সহ ই.এ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ও সর্বস্তরের জনসাধারনের অবগতির জন্য উম্মুক্ত করা হবে। এছাড়াও পরিপুর্ন ই.এ প্রতিবেদন বিশ্বব্যাংক এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা সহ নিম্নোক্ত কার্য্যালয় গুলোর সহজে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শিত হবে।

১। বাংলাদেশ স্থলবন্দর প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহ।
২। প্রধান কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প কার্যক্রম এবং প্রধান পরিবেশগত বিষয় সমূহ

প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

১। ভূমি উন্নয়ন
২। জমিঅধিগ্রহণ
৩। বন্দর গমন রাস্তা নির্মাণ
৪। ব্রিজ / কালভার্ট নির্মাণ
৫। বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ

প্রকল্পের পরিবেশগত বিসয়সমূহ ঃ

১। বিভিন্ন স্থাপনা অপসারণ
২। গাছ কাটা
৩। গ্যাস ও ধুলাবালি নির্গমন
৪। অতিরিক্ত শব্দ ও কম্পন
৫। ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণ
৬। পেশাগত স্বাস্থ্যঝুকি
৭। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

প্রধান সামাজিক বিষয়সমূহ ঃ

১। জমি অধিগ্রহণ
২। বিভিন্ন স্থাপনা অপসারণ
৩। সাময়িক ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি

পতিকার ঃ

১। এলাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন
২। কর্মসংস্থান
৩। কারিগরী প্রশিক্ষণ
৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল
৫। জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন
৬। পরিবেশের উন্নয়ন

প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব ও প্রতিকার

১)প্রকল্প এলাকায় স্থলবন্দরেরএকপাশে গাছ কাটা হ
পরবর্তীতে তিনগুণ গাছ লাগান হবে এবং জনসাধ
কাটা গেলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

২) প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে ধুলাবালি যেন বাতা
সেজন্য প্রকল্প এলাকায় প্রচুর পানি ছিটিয়ে ধুলাবা
রাখা হবে। বছরে দুইবার প্রকল্প এলাকার বাতাস
তার গ্রহনযোগ্যতা যাচাই করা হবে।

৩) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে প্রকল্পএলাক
হতে পারে। প্রকল্পের এলাকায় বিশেষ করে ধর্মীয়
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালে সরকারের জারিকৃত
গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে সিমিত রাখতে হবে।

৪) প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে ভূপৃষ্ঠ
পানি দূষণ রোধে ভূমিকার্যক্রম প্রস্তাবিত নকশা এ
অনুযায়ী করা হবে।

৫) এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন পেশাগত স্বাস্থ্য
সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য নির্মান শ্রমিকদের জন্য
স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ও আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা
নির্মানকালীন সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার বাধ্যতামূলক

৬) অপ্রতুল বর্জব্যবস্থাপনার কারনে দীর্ঘস্থায়ীভাবে
ভূগর্ভস্ত পানি দূষিত হতে পারে। সেজন্য সকল প্র
বর্জপদার্থ নির্ধারিত যায়গায় ফেলতে হবে।

অভিযোগপ্রতিকারপ্রক্রিয়া (Grievance Redress Mechanism/জিআরএম)

এই প্রকল্পটি নির্মাণকালীন সময়ে সৃষ্ট স্থানীয় জনগনের যেকোনো সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কমিটি গড়ে তোলা হবে। এই কমিটির সদস্যরা হবেন- স্থলবন্দরকতৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ সদস্য/ মহিলা সদস্য, স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের সদস্য এবং অভিযোগ এলাকার একজন স্থানীয় সদস্য।

নিম্নবর্তিত উপায়ে স্থানীয় জনগনের যেকোনো সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

ধাপ ১- অভিযোগকারী সমস্যাটি সরাসরি/টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করবেন। যদি অভিযোগকারীর সমস্যাটি এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতিকার না হয় তাহলে দ্বিতীয় ধাপ অবলম্বন করতে পারবেন।

ধাপ ২- অভিযোগকারী উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত জি আর সি কমিটির মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করবেন।

ধাপ ৩- যদি সমস্যাটি দুই সপ্তাহের মধ্যে সমাধান না হয় তাহলে উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত জি আর সি কমিটি একটি আনুষ্ঠানিক শুনানির ব্যবস্থা করবে। এ পর্যায়ে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে এবং পাঁচ দিনের মধ্যে তা কার্যকর করা হবে।

ধাপ ৪- ধাপ ৩ এর গৃহীত সিদ্ধান্তটি অভিযোগকারীর মনপুত না হলে অভিযোগকারী আইনি সালিশ-নিষ্পত্তি পদ্ধতি গ্রহন করতে পারবেন।

প্রকল্পের সুবিধাসমূহঃ

১) ব্যবসায়-বাণিজ্যরসুবিধাও জীবনমানউন্নতহবে।
২) পরিবহন ব্যবস্থা ও জ্বালানি সাশ্রয়
৩) কালো ধোঁয়া হ্রাস
৪)পরিবেশ-বান্ধব বন্দরযাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে সৌরশক্তি, বৃষ্টির পানি সংরক্ষন ব্যবস্থা, সবধরনের বন্দরের উপযোগী সুযোগ সুবিধা।

অনুসন্ধান, মতামত এবং পরামর্শের জন্য দয়া করে নিম্নলিখিত কার্যালয়ে যোগাযোগ করুণ।
১, কাওরানবাজার, টি, সি, বি, ভবন (৬ষষ্ঠতলা)
বাংলাদেশস্থলবন্দরকর্তৃপক্ষঢাকা-১২১৫।
দুরালাপনঃ (+৮৮০) ০২-৮১৮৯৩০০
ফ্যাক্সঃ (+৮৮০) ০২-৯১২২৬২৭

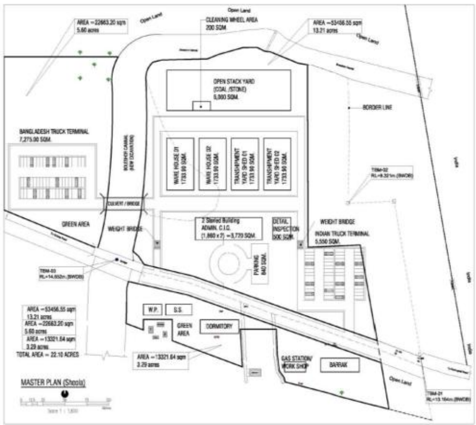

শেওলাস্থলবন্দরপ্রকল্প

Feasibility Studies, Detailed Design, and Environmental & Social Assessment for Land ports

প্রকল্পশেওলা: শেওলাস্থলবন্দরনির্মান প্রকল্পেরসম্ভাব্যতা,বিশদ নকশা,পরিবেশগতও সামাজিকসংক্রান্ত সমীক্ষা, ।

পরিবেশগতওসামাজিক প্রভাব ও এর ব্যবস্থাপনা
পরিবেশগতওসামাজিক গণপরামর্শ প্রক্রিয়া
পরামর্শপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীগণের জন্য সহায়ক তথ্য।

৭ই মে, ২০১৬

মত বিনিময় সভা

প্রকল্পের নাম : শেওলা স্থল বন্দরের পরিবেশ ও সামাজিক সমীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই ও পূর্ণাঙ্গ নক্সা প্রণোয়ন।

স্থান : ৩নং দুবাগ ইউনিয়ন পরিষদ

তারিখ : ৭ই মে, ২০১৬ শনিবার

সময় : বেলা ৩:৩০ ঘটিকা

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত সকলের তালিকা :

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা ও ফোন নম্বর	স্বাক্ষর
	Ataur Rahman Khan	UPO - Chairman	[signature]
	[illegible]	দুবাগ ইউ. পি. 01718251527	[signature]
	Lee Seung Woo	+82 010 5288 2553	[signature]
	YOU SEUNG YEAL	+82 10 2566 7259	[signature]
	Major Said Hasan Topoh (Retd)	01727 030 727	[signature]
	ISHTIAQUE	01912888003	[signature]
	Seong Yil BAE	+82 (0)10-6243-3791	[signature]
	Dhirendra nath A. Swiee	BLPA 01711450438	[signature]
	Md. Shahjah Khan	Social consultant - 01716-484695	

মত বিনিময় সভা

প্রকল্পের নাম : শেওলা স্থল বন্দরের পরিবেশ ও সামাজিক সমীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই ও পূর্ণাঙ্গ নক্সা প্রণোয়ন।

স্থান : ৩নং দুবাগ ইউনিয়ন পরিষদ

তারিখ : ৭ই মে, ২০১৬ শনিবার

সময় : বেলা ৩:৩০ ঘটিকা

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত সকলের তালিকা :

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা ও ফোন নম্বর	স্বাক্ষর
	[illegible]	[illegible] 01731720082	[signature]
	[illegible]	[illegible] 01843306606	[signature]
	[illegible]	017[illegible]	[signature]
	[illegible]	01791751918 [illegible]	[signature]
	বিমল দাস	01715610897 নয়া দুবাগ	[signature]
	সাবুল [illegible]	নয়া দুবাগ	[signature]
	[illegible]	01797086480 [illegible]	[signature]

মত বিনিময় সভা

প্রকল্পের নাম : শেওলা স্থল বন্দরের পরিবেশ ও সামাজিক সমীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই ও পূর্ণাঙ্গ নক্সা প্রণোয়ন।

স্থান : ৩নং দুবাগ ইউনিয়ন পরিষদ

তারিখ : ৭ই মে, ২০১৬ শনিবার

সময় : বেলা ৩:৩০ ঘটিকা

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত সকলের তালিকা :

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা ও ফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১।	আনোয়ার হোসেন চৌধুরী	বড়গ্রাম, ০১৮-২০১৪৬৮৩ বর্তমান সুলতানপুর [illegible]	[illegible]
২।	মোঃ [illegible]	[illegible] 01714892169	[illegible]
৩।	মোঃ তাওফিক আহমদ	দুবাগ উত্তর ০১৮১৪৪৮৭৯১১৯	[illegible]
৪।	[illegible]	01727754027	[illegible]
৫।	আব্দুল মোতালিব চৌধুরী [illegible]	01721908376	[illegible]
৬	মোঃ মতিউর রহমান	[illegible] 01713806534	[illegible]
৭।	[illegible]	[illegible]	
৮	[illegible]	01724755267 [illegible]	[illegible]
৯।	আবুল কালাম	01860079706 দুবাগ	[illegible]

মত বিনিময় সভা

প্রকল্পের নাম : শেওলা স্থল বন্দরের পরিবেশ ও সামাজিক সমীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই ও পূর্ণাঙ্গ নক্সা প্রণোয়ন।

স্থান : ৩নং দুবাগ ইউনিয়ন পরিষদ

তারিখ : ৭ই মে, ২০১৬ শনিবার

সময় : বেলা ৩:৩০ ঘটিকা

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত সকলের তালিকা :

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা ও ফোন নম্বর	স্বাক্ষর
	Dr. Jagadish Chandra Sah	01713112822	[signature]
	জাসিল	হোসেন	
	Namor Ali	01717931551	Ali
	মোসাঃ দিলারা বেগম		মোসাঃ দিলারা বেগম
	জোছনা বেগম		জোছনা বেগম
	SULTANA Begum		Sultana
	পারুল বেগম	মহিলা সদস্য 01732546792	[signature]
	মোঃ আবুল কাশেম	৩নং দুবাগ ইউপি 01716349094	[signature]

মত বিনিময় সভা

প্রকল্পের নাম : শেওলা স্থল বন্দরের পরিবেশ ও সামাজিক সমীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই ও পূর্ণাঙ্গ নক্সা প্রণোয়ন।

স্থান : ৩নং দুবাগ ইউনিয়ন পরিষদ

তারিখ : ৭ই মে, ২০১৬ শনিবার

সময় : বেলা ৩:৩০ ঘটিকা

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত সকলের তালিকা :

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা ও ফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১	শাহরিয়ার আহমদ চৌঃ	বড় গ্রাম 01758533314	[signature]
২	আফসর আহমদ	উত্তর দুবাগ 01781605200	[signature]
৩	কামরুল আহমদ	কাইরলপুর 01720450170	[signature]
৪	আব্দুল জলিল	উত্তর দুবাগ 01732835183	Arif
৫	মিসবাহ উদ্দিন চৌঃ	01726308673 বড় গ্রাম	[signature]
৫	মোঃ মিজবাহউদ্দিন চৌ	বড় গ্রাম	[signature]
৬	আবুল লতিফ	0175258666[illegible]	[signature]

মত বিনিময় সভা

প্রকল্পের নাম : শেওলা স্থল বন্দরের পরিবেশ ও সামাজিক সমীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই ও পূর্ণাঙ্গ নক্সা প্রণোয়ন।

স্থান : ৩নং দুবাগ ইউনিয়ন পরিষদ

তারিখ : ৭ই মে, ২০১৬ শনিবার

সময় : বেলা ৩:৩০ ঘটিকা

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত সকলের তালিকা :

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা ও ফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১	রুহেল আহমদ	উত্তর দুবাগ 01738265840	[signature] 07.5.16
২	খলেক মিয়া	01740312143 [illegible]	খলেক
৩	হাসান আহমদ	01813840476 উত্তর দুবাগ	
৪	[signature]	01721981762 উত্তর দুবাগ	
৫	[signature]	01819652666	[signature]

মত বিনিময় সভা

প্রকল্পের নাম : শেওলা স্থল বন্দরের পরিবেশ ও সামাজিক সমীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই ও পূর্ণাঙ্গ নক্সা প্রণোয়ন।

স্থান : ৩নং দুবাগ ইউনিয়ন পরিষদ

তারিখ : ৭ই মে, ২০১৬ শনিবার

সময় : বেলা ৩:৩০ ঘটিকা

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত সকলের তালিকা :

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা ও ফোন নম্বর	স্বাক্ষর
	[illegible]	[illegible] 01715206821	[illegible]
	[illegible]	দুবাগ/দুবাগবাজার 01767454044	[illegible]
	মোঃ [illegible]	01817056460- আমিনাপুর [illegible]	[illegible]
	মোঃ [illegible]	[illegible] 01714427200	[illegible]
	মোঃ আং কাইয়ুম	[illegible] 01727200963	Md. A. Kayum
	[illegible] চৌধুরী [illegible]	[illegible] 01712487668	[illegible]
	মো: [illegible]	গ্রাম: [illegible] 01726183292	[illegible]
	[illegible] আহমদ চৌধুরী	গ্রাম: [illegible] 01711912930	[illegible]

মত বিনিময় সভা

প্রকল্পের নাম : শেওলা স্থল বন্দরের পরিবেশ ও সামাজিক সমীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই ও পূর্ণাঙ্গ নক্সা প্রণোয়ন।

স্থান : ৩নং দুবাগ ইউনিয়ন পরিষদ

তারিখ : ৭ই মে, ২০১৬ শনিবার

সময় : বেলা ৩:৩০ ঘটিকা

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত সকলের তালিকা :

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা ও ফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১	মোঃ [illegible]	[illegible] ০১৭৫২৬৬৪৯৬০	[illegible]
	মোঃ জাকারিয়া	01731071799	
	[illegible]	[illegible]	

মত বিনিময় সভা

প্রকল্পের নাম : শেওলা স্থল বন্দরের পরিবেশ ও সামাজিক সমীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই ও পূর্ণাঙ্গ নক্সা প্রণোয়ন।

স্থান : ৩নং দুবাগ ইউনিয়ন পরিষদ

তারিখ : ৭ই মে, ২০১৬ শনিবার

সময় : বেলা ৩:৩০ ঘটিকা

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত সকলের তালিকা :

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা ও ফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১.	আং ছাত্তার	সেওয়া	
২.	মো: আব্দুল্লাহ	নয়া দুবাগ - 01710546[illegible]-28	[signature]
৩	মো: আলমগীর	৩নং দুবাগ 01719266259	[signature]
৪	মো: [illegible]	330 - দুবাগ 0194[illegible]033859	Hossein
৫	মো: আব্দুল মন্নান	330 দুবাগ 0174[illegible]	[signature]

মত বিনিময় সভা

প্রকল্পের নাম : শেওলা স্থল বন্দরের পরিবেশ ও সামাজিক সমীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই ও পূর্ণাঙ্গ নক্সা প্রণোয়ন।

স্থান : ৩নং দুবাগ ইউনিয়ন পরিষদ

তারিখ : ৭ই মে, ২০১৬ শনিবার

সময় : বেলা ৩:৩০ ঘটিকা

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত সকলের তালিকা :

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা ও ফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১	মো: সাইদুল ইসলাম	নয়াদুবাগ, দুবাগবাজার বিয়ানীবাজার	
২	মো: আমানউদ্দিন	নয়াদুবাগ দুবাগ বাজার বিয়ানীবাজার	
	শিং কু চন্দ্র	দুবাগ	

মত বিনিময় সভা

প্রকল্পের নাম : শেওলা স্থল বন্দরের পরিবেশ ও সামাজিক সমীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই ও পূর্ণাঙ্গ নক্সা প্রণোয়ন।

স্থান : ৩নং দুবাগ ইউনিয়ন পরিষদ

তারিখ : ৭ই মে, ২০১৬ শনিবার

সময় : বেলা ৩:৩০ ঘটিকা

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত সকলের তালিকা :

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা ও ফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১	এম. এ. হাকিম	[illegible] 01712647012	[signature]
২	সেলিম আহমদ	সুতারকান্দি 01711587325	[signature]
৩	মো: আমির আলী	সুতারকান্দি 01715082666	
৪।	মো: [illegible]	〃 01718509358	
৫।	মামুন আহমদ		
৬	মো: হান্নান মিয়া	01712328723	[signature]

পরিশিষ্ট ৪: গণ-পরামর্শ কর্মশালার সারসংক্ষেপ

৪.১. অংশগ্রহণকারিবৃন্দের তালিকা

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

খসড়া পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন
প্রস্তাবিত বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্পের জড়িপ
বিষয়ক
জাতীয় গণ-পরামর্শ
কর্মশালা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	সংগঠনের নাম	যোগাযোগ মোবাইল/ ইমেইল
১	শাকিলা সুলতানা পল্লী সহকারি পরিচালক	বিএলপিএ	
২	মোসাম্মত ফয়জুন্নাহার সহকারি পরিচালক	বিএলপিএ	
৩	বশির আহমেদ	এএসএল	০১৭১২২৮৯৫৭১
৪	কমল চন্দ্র শীল	বিএলপিএ	০১৭৭২৩৩১৩৮৮
৫	আবুল কালাম আজাদ	ইয়োশিন-ভিত্তি- জেভি	০১৭১২৮২০৬০৫
৬	মো: জালাল উদ্দিন জীবন	বিএলপিএ	০১৭৪৮৭৭৯১৭৮
৭	ড: জে সি সাহা	ইয়োশিন-ভিত্তি- জেভি	০১৭১৩১১৭৮২২
৮	মো: সাহাদাত হোসেন		০১৭১৮৯৪৬৮০০
৯	মেজর সাইদ হাসান তাপস	ইয়োশিন-ভিত্তি- জেভি	০১৭২৭০৩০৭২৭
১০	মোহাম্মদ মহসিন	ইয়োশিন-ভিত্তি- জেভি	০১৯২১৩৯৬৯৩৯
১১	মো: মনির হোসাইন	বিএলপিএ	০১৮২৭৬২৫৫৩১
১২	মো: মাহাবুবুর রহমান	বিএলপিএ	০১৭১৮২৭৫১৭৩
১৩	বেনজামিন পি	অবসরপ্রাপ্ত এম/ও	০১৭১৩০৬১০৫৩
১৪	ড: প্রভাত সাহা	সার সাত্রা, ভারত	+৯১৯৮১৯৪৬১৮৮৪
১৫	মো: সাহাদাতুল্লাহ	বিএলপিএ	০১৮১৯৭৮২৯৭৭
১৬	রোকনুদ্দিন	বিএলপিএ	০১৭৫৬৫৪৩৯৬৮
১৭	আশিকুল আলম	আরটিভি	০১৮৪১০৯১১১৪
১৮	মেহের মনি	বৈশাখী টিভি	০১৭৪৪৩৫৬২১৭
১৯	ফরিদুর রেজা	বৈশাখী টিভি	০১৬৮৩৭৬৬৬৪২
২০	রঞ্জিত বাবু	এম/ও শিপিং	
২১	জাহাঙ্গীর আলম	এম/ও শিপিং	০১৭১১৪২৫৩৬৪
২২	ইমদাদ	এম/ও শিপিং	
২৩	জসীম	এম/ও শিপিং	
২৪	রুহুল আলম	এমওএস	০১৬৩০২০৩৮৪৯
২৫	কাজী মো: আলী কাদের	বিএলপিএ	০১৭১৫০৩২৫১৩
২৬	মো: ইসমাইল		০১৭১১৯৭২৮৮৯
২৭	আবুল কালাম আজাদ	বিএলপিএ	০১৯১২৪১৬৯৩৭
২৮	মাসুম আমেন		০১৭১৫৪৫৪৩৯২
২৯	আব্দুর রহমান খান	চেয়ারম্যান, বিয়ানী বাজার উপজেলা পরিষদ	০১৭১৫০৭০৭৭৯
৩০	আমীর আলী	পিএপি, সুতারকান্দি	০১৭১৫০৮২৬৬৬
৩১	কৃতি নিশান চাকমা	বিশ্ব ব্যাংক	০১৭৫৫৫৭৮২৭৩
৩২	মো: শফিকুল ইসলাম	অফিস, শাখা	০১৭১২৮৪৯৯৩৯
৩৩	অজয় কুমার সরকার	পি ও	০১৮১৯১৭৯৫৩০
৩৪	কবীর খাঁন	পিএস	০১৯১৩৪৯৮৬১৫
৩৫	আব্দুল মায়েন	ইপিওএস	

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	সংগঠনের নাম	যোগাযোগ মোবাইল/ ইমেইল
৩৬	মামুন আহমেদ		০১৯১৪৯৩১৪৯৮
৩৭	আসাদুজ্জামান	বিএন	০১৯১৫৬০৪১৬১
৩৮	আনোয়ার		০১৮১৮০৭৮৭৮৯
৩৯	পার্থ ঘোষ	ভোমড়া স্থলবন্দর বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	০১৭১৬৫২২০০৭
৪০	নজরুল ইসলাম	ভোমড়া স্থলবন্দর বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	০১৯৬৫২৪৯১৩০
৪১	মো: ইসম হোসেন	সাধারণ সম্পাদক, রেজি: নং ১১৪৯	০১৭১৩৯৩৩৮৭৫
৪২	মো: রেজাউল ইসলাম	সাভাপতি, রেজি: নং ১১৫৫	০১৭৪০৫৫২৩৫৯
৪৩	মো: নজরুল ইসলাম	মন্ত্রীর পিও	০১৭১২৭৫৪৮৫১
৪৪	আকাশ কুমার		০১৭২৪৪৯৯১৮৯
৪৫	মো: মাজহারুল ইসলাম	প্রটোকল মন্ত্রণালয়	০১৯১৩০২২৯৫৭
৪৬	মো: মাসুদ রানা		০১৭৭০৬৫২৯০০
৪৭	মো: সোহেল রানা		০১৭১৫৪৮৪১৯০
৪৮	মো: মিরাজুল ইসলাম	এসআই এসবি ঢাকা	০১৭৭৫৫৩৮৩১৩
৪৯	মো: রাজ্জাক		০১৯১৬৭৩৯৮৩০
৫০	মো: নাসিম	ভোমড়া সি/এফ এজেন্ট এসোসিয়েশন সেক্রেটারি	০১৭১৩৯১৯৫৮৫
৫১	বিনু	বিটিভি	০১৫৩৪৩১২৮১২
৫২	মো: শফিকুল ইসলাম	সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার ২৪.কম	০১৭০৯৬৩৪৫১৫
৫৩	সোহেল মামুন	ঢাকা ট্রিবিউন	০১৮১৭০৯০৮১৩
৫৪	সিয়াম সরকার	বিএলপিএ	০১৭৭৩২৮০৯৭১
৫৫	শরিফ	বিএলপিএ	০১৭২৯৮৯৫৯২৬
৫৬	রতন রায়	বিএলপিএ	০১৭৭৪১৫৮৫৫১
৫৭	মো: সেলিম	ভিত্তি এস.বি	০১৭১৮৫১১৩৪২
৫৮	মো: সারোয়ার হোসেন	বিএলপিএ	০১৭১০২৯৯৫৫৮
৫৯	এ্যাড. দুর্জয় দাস	এমওএস	
৬০	মো: সোহেল		০১৭১৫৪৮৪১৯০
৬১	জিসান ওয়ালিদ	পরিবেশ পরামর্শক	০১৭৫৩৪৪৯৯২২
৬২	এম এফ রেজা সুমন	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লানার্স (বিআইপি)	০১৭১১৫৬০৩৫৫
৬৩	শামীম আহমেদ	তেজগাও পুলিশ ষ্টেশন	০১৭৩১৮৪২৫৭৭
৬৪	কাজী আব্দুল কালাম	তেজগাও পুলিশ ষ্টেশন	০১৭২১৪৬০৮৫৯
৬৫	হাবিবুর	তেজগাও পুলিশ ষ্টেশন	০১৯১৬৫৮৪২১২
৬৬	কাজী রুবেল	এমওএস এর পিও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	০১৭২২১১৯৯৪৬ শধুরহঁনবষরপঃ@মসধরষ.পড়স
৬৭	আফতাব উদ্দিন	বিএলপিএ	০১৭৩১৮৬৮৮৫২
৬৮	প্রকৌশলী মো: রবিউল ইসলাম	জেজিটি ডিএষএল	০১৯১২২৪৯৭৪৯
৬৯	এম এ হোসেন	বিএলপিএ	০১৭১২৬৪৭০১২
৭০	মো: শাহ আলম	টিসিবি	০১৭২৭৬৫৪২৫৫
৭১	রুহুল আমিন	বিএলপিএ	০১৮১৮৩০২৫২১
৭২	আনোয়ার হোসেন	টিসিবি	০১৭১১০৩৫৯০৩
৭৩	জওহরলার	টিসিবি	
৭৪	আকতা জামান	World Bank	০১৭১৮২০১৭৩৯
৭৫	মো: মনির হোসেন	টিআই	০১৭১১৩৮০৮৪৫
৭৬	জাহাঙ্গীর আলম		০১৭৪১১৩৮৮৫৮
৭৭	ড: বি কে ডি রাজা	আন্তর্জাতিক সামাজিক পরামর্শক নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বালাদেশ	০১৯১৯৩৯৩৩৩৩৪৩০ bkduaja@hotmail.com

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	সংগঠনের নাম	যোগাযোগ মোবাইল/ ইমেইল
৭৮	ভেঙকাটা নাকলার	পরিবেশগত পরামর্শক বিশ্ব ব্যাংক নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ	+ ১৭১৬২৩৫২
৭৯	আনিস আহমেদ	পরিচালক (ট্রাপিক) বিএলপিএ	০১৫৫২৩০৪৮৬৯
৮০	স্থপতি ইসতিয়াক জহির	ডেপুটি টিম লিডার ইয়োশিন-ভিত্তি	০১৯১২৮৮৮০০৩
৮১	ইকবাল হোসাইন	প্রকল্প প্রকৌশলী ইয়োশিন-ভিত্তি	০১৭১১০১০৩৯৪
৮২	আবু সালেক	জনসংযোগ কর্মকর্তা বিএলপিএ	০১৭১০৭৪১৭২৮
৮৩	রাশেদুল সজিব	বিএসবিকে	০১৭২০৫৩০৬৬৫
৮৪	মো: সিকুজ্জামান	বিএসবিকে	০১৯১২২০৫৪২২
৮৫	সাহানা আকতার	বিএপিএল	০১৭৬৭৪৯২০৩৫
৮৬	মো: আসলাম কাজী	বিএলপিএ	০১৭৭৯১৯৬৮০৪
৮৭	এমবি. এ এল মামুন	বিএলপিএ	০১৭৩২৪৯৬৪৩৯
৮৮	মো: রফিকুল ইসলাম	বিএলপিএ	০১৯১৪২১৬৬৮৮
৮৯	মো: ইকবাল কবির	বিএসবিকে	০১৭৩০৮৪৬৮৪৬
৯০	এস এম মেহেদি হাসান	বিএসবিকে	০১৬৭৬২০০৫০৫
৯১	মাসুদা আকতার	বিএসবিকে	০১৭৪৬৫৮৫২৫১
৯২	মো: মাজেদুর রহমান	বিএসবিকে	০১৬৮৬৬৫৪৫৬২
৯৩	রিপন চন্দ্র সোম	হিসাবরক্ষক বিএসবিকে	০১৯২৯২৩৮৮৮৪
৯৪	সোনিয়া কামাল এমি	ইয়োশিন-ভিত্তি	০১৯২২১১৩৩১৪
৯৫	মো: সোহেল রানা	বেট্স কনসালটিং	০১৭১৬৮৩০১৯৭
৯৬	লী সেং উ	ইয়োশিন-ভিত্তি	০১০৫২৮৮২৫৫৩
৯৭	মো: কবির হোসাইন	বিএলপিএ	০১৯১২৯১৬৭২৮
৯৮	মো: জাহিদুল ইসলাম	বিএলপিএ	০১৯২১৩৬১৬৪২
৯৯	মো: জসিম উদ্দিন	বিএলপিএ	০১৫৫২৩৮৪৫০৯
১০০	আবুল হাসনাত মাহামুদ	বিএলপিএ	০১৯১১৩৫০৪৪৮
১০১	সালাহ উদ্দিন, হিসাবরক্ষক	বিএলপিএ	০১৮১৫৬১০৬২৮
১০২	সুমন দত্ত	বিএলপিএ	০১৭১১৪৪২২৫৯
১০৩	মোহাম্মদ ইব্রাহীম	কম্পিউটার অপারেটর বিএলপিএ	০১৯৩৬০৮৯২৯০
১০৪	মোহাম্মদ আলী	বিএলপিএ	১৭১২০১৯১১৮
১০৫	সং ইল বী	ইয়োশিন-ভিত্তি	+ ৮২১০৬২৪৩৩৭৯১
১০৬	জহিরুল দৌলা	এসএআই	১৭১১০৪২৫৪৪
১০৭	মোরশেদ হোসেন	চ্যানেল ২৪	১৭৩০৪৩০৮৮৮
১০৮	নাসের বাবা		
১০৯	ফাতেমা আকতার	বিএলপিএ	
১১০	মনিরা বেগম	ডব্লিউ.এস বিএলপিএ	
১১১	শামীম সোহানা	ডেপুটি পরিচালক (ট্রাফিক) বিএলপিএ	১৭১৮৩৩০৪৭০
১১২	ফারজানা	বিএলপিএ	
১১৩	এম এ ইমরান হোসেন	কোষাদক্ষ বিএলপিএ	০১৯১১৬১৫২৫৮
১১৪	মো: আবুল হোসাইন	বিএলপিএ	০১৭১২০১৫৩১৬
১১৫	এম এ আমিনুল ইসলাম	বিএলপিএ	০১৭২৭২১৬৮৪৮
১১৬	মো: জসিম উদ্দিন	বিএলপিএ	০১৯২৩৪৮৫৩৩৮
১১৭	মো: স্বপন	সময় টিভি	০১৯২৩৮৩৮০৫৭

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	সংগঠনের নাম	যোগাযোগ মোবাইল/ ইমেইল
১১৮	মো: আব্দুল হান্নান	পিও	০১৭১৮৯৪৬৫৭৫
১১৯	মো: জামান হোসাইন	বিএলপিএ	০১৮২৪১৮৫৭৯১
১২০	মো: আলামিন		০১৭৫৫০৮৯৬৭
১২১	এ জেড এম শওকত হোসাইন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসডিএফ	০১৭১৩০১৭৪৫৩
১২২	ইকবাল কবির	রিপোর্টার বেতার	০১৯১৬১৪৩৩০৭
১২৩	রুনা আকতার	বিএলপিএ	০১৭৯৬২৬৯১০৬
১২৪	মো: কালাম মিঞা	বিএলপিএ	০১৭১০৯২৬৪৮৫
১২৫	মো: শফিকুল	টিসিআর	০১৯২৫৫২৮৪৫৭
১২৬	মো: মাহাফুজুল ইসলাম	বিএলপিএ	০১৭১১৯৫১৮৩৩
১২৭	মো: আব্দুস সালাম	চেয়ারম্যান, দুবাগ	০১৭১৮২৫১৫২৭
১২৮	রুহুল আহমেদ চৌধুরি	স্বকর্ম	০১৭১১৯১২৯৩০
১২৯	মো: জসিমুদ্দিন	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	০১৭৩২০১৪৯৮
১৩০	কামরুল হাসান জুনিয়র প্রকৌশলী চট্টগ্রাম কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট	এসএআই ও বেট্স কনসালটিং সারভকেসি লি:	০১৭২৩২৫১৪৯০
১৩১	কামরুল ইসলাম	ওএ স্থলবন্দর	০১৮১৪০৮৫৩৭৬
১৩২	রঞ্জিত দাস	বিএলপিএ	০১৬৭৭৪২২৩৭৫
১৩৩	কিউ এস হাশমী	এডিজি ডিওএ	০১৭১১১৪৫২৩৯
১৩৪	গাজী সরওয়ার	প্রেস ইনফরমেশন বিভাগ	০১৭১৭০৫২৬৭০
১৩৫	মো: মাজহারুল ইলাম তালুকদার	এলজিইডি	০১৭১২০০১৫৬৪
১৩৬	আহমেদ আলী	বিশ্ব ব্যাংক	০১৮১৯২১৩১৮২
১৩৭	আমিনুল ইসলাম সহকারি প্রকৌশলী	বিএলপিএ	০১৭১৭৪২৪০৮৮
১৩৮	কাজী নওশাদ দিলওয়ার	ভোমড়া সি এনন্ডএফ এসোসিয়েশন, সভাপতি	০১৭১১৩৫১০৩০
১৩৯	এস এ মতিন	পরিদর্শক	০১৭১১৪৫৮১১৫৩
১৪০	মো: আবিদ হোসাইন	সাধারণ সম্পাদক ভোমড়া হ্যান্ডেলিং লেবার ইউনিয়ন রেজি: নং ১৭২২	০১৭৪৮৯৯২০০৭
১৪১	মো: সাহজাহান আলী	অফিস সহকারি	০১৮২৫০৫২৪০৬
১৪২	মো: কিবরিয়া জলিল	ভিজিটর অব ট্রাফিক সভাপতি-পরিচালক	০১৭১৬৮৫৮২৩০
১৪৩	মো: আলী	সচিব	০১৯১৭০৭১৫০৩
১৪৪	মো: সোহেল	পুলিশ	০১৭১০৭০২৩২৪
১৪৫	মো: মসিউল ইসলাম	পুলিশ	০১৭২৮৯৭২০৪১
১৪৬	মো: রাসেল মাহমুদ	পুলিশ	০১৮৬৩০৩৮২৬৭
১৪৭	মো: এ সালাম	বিআইডব্লিউটিসি	০১৭১৬৩৫৯৭৪৪
১৪৮	কে এইচ সাহজাহান		০১৭১৬৪৮৪৬৯৮
১৪৯	তপন দেবনাথ	বিএলপিএ	০১৭১৪৭০৩৩৭৩
১৫০	মো: জাহাঙ্গির	বিআইডব্লিউটিএ	০১৯৫৫৯৫৮১৬৫
১৫১	সি এইচ আলী		০১৮৫৭৭৭১৪৪২
১৫২	মাফাজ	টিসিবি	০১৮১৪৩৭৬৩৭১
১৫৩	ইউনুস	এমওএস	০১৮২৯৩৭১৩৮৩
১৫৪	কাজী মাহাফুজুর রহমান	টিসিবি	০১৮১৬৪৪৮৮৮০
১৫৫	মো: নুর হোসেন	টিসিডি	০১৯১৪৭৫৭০৪৬
১৫৬	সুমনা পারভীন	ব্রাক	০১৯২৩০১০০৯০

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	সংগঠনের নাম	যোগাযোগ মোবাইল/ ইমেইল
১৫৭	সাইফ রেজা		০১৯১৪০০৮০৭০
১৫৮	জাহাঙ্গীর	ব্যাংক	০১৭১৬২৭৫১৪০
১৫৯	নুর হোসেন	ব্যাংক	
১৬০	বিজন দাস	মাই টিভি	০১৭১২৬৯৭৭১৫
১৬১	শকরিজ	মাই টিভি	
১৬২	মো: সোহেল রানা		০১৭১৬৬৫৪০৭৮
১৬৩	মো: মুসতা উদ্দিন	কাস্টমস	০১৯২৮৪২৭৭০৬
১৬৪	মমিন মজিবুল ২২৬	এলজিইডি	০১৭১১৯৭৬০৬১
১৬৫	জসিম উদ্দিন		০১৭৪০৬২৮২১৫
১৬৬	রহমান		০১৭২৯৬০৪৫৫১
১৬৭	বিল্লাল হোসেন		০১৭৪৫৭৭১৫২৯
১৬৮	হাবিব রহমান	৭১ টিভি	০১৬৮৫০২৯৪০৪
১৬৯	পিয়াস	৭১ টিভি	০১৮৪১৭১০৪০০
১৭০	জসীম	৭১ টিভি	০১৮৪১৭১০৪০৬
১৭১	মো: সোয়েব হোসেন	বাংলাদেশ মিডিয়া ইনস্টিটিউট ও সমতল	০১৭৩০৮৯০০১৯
১৭২	কিউ শাহিন	ডিবিসি নিউজ	০১৭১৯৪৫৩৪৮৩

৪.২. অংশগ্রহণকাদিরে মন্তব্য

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্পের
খসড়া পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন জড়িপ
বিষয়ক
জাতীয় গণ-পরামর্শ
কর্মশালা
টিসিবি মিলনায়তন, টিসিবি ভবন, ঢাকা
১০ আগষ্ট, ২০১৬, সকাল ০৯:৩০

অংশগ্রহণকাদিের মন্তব্য

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	সংগঠন	ঠিকানা	ই-মেইল	মোবাইল	প্রশ্ন	জবাব/ সাড়া
১	আকতার জামান	সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ	বিশ্ব ব্যাংক			০১৭১৫২০১৭৫৯	আপনারা কিভাবে প্রতিস্থাপন ব্যয় নির্ধারণ করেছেণ? এবং জীবনযাত্রার উপর কি মাত্রায় প্রভাব পড়বে?	পতিস্থাপনের জন্য যে জিনিসটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ঠিক অনুরুপ জিনিস নির্মাণ/ পূন:নির্মাণ বা ক্রয় করার জন্য প্রকৃত বর্তমান ব্যয়ের ভিত্তিতে প্রষ্থিাপন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এটা বাজার দরের নিরিখে করা হয়েছে। এটা আরপিএফ এ বিস্তারিত দেওয়া আছে। শেওলা স্থলবন্দরের প্রতিস্থাপনের ফলে জীবিকার উপর প্রভাব ১২ জনের (৪জন ভাড়াটিয় ও ৮ জন কর্মচারি) উপর প্রকট যারা রেস্তরা ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত।

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	সংগঠন	ঠিকানা	ই-মেইল	মোবাইল	প্রশ্ন	জবাব/ সাড়া
২	মোঃ রেজাউল ইসলাম	সভাপতি	ভোমড়া হ্যান্ডেলিং ওয়ার্কারস ইউনিয়ন	ভোমড়া ট্যাক্স স্টেশন সাতক্ষীরা		০১৭৪০৫৫২৩৫৯	সবসময় দেখা যায় যে স্থলবন্দরের নকশা প্রণয়নের সময় শ্রমিকদের জন্য সুবিধাদি অবহেরিত থাকে। আপনাদের প্রস্তাবিত স্থলবন্দরে শ্রমিকদের বিশ্রামের জন্য কোন স্থান রাখা হয়েছে কি?	স্থলবন্দরে শৌচাগারর সুবিধাসহ বিশ্রাম কক্ষ রাখা হয়েছে।
৩	কাজী সওশাদ দিলওয়ার (রাজু)	সভাপতি	সি এন্ড এফ এজেন্ট এসোসিয়েশন, ভোমড়া	ভোমড়া স্থরবন্দর, সাতক্ষীরা		০১৭১১৩৫১০৩০	আমরা এই মুহূর্তে ভোমড়া স্থলবন্দরের ভবনের নকশাটি দেখতে পাচ্ছি না। এই নকশা চুড়ান্ত করতে কি পরিমাণ সময় লাগবে”	শেওলা স্থলবন্দরের ভবনের বিস্তারিত নকশাটি চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, কিন্তুভোমড়া স্থলবন্দরের ভবনের নকশাটি আগামী বছর চুড়ান্ত হবে।

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	সংগঠন	ঠিকানা	ই-মেইল	মোবাইল	প্রশ্ন	জবাব/ সাড়া
৪	নাসিম মোস্তাফিজুর	সাধারণ সম্পাদক	সি এন্ড এফ এজেন্ট এসোসিয়েশন, ভোমড়া	ভোমড়া		০১৭১৩৯১৯৫৮৫	১) বর্তমান স্থলবন্দরটি ১৯৯৬ সালে উন্নয়নের কথা ছিল যা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তদুপরি আমার পর্যবেক্ষন যে সরকার নতুন ভবন নির্মাণের বিষয়ে অধিকতর আগ্রহী কিন্তু বিদ্যমান সুবিধাদির বিষয়ে মনোযোগ দিতে আগ্রহী নয়। বর্তমান পরিসেবাসমূহ উন্নয়নে আর কি পরিমাণ সময় লাগবে? ২) বর্তমান উত্তদিকের সুবিধাদির জন্য সড়কের কোন পাশের জমি অধিগ্রহণ করা হবে?	ভোমড়া স্থলবন্দরের প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিদ্যমান সুবিধাদির উন্নয়ন বিবেচনা করা হয়েছে যার মধ্যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন, নর্দমা ও ধুলা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ। ভোমড়া স্থলবন্দরের উন্নয়ন পর্যায়ক্রমিকভাবে হবে এবং বন্দরের বিদ্যমান সুবিধাদি উত্তর ও দক্ষিন উভয় দিকেই বিস্তৃত হবে।

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	সংগঠন	ঠিকানা	ই-মেইল	মোবাইল	প্রশ্ন	জবাব/ সাড়া
৫	আবু সালেহ	জন সংযোগ কর্মকর্তা	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	টিসিবি ভবন ৫ম তলা, কারওয়ান বাজার, ঢাকা	junnunbadeshi@gmail,com	০১৭১০৭৪১৭২৮	স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরেও বেনাপোল স্থলবন্দকে সুসজ্জিত, আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব হিসেবে করে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। সুতরাং শেওলা স্থলবন্দরকে কি আপনার বক্তব্য অনুসারে এতোটা পরিবেশবান্ধব ও সুসংগঠিত করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে?	প্রকল্পটি বিদ্যমান সুবিধাদির উন্নয়ন ঘটাবে যেমন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন, নর্দমা ও ধুলা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ। রাস্তার উত্তর ও দক্ষিন উভয় দিকেই জমি অধিগ্রহন করা হবে তবে মূল অংশ হচ্ছে উত্তর দিক।

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	সংগঠন	ঠিকানা	ই-মেইল	মোবাইল	প্রশ্ন	জবাব/ সাড়া
৬	এম এ হাশেম	সুতারকান্দি/ সিলেট		সুতারকান্দি, দুবাগ, বিয়ানীবাজার		০১৭১২৬৪৭০১২	১) শেওলা এলাকার যে সকল জমি ইতোমধ্যে উন্নয়ন/ ভড়াট করা হয়েছে (নিচু অঞ্চলের ভড়াট করা জমি) তার জন্য নিচু জমির তুলনায় অধিক হারে ক্ষতিপুরণ প্রদান করা উচিৎ। ২) ইমারতের ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা উচিৎ। ৩) জমি অধিগ্রহণের ফলে যে সকল দোকান ক্ষতিগ্রস্থ হবে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিৎ। ৪) জমির জন্য যথাযথ পরিমাণ ক্ষদিপূরণ মূল্য দেওয়া উচিৎ।	জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ দোকানসহ সকল অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রতিস্থাপন ব্যয়ের ভিত্তিতে করা হয়েছে। ব্যবসায়িক ক্ষতির জন্যও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।
৭	মোসাম্মৎ ফয়জুন্নাহার	ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক	স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ				বন্দরের মাধ্যমে যে রাসায়নিক আমদানি করা হবে বন্দর পাশ্ববর্তি এলাকার মানুষের উপর তার তেজস্ক্রিয়তা ও দুষনের বিষয়টি কি আপনার বিবেচনা করেছেন?	বিপজ্জনক পণ্যাদি গুদামে মজুদ রাখা হবে। বন্দরের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় কোন পদার্থ পরিবহন করা হবে না।

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	সংগঠন	ঠিকানা	ই-মেইল	মোবাইল	প্রশ্ন	জবাব/ সাড়া
৮	মেহের মনি	প্রতিবেদক	বৈশাখী টিভি			০১৭৪৪৩৫৬২১৭	১) শেওলা বন্দর থেকে সরকার বার্ষিক কি পরিমাণ রাজস্ব আয় করবে? ২) ভোমড়া বন্দর থেকে সরকার বার্ষিক কি পরিমাণ রাজস্ব আয় করবে?	শেওলা বন্দরের সম্ভবাতা যাচাই জড়িপ অনুসারে প্রাথমিকভাবে সরকারের বার্ষিক রাজস্ব আয় হবে ১.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০৪৯ সালে এই আয় হবে ১০.২৩ মিলিয়ন।
৯	মো: আলী আশরাফ		নিরীক্ষক, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ				আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা সংশ্লিষ্ট মহল/ স্টেহোল্ডারদের জন্য নানাবিধ সুবিধা প্রদান করছেন কিন্তু যে কর্মচারিরা কাজটি করবে তাদের বিষয়ে আপনারা কি ভাবছেন?	বিএলপিএ কর্মচারিদের জন্য অফিস ভবন, ডরমেটরি, গেষ্ট হাউজ, রেস্তোরা, পানি সরবারহ ও পয়:নিষ্কাশন সুবিধা থাকবে।
১০	মো: মনির হোসেন মজুমদার	ট্রাফিক পরিদর্শক					প্রতিটি স্থলবন্দরে হাসপাতাল সুবিধা থাকা উচিৎ।.	প্রতিটি স্থলবন্দরে প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হবে। প্রস্তাবিত প্রস্তাবিত শেওলা ও ভোমড়া স্থলবন্দরের ১৩ কিলোমিটারের মধ্যে হাসপাতাল সুবিধা রয়েছে।

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	সংগঠন	ঠিকানা	ই-মেইল	মোবাইল	প্রশ্ন	জবাব/ সাড়া
১১	কাজী সর=রোয়ার ইমতিয়াজ হাশমী	অতিরিক্ত মহা পরিচালক	ডিওই	আগারগাঁও, ঢাকা		০২ ৮১৮১৭৬৭	কয়লাজাত ধুলা থেকে সালফার দুষন হবে কিনা। ডিওই বর্তমানে স্থানীয় ওিই অফিস ও স্থানীয় পর্যায়ে মতামতের মাধ্যমে ইসিআর সংশোধন করছে, জমি সংক্রান্ত বিষয় অনুসন্ধান করছে, বায়ু দুষনের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিৎ। সিএএম স্টেশন সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে অবস্থিত।	শুধুমাত্র নিম্নমানের কয়লায় সালফার রয়েছে। কয়লা ধৌত করার পানিতে এসিড থাকে ফলে ছাকুনী ও নর্দমায় ফেলার পূর্বে তা প্রতিরোধ করতে হবে। ডিওই'র বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করা হবে। পিসি বৈঠকে আহবান জানানো হবে। জমি সংক্রান্ত বিষয় পরিক্ষা করা হবে। বিস্তারিত পরিকল্পনায় বায়ু দুষনের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে।

৪.৩. পত্রিকার কাটিং

দৈনিক ইত্তেফাক প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Land Port Authority

টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
ফ্যাক্স: ৯১২২৬২৭। www.bsbk.gov.bd

Bangladesh Regional Connectivity Project এর আওতায়
বিভিন্ন স্থলবন্দরের পরিবেশগত ও সামাজিক সমীক্ষার উপর গণ আলোচনা

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় "Bangladesh Regional Connectivity Project" এর আওতায় বিভিন্ন স্থলবন্দরের পরিবেশগত ও সামাজিক সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের কয়েকটি স্থলবন্দরের উন্নয়ন এ প্রকল্পের লক্ষ্য। প্রাথমিকভাবে এ প্রকল্পের আওতায় নবঘোষিত শেওলা স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং বিদ্যমান ভোমরা স্থলবন্দরের সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন মনোনয়ন করা হবে। এ দুটি স্থলবন্দরে বন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন করা হবে।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক কর্তৃক পরিবেশগত ও সামাজিক সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সমীক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এবং World Bank Operational Policy 4.01 ও বাংলাদেশ সরকারের Environmental Conservation Rules (1997) অনুযায়ী ঢাকায় নিম্নবর্ণিত তারিখ ও স্থানে একটি গণআলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

তারিখ	:	বুধবার, ১০ আগস্ট ২০১৬, সময়: সকাল ৯: ৩০ ঘটিকা হতে দুপুর ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
স্থান	:	টিসিবি অডিটরিয়াম, টিসিবি ভবন, ১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

উক্ত আলোচনা সভায় জনসাধারণ প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে সাক্ষাৎ, প্রকল্পের কার্যাবলী, পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট ও আগ্রহী সকল জনসাধারণকে সভায় অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলো।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প এবং খসড়া পরিবেশগত ও সামাজিক প্রতিবেদন সম্বন্ধে আপনাদের যেকোন মন্তব্য শুনতে আগ্রহী। খসড়া প্রতিবেদন (Environmental Management Framework) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে (www.bsbk.gov.bd) দেখা যাবে। ব্যক্তিগত তথ্যাদি ছাড়া সকল মন্তব্য গণদলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়াও অনুষ্ঠানস্থলে একটি মন্তব্য ফরম পাওয়া যাবে, বক্সে ফরমটি একই দিনে পূরণ করে জমা দেওয়া যাবে অথবা নিম্নের ঠিকানায় ই-মেইল যোগে প্রেরণ করা যাবে।

প্রকল্প পরিচালক
RETF Project (Land Port Component)
টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
ফোন: ০২-৯১৩০৯২৩
ই-মেইল: xenblpa@gmail.com

ক-৫২৩ (৫×৩)

theindependent ()

Sunday 28 August 2016 ,

Online Version ()

BUSINESS

(./home/printnews/55271)

11 August, 2016 00:00:00 AM

Sheola, Thegamukh, Bhomra ports under BBIN to benefit region: Study

BSS

Development of infrastructure at Sheola, Thegamukh and Bhomra land ports for regional connectivity under Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) Initiative will not have any environmental and social impact, according to a joint China-India feasibility study report.

"Economic activities will be expanded and import-export costs will decrease significantly. As a result, the people of the regional will be benefitted," said the report placed in a National Public Consultation Workshop here yesterday, reports BSS.

Bhomra land port is very close to India's Kolkata and if facilities of this port are developed properly, businesses of both the countries will highly be benefitted as import-exports costs will decrease considerably, said the report conducted by China's Yoohin and India's Vitti JV.

Speaking at the workshop shipping minister Shajahan Khan said the government will develop Sheola, Thegamukh and Bhomra land ports for the expansion of regional trade and economic activities. Development of three ports will help expand Bangladesh's trade with India, he added.

The minister said the three land ports will be developed under BBIN initiative with financial assistance of the World Bank.

This project has been taken for increasing the trade-commerce and export earnings, he said, adding that there were only nine land ports in the country but only two ports were in operation when the Awami League government came to power in 2009. Now there are 23 land ports in the country, he said.

Poll

Today's Question »

Prime Minister Sheikh Hasina yesterday said the Rampal coal-based power plant would not cause any harm to world heritage site the Sundarbans. Do you agree?

Yes No No Comment

All Result (./home/poll/)

Yes 43.9%

No 53.7%

No Comment 2.4%

Most Viewed

- **Gulshan attack mastermind Tamim Chy, 2 others killed (./printversion/details/57829)**
- **Rampal won't affect Sundarbans: PM**